নামাজ শিক্ষা

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শায়খোল-মিল্লাতে অদ্দীন হাদিয়ে-জামান
এমামোল হোদা সু-প্রসিদ্ধ পীর জনাব মাওলানা শাহ সুফী

মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

★

জেলা—উঃ ২৪ পরগণা, বসিরহাট নিবাসী খাদেমুল ইসলাম
বঙ্গ-আসাম বিখ্যাত পীর, সুলতানোল ওয়ায়েজীন আলেমকুল
শিরোমণি, শাহ-সুফী হজরত আল্লামা

মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমীন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

মোসাম্মাৎ শাহরবানু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

[অষ্টাদশ সংস্করণ]
বাংলা সন ১৪০৬ সাল

মুল্য—৩০.০০ টাকা

নামাজ শিক্ষা

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শায়খোল-মিল্লাতে অদ্দীন হাদিয়ে-জামান
এমামোল হোদা সুপ্রসিদ্ধ পীর জনাব মাওলানা শাহ সুফি
মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)
কর্ত্তৃক অনুমোদিত

—: * :—

জেলা—উঃ ২৪ পরগণা, বসিরহাট নিবাসী খাদেমুল ইসলাম
বঙ্গ-আসাম বিখ্যাত পীর, সুলতানোল ওয়ায়েজীন আলেমকুল
শিরোমণি, শাহ-সূফী হজরত আল্লামা
মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও
মোসাম্মৎ শাহরবানু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

[অষ্টাদশ সংস্করণ]
বাংলা সন ১৪০৬ সাল

মুদ্রণে : নাগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫/১, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৯

মূল্য—৩০·০০ টাকা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পাঁচটি কলেমা, ঈমানে মোজমাল ও মোফাচ্‌ছাল	১—৪
মোন্‌কের ও নকিরের ছাওয়ালের জওয়াব	৫—৬
আয়তল কুরছি	৬—৭
দশটি ছুরা অর্থ সহ	৭—১৫
ছানা, তায়াওয়োজ তছমিয়া, আত্তাহিয়াতো	১৫—১৬
উহার দরুদ	১৭
দোওয়ায়ে মাছুরা	১৮
সালাম ও মোনাজাত	১৯—২০
রুকু, ছেজদার তছবিহ ও রুকু হইতে উঠিবার দোওয়া	২০—২১
দোওয়া কনুত	২১—২২
আজান	২২—২৩
আজানের জওয়াব ও দোওয়া	২৩—২৪
ওজু ও তায়াম্মমের নিয়ত	২৪—২৫
* নামাজের নিয়ত	২৫ – ৩১
ওজুর ফরজ	৩১
উহার ছুন্নতগুলি	৩২—৩৪
উহার মোস্তাহাবগুলি	৩৪—৩৮
উহার মকরুহগুলি	৩৮—৩৯
ওজু নষ্টকারী বিষয়গুলি	৪০—৪৩
ওজুর ধারা	৪৩—৪৫
গোছলের বিবরণ	৪৫—৪৭
উহার ছুন্নতগুলি	৪৭—৪৮
উহার মোস্তাহাবগুলি	৪৮
উহার মকরুহগুলি	৪৯
ফরজ গোছল	৪৯ ৫৩
ছুন্নত গোছল	৫৩
মোস্তাহাব গোছল	৫৩—৫৪
গোছলের ধারা	৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
তায়াম্মোম	৫৫—৫৭
উহার ধারা	৫৭—৬৩
তায়াম্মোম বাতিলকারী বিষয়গুলি	৬৩—৬৪
পানির বিবরণ	৬৪ ৬৭
কুঁড়া পাক করার বিবরণ	৬৭—৬৮
ঝুটার বিবরণ	৬৮—৭০
হায়েজ, নেফাছ ও এস্তেহাজা	৭০—৭২
নাজাছাতের বিবরণ	৭২—৭৪
নাপাক বস্তু পাক করার মছলা	৭৪—৭৫
এস্তেঞ্জার বিবরণ	৭৫—৭৮
পায়খানা ও এস্তেঞ্জা	৭৮—৮১
নামাজের ওয়াক্তের বিবরণ	৮০—৮১
মোস্তাহাব ওয়াক্তের বিবরণ	৮১—৮৩
মকরুহ ও নাজায়েজ ওয়াক্ত	৮৩—৮৪
নামাজের শর্তগুলি	৮৪—৯৩
নামাজের রোকনগুলি	৯৩—৯৬
নামাজের ওয়াজেবগুলি	৯৭—৯৯
উহার ছুন্নতগুলি	৯৯—১০২
উহার মোস্তাহাবগুলি	১০৩
নামাজ নষ্টকারী বিষয়গুলি	১০৪—১০৭
উহার মকরুহগুলি	১০৮—১১৫
নামাজ পড়িবার ধারা	১১৬—১১৯
মছবুকের মছলা	১২০—১২১
লাহেকের মছলা	১২১—১২২
ছোহু ছেজদার বিবরণ	১২২—১২৪
মোছাফেরের নামাজ	১২৫—১২৬
পীড়িতের নামাজ	১২৭—১২৯
কাজা নামাজের বিবরণ	১২৯—১৩০
জুময়ার বিবরণ	১৩০
জুময়ার প্রসিদ্ধ শর্ত ৬টি	১৩১—১৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা
জামায়াত	১৩২—১৩৩
তারাবিহ্ নামাজ	১৩৩—১৩৫
তাহাজ্জোদ নামাজের বিবরণ	১৩৫
এশরাকের নামাজ	১৩৫
চাশ্ত নামাজ	১৩৭
আওয়াবিন নামাজ	১৩৭
ছালাতোত্তছবিহ্ নামাজ	১৩৭
কছুফ নামাজ	১৩৭
খছুফ নামাজ	১৩৮
ছালাতোত্তওবা	১৩৮
এসতেছকার নামাজ	১৩৮
ঈদুল ফেৎরের নামাজ	১৩৯
ঈদুল আজহার নামাজ	১৩৯—১৪১
জানাজা নামাজ	১৪১—১৪৫
মৃতের শেষ কার্য ও গোছল	১৪৫—১৪৬
কাফনের বিবরণ	১৪৬—১৪৭
জানাজা ও দাফন	১৪৭—১৪৯
রোজা	১৪৯—১৫০
রোজা ভঙ্গের বিষয়গুলি	১৫০
রোজা মকরূহ হওয়ার বিবরণ	১৫১
কি কি কারণে রোজা নষ্ট হয় না	১৫১
রোজার কাফ্ফারা	১৫১
রোজা এফতার করার অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ	১৫২
হারাম রোজা	১৫২
এ'তেকাফ	১৫২—১৫৩
শবেকদর	১৫৪
ফেৎরা	১৫৪—১৫৫
কোরবানী	১৫৫—১৫৯
আকিকা	১৫৯—১৬০

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

الحمد لله رب العلمين والصلوة
والسلام على رسوله سيدنا محمد
واله واصحبه اجمعين

নামাজ শিক্ষা

⁂

কলেমা

প্রথম কলেমা তইয়েবা :—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۔

উচ্চারণ :—"লা-এলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ।"

অনুবাদ :—"আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য (মা'বুদ) কেহ নাই, হজরত মোহাম্মদ (স:) তাঁহার রাছুল (প্রেরিত পুরুষ)।"

দ্বিতীয় কলেমা শাহাদাত :—

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ○

উচ্চারণ :—“আশ্‌হাদো আল্‌লা-এলাহা ইল্লাল্লাহো অহ্‌দাহু লা শারিকালাহু অ-আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মাদান আবহুহু অ-রাছুলুহু।”

অনুবাদ :—আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা’বুদ নাই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরীক নাই। আর সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয়ই হজরত মোহাম্মদ (সঃ) তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাছুল।”

তৃতীয় কলেমা তামজিদ :—

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ○

উচ্চারণ :—“ছোবহানাল্লাহ, অল্‌হামদো লিল্লাহ, অলা-এলাহা ইল্লাল্লাহ্, অল্লাহো আকবর, অলা-হাওলা অলা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহেল আলিইয়েল আজীম।”

অনুবাদ :—“আল্লাহতায়ালার পাকি (পবিত্রতা) বর্ণনা করিতেছি, সমস্ত প্রকার প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ ; আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত মা’বুদ কেহ নাই ও আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ; মহা মহিমান্বিত, মহা গৌরবান্বিত ; আল্লাহতায়ালার তওফীক ব্যতীত গোনাহ হইতে বিরত থাকার এবং এবাদত করার ক্ষমতা কাহারও নাই।”

চতুর্থ কলেমা তওহীদ :—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

উচ্চারণ :—"লা-এলাহা ইল্লাল্লাহো অহ্‌দাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মোল্‌কো অ-লাহুল হামদো ইউহ্‌য়ি অ-ইয়োমিতো অ-হুয়া হাইয়োন লা-ইয়ামুতো বে-ইয়াদেহিল খায়ের, অহুয়া আলা কুল্লে শাইয়েন ক্বাদির।"

অনুবাদ :—"আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত মা'বুদ কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন অংশীদার নাই, তাঁহারই রাজত্ব ও তাঁহারই প্রশংসা। তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মারিয়া ফেলেন। তিনিই অনন্ত, চির অমর, তাঁহারই আয়ত্বাধীনে কল্যাণ, তিনিই প্রত্যেক বিষয়ে সক্ষম।"

পঞ্চম কলেমা রদ্দে-কোফর :—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا
وَّاَنَا اَعْلَمُ بِهٖ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ بِهٖ وَمَا لَا اَعْلَمُ
بِهٖ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّاْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْمَعَاصِىْ
كُلِّهَا وَاَسْلَمْتُ وَاٰمَنْتُ وَاَقُوْلُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ
رَّسُوْلُ اللّٰهِ ○

উচ্চারণ :—"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজোবেকা মেন আন ওশ্‌রেকা বেকা শাইয়াঁও অ-আনা আ'লামো বিহি, অ-আছ্‌তাগ্‌ফেরোকা লেমা আ'লামোবিহি, অমা লা-আ'লামো বিহি, তোবতো আন্‌হো অতাবার্রাতো মেনাল কোফ্‌রে অশ্‌শেরকে অল্‌-মায়াছি কুল্লেহা অ-আছ্‌লামতো অ-আমানতো অ-আকুলো আল্‌ লা-এলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদোর রাছুলুল্লাহ্‌।"

অনুবাদ :—"হে আল্লাহ, আমি জ্ঞাতসারে তোমার সহিত শরিক করা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, আর জানিত ও অজানিত গোনাহ হইতে তোমার নিকট মাফ চাহিতেছি। উহা হইতে তওবা করিলাম, কোফর, শেরেক ও সমস্ত গোনাহ হইতে নারাজি প্রকাশ করিলাম, ইছলাম স্বীকার করিলাম, ঈমান আনিলাম এবং বলিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত মা'বুদ কেহ নাই, হজরত মোহাম্মদ (সঃ) তাঁহার রছুল।"

ঈমানে মোজমাল :—

آمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ

جَمِيعَ أَحْكَامِهٖ وَأَرْكَانِهٖ ٥

উচ্চারণ :—"আমান্‌তো-বিল্লাহে কামাহুয়া বে-আছ্‌মায়েহি অ-ছেফাতেহি অ-কাবেল্‌তো জামিয়া আহ্‌কামেহি অ-আর্‌কানিহি।"

অনুবাদ :—"আমি আল্লাহ্‌তায়ালার উপর ঈমান আনিলাম, যেরূপ তিনি তাঁহার নামগুলি ও ছেফাতগুলির সহিত আছেন এবং তাঁহার সমস্ত আহ্‌কাম ও আরকান স্বীকার করিলাম।"

ঈমানে মোফাছ্‌ছাল :—

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ

بَعْدَ الْمَوْتِ ٥

উচ্চারণ :—"আমানতো বিল্লাহে, অ-মালা-য়েকাতেহি, অ-কোতো-বিহি, অ-রোছোলেহি, অল্ ইয়াওমেল আখেরে, অল্-কাদ্‌রে খায়রেহি অশারেহি মিনাল্লাহে তা'য়ালা, অল্-বা'ছে বা'দাল মাওত।"

অনুবাদ :—"আমি খোদার উপর, তাঁহার ফেরেশতাগণের উপর, তাঁহার কেতাব সমূহের উপর, তাঁহার রছুলগণের উপর, কেয়ামতের দিবসের উপর, আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে ভাল-মন্দ নির্দ্ধারণের উপর এবং মৃত্যুর পরে গোরে ও হাশরে পুনর্জীবিত হওয়ার উপর ঈমান আনিলাম।"

মোনকের নকিরের ছওয়ালের জওয়াব

(۱) رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ
اَلسَّلَامُ نَبِيًّا وَّبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَّبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً
وَّبِالْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَانًا ٥

উচ্চারণ :—"রাদিতো বিল্লাহে রাব্বাওঁ অবেল এছলামে দীনাঁও অবেমোহাম্মাদেন আলায়হেছ-ছালামো নাবীয়াঁও ওবেল কোরআনে এমামাঁও অবেল-কা'বাতে কেবলাতাঁও অবেল মোমেনিনা এখওয়ানা।"

অনুবাদ :—"আমি আল্লাহকে রব (প্রতিপালক), ইছলামকে দ্বীন, মোহাম্মদ (সা:)-কে নবী, কোরআনকে এমাম, কা'বাকে কেবলাহ্ ও ঈমানদারগণকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিয়াছি।"

(۲) اَللّٰهُ رَبِّىْ وَمُحَمَّدٌ نَّبِيِّىْ وَالْاِسْلَامُ دِيْنِىْ
وَالْقُرْاٰنُ اِمَامِىْ وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتِىْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ
اِخْوَانِىْ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ٥

উচ্চারণ :—"আল্লাহু রবিব, অমোহাম্মাদোন নবিয়ী, অল্-ইছলামো দ্বিনী, অল্ কোর-আনো এমামী, অল্ কা'বাতো কেবলাতি, অল্ মো'মেনুনা এখ্ওয়ানি, অ-আনা আশ্হাদো আনলা-এলাহা ইল্লাল্লাহো অহ্দাহু লা-শারিকালাহু, অ-আশ্হাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু অ-রাছুলুহু।"

অনুবাদ :—"আল্লাহ আমার রব, মোহাম্মদ (সঃ) আমার নবী, এছলাম আমার দ্বীন, কোরআন আমার এমাম, কা'বা আমার কেবলাহ্, ঈমানদারগণ আমার ভাই। আর আমি একরার করিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত মা'বুদ কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরীক নাই, আরও একরার করিতেছি যে, মোহাম্মদ (সঃ) তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাছুল।"

আয়াতুল কুরছি

اَللّٰهُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ
وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ
ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا
بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ
حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ *

উচ্চারণ :—"আল্লাহো লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়োল কাইউম। লা-তা'খোজোহু ছেনাতোঁও অলা-নাওম লাহু মা-ফিছ্ছামাওয়াতে

অমা-ফিল ض আর্‌দ। মান্‌জাল্লাজি ইয়াশ্‌ফায়ো এন্‌দাহু ইল্লা বে-এজনিহী। ইয়া'লামো মা-বায়না আইদিহিম অমা খাল্‌ফাহোম। অলা-ইউহিতুনা বেশাইয়েম মেন্‌ এল্‌মিহি ইল্লা বেমা শায়া, অছেয়া কোরছিইয়োহুছ ছামাওয়াতে অল্‌ ض আর্‌দ, অলা ইয়াউদুহু হেফ্‌জোহোমা অ হুওয়াল্‌ আলিইউল আজিম।"

অনুবাদ :—"আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই, (তিনি) অনাদি, অনন্ত সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষক ; তন্দ্রা তাঁহার উপর আকর্ষণ করিতে পারে, না নিদ্রা। আসমান সমূহে যাহা কিছু আছে এবং জমিনে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহারই। এরূপ কোনও ব্যক্তি আছে, যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিতে পারে ? তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের পশ্চাতে যাহা কিছু আছে, তিনি তাহা অবগত আছেন। আর তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত তাঁহার এল্‌মের কোন অংশ লোক আয়ত্ব করিতে পারে না। তাঁহার কুরছি, আসমান ও জমিন সমুহ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং এতদুভয়ে রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হয় না এবং তিনি মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত।"

সূরা ফাতেহা—সাত আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

উচ্চারণ :—"বিছমিল্লাহের রহ্‌মানের রহিম।"

অনুবাদ :—"সর্ব প্রদাতা দয়ালু আল্লাহ্‌তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝ (اٰمِيْنَ) *

উচ্চারণ :—"আল্‌হামদো লিল্লাহে রাব্বেল আলামিন, আর্‌রাহ্‌মানের রাহিম, মালেকে ইয়াওমেদ্দীন। ইয়্যাকা না'বোদো অ-ইয়্যাকা নাছ্‌তায়ী'ন। এহ্‌দেনাছ ছেরাত্বল মোস্তাক্বিম। ছেরাত্বল্ লাজিনা আন্‌য়া'ম্‌তা আলায়হেম, গয়রিল্ মাগ্‌দ্বুবে আলায়হেম্ অলাদ্‌দা-ল্লীন।" আমীন!

ض ض

অনুবাদ :—"সমস্ত প্রকার প্রশংসা, সমুদয় জীব ও জড় জগতের প্রভুর (প্রতিপালকের) উপযুক্ত ; যিনি সর্বপ্রদাতা দয়ালু। বিচার দিবসের কর্ত্তা। আমরা কেবল তোমারই বন্দেগী (উপাসনা) করিতেছি এবং তোমারই নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর, উহাদের পথ যাহাদের প্রতি কল্যাণ করিয়াছ, উহাদের পথ নহে, যাহাদের প্রতি তুমি কোপ (প্রকাশ) করিয়াছ এবং যাহারা পথভ্রান্ত।" তুমি কবুল কর।

সূরা ক্বদর—পাঁচ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ

الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ

الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝
سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

উচ্চারণ :—"ইন্না আন্‌জালনাহো ফি লায়লাতিল্ ক্বদ্‌রে। অমা আদ্‌রাকা মা-লায়লাতোল্ ক্বদ্‌র, লায়লাতোল ক্বদরে খায়রোম মিন আল্‌ফে শাহ্‌র। তানাজ্‌জালোল মালায়েকাতো অর্-রুহো ফিহা বে এজনে রাব্বেহেম, মিনকুল্লে আমরেন ছালাম, হিয়া হাত্তা মাৎলায়েল ফাজ্‌রে।

অনুবাদ :—"নিশ্চয় আমি উহা (কোরআন) কদরের রাত্রে নাজেল করিয়াছি এবং তুমি কি জান যে, কদরের রাত্রি (ভাগ্য রজনী) কি ? কদরের রাত্রি সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। ফেরেশতাগণ এবং আত্মা (জিব্রাইল) উহাতে তাহাদের প্রতিপালকের অনুমতিতে প্রত্যেক কার্য্যের জন্য নাজেল হন। উহা প্রভাত পর্যন্ত শান্তিপ্রদ।"

সুরা ফীল—পাঁচ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ۝ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝
تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

উচ্চারণ :—"আলামতারা কায়ফা ফায়া'লা রাব্বোকা বে-আছ-
ض
হাবেল্ ফিল। আলাম ইয়াজয়া'ল কায়দাহুম ফি তাদ্‌লীল। অ-আরছালা আ'লায়হেম তায়রান আবাবিল। তারমিহেম বেহেজারাতেম মিন ছিজ্জিল, ফাজায়া'লাহোম কায়া'ছফেম মা'-কুল।"

অনুবাদ :—“তুমি কি দেখ নাই (অবগত হও নাই) যে, তোমার প্রতিপালক হস্তি-স্বামীদের সহিত কিরূপ (ব্যবহার) করিয়াছিলেন। তিনি কি তাহাদের ষড়যন্ত্রকে ক্ষতিতে (কিম্বা নিস্ফলতায়) স্থাপন করেন নাই ? এবং তিনি তাহাদের উপর দলে দলে পক্ষী সকল প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহারা তাহাদের উপর কঙ্কর শ্রেণীর প্রস্তর সকল নিক্ষেপ করিতেছিল। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে ভক্ষিত তৃণের (ভূঁষের) তুল্য করিয়াছিলেন।”

সূরা কোরাএশ—চার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝
فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۝
وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

উচ্চারণ :—“লে-ইলাফে কোরায়শেন, ই-লাফেহেম রেহ্‌লাতাশ্-শেতায়ে অছ্‌ছয়েফ। ফাল্‌-ইয়া’বোদু রব্বা হাজাল বায়তেল্লাজি আত্‌য়া’মাহুম মেন জুয়েঁও অ-আমানাহোম মেন খাওফ।”

অনুবাদ:—“(আশ্চর্য্যান্বিত হও) কোরাএশদিগের আসক্তির জন্য শীত ও গ্রীষ্মকালের বিদেশ যাত্রায় তাহাদের আগ্রহের জন্য অনন্তর এই গৃহের (কা’বাগৃহের) প্রভুর জন্য, তাহারা যেন এবাদত করে, যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধার পরে আহার দান করিয়াছেন এবং ভয় হইতে নির্ভয় করিয়াছেন।”

সূরা মাউন—সাত আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ فَذٰلِكَ الَّذِىْ

يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَوَيْلٌ
لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ
هُمْ يُرَاءُوْنَ ۝ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

উচ্চারণ :—“আরায়ায়তাল্লাজি ইয়োকাজ্জেবো-বিদ্দীন। ফাজালেকাল্লাজি ইয়াদোয়ো'ল ইয়াতিম। অলা ইয়াহো'দো আ'লা তায়া'মেল মিছ্‌কিন। ফাওয়ায়লুল্লিল মোছাল্লিনাল্লাজিনা হোম্ আন্ ছালাতেহেম ছাহুন। আল্লাজিনা হোম ইয়োরায়ুনা অ-ইয়ামনায়ুনাল মায়ু'ন।”

অনুবাদ :—“যে ব্যক্তি বিচার দিবসের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে, তুমি কি তাহাকে জানিতে পারিয়াছ ? সে ঐ ব্যক্তি, যে পিতৃহীন সন্তানকে কঠোরভাবে বিতাড়িত করে এবং দরিদ্রকে আহার দানে উৎসাহ প্রদান করে না। অনন্তর উক্ত নামাজ পাঠকারীদের জন্য আক্ষেপ—যাহারা আপন আপন নামাজ হইতে অমনোযোগী, যাহারা লোকদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে সৎকার্য্য করে এবং জাকাত প্রদান করে না। (অথবা সাধারণের উপকারী বস্তু গ্রহণে নিষেধ করে)।”

সুরা কাওসার—তিন আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ○ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ○
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ○

উচ্চারণ :—“ইন্না আ'তায়নাকাল্ কাওছার। ফাছল্লে-লেরাব্বেকা অন্‌হার, ইন্না শানেয়াকা হুয়াল আবতার।”

অনুবাদ :—“নিশ্চয় আমি তোমাকে ‘কাওছার’ প্রদান করিয়াছি। অনন্তর তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য নামাজ সম্পাদন কর এবং

গো, উষ্ট্র কোরবাণী কর। নিশ্চয় তোমার সহিত বিদ্বেষকারী ব্যক্তিই নিঃসন্তান (হেয় বা কদর্য)।"

সূরা কাফেরূন—ছয় আয়াত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ o

قُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ o لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ o

وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ o وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ o

وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ o لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ o

উচ্চারণ :—"ক্বোল ইয়া আইয়োহাল কাফেরূন। লা-আ'বোদো মা তা'বোদূন। অলা আন্তোম আ'বেদূনা মা-আ'বোদ। অলা আনা আ'বেদোম মা-আ'বাত্তোম। অলা আন্তুম আ'বেদূনা মা-আ'বোদ, লাকোম দিনোকোম অলিয়া-দ্বীন।"

অনুবাদ :—"তুমি বল, হে কাফেরগণ, তোমরা যাহার উপাসনা (এবাদত) করিতেছ, আমি তাহার উপাসনা করি না। এবং আমি যাহার উপাসনা করিতেছি, তোমরা তাহার উপাসনাকারী নও। আর তোমরা যাহার উপাসনা করিতেছ, আমি তাহার উপাসনাকারী নহি। আর আমি যাহার উপাসনা করিতেছি, তোমরা তাহার উপাসনাকারী নও। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (বা প্রতিফল) আর আমার জন্য আমার ধর্ম (বা প্রতিফল)।"

সূরা নছর—তিন আয়াত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ o

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ۙ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ

فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط
اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

উচ্চারণ :—"ইযা জায়া নাছ্‌রোল্লাহে অলফাৎহ। অরায়ায়তান্নাছা ইয়াদ খোলুনা ফিদ্বীনিল্লাহে আফ্‌ওয়াজা। ফাছাব্বেহ্‌ বেহামদে রাব্বেকা অছ্‌তাগ্‌ফেরহো, ইন্নাহু কানা তাও-ওয়াবা।"

অনুবাদ :—"যে সময় খোদাতায়ালার সাহায্য ও জয় উপস্থিত হইবে এবং তুমি লোকদিগকে দলে দলে খোদাতায়ালার ধর্মে প্রবেশ করিতে দেখিবে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার সহিত (তাঁহার) পবিত্রতা প্রকাশ কর এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল।

সূরা লাহাব—পাঁচ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا
كَسَبَ ۝ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَّامْرَاَتُهٗ ط حَمَّالَةَ
الْحَطَبِ ۝ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

উচ্চারণ :—"তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবেঁও অতাব্বা। মা-আগ্‌না আন্‌হো মালোহু অমা-কাছাব। ছা-ইয়াছলা নারান জাতা লাহাবেঁও অমরায়াতোহু। হাম্মালাতাল হাতাব্‌। ফি জীদেহা হাবলোম মিম্‌-মাছাদ।"

অনুবাদ :—"আবুলাহাবের হস্তদ্বয় বিনষ্ট হইয়াছে এবং সে বিনষ্ট হইয়াছে। তাহার অর্থ এবং সে যাহা উপার্জন করিয়াছে, (তাহা) তাহাকে রক্ষা করিল না। অচিরে সে শিখাযুক্ত অগ্নিতে প্রবেশ

করিবে, এবং তাহার স্ত্রী ইন্ধন বহনকারিণী হইয়া (উহাতে প্রবেশ করিবে)। তাহার গলদেশে খোর্মা বল্কলের রজ্জু থাকিবে।"

সূরা এখ্‌লাছ—পাঁচ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۚ وَلَمْ
يُوْلَدْ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

উচ্চারণ :—"ক্কোল-হুঅল্লাহো আহাদ্। আল্লাহুছ্ ছামাদ্। লাম ইয়ালেদ্, অলাম ইয়ুলাদ। অলাম ইয়াকোল্লাহু কোফোওয়ান আহাদ্।"

অনুবাদ :—"তুমি বল, সেই খোদাতায়ালা এক। খোদাতায়ালা অভাব রহিত। তিনি জন্মদান করেন নাই এবং জাত নহেন। এবং তাঁহার তুল্য কেহ নাই।"

সূরা ফালাক্ক—পাঁচ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۚ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۚ وَمِنْ
شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۚ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۚ
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۚ

উচ্চারণ :—"ক্কোল আউজো বেরাব্বেল্ ফালাক্ক। মিন শার্রে মা-খালাক্ক, অ-মেন শার্রে গাছেকিন এজা অক্কাব। অ-মিন শার্রেন্ নাফ্‌ফাছাতে ফিল ওক্কাদ্। অমিন শার্রে হাছেদেন এজা হাছাদ্।"

অনুবাদ :—"তুমি বল, আমি প্রাতঃকালের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি—যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অপকারিতা হইতে ও রাত্রির অপকারিতা হইতে, যে সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন

হয় ও গ্রন্থি সমূহে ফুৎকার কারিণী স্ত্রীলোক সকলের অপকারিতা হইতে এবং হিংস্থকের অপকারীতা হইতে যে সময় হিংসা (প্রকাশ) করে।"

সুরা নাছ—ছয় আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ
النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۝ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِىْ
يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

উচ্চারণ :—"ক্বোল আউজো বেরাব্বেন্নাছে মালেকেন্নাছে, এলাহেন্নাছ। মিন শার্রেল ওয়াছ ওয়াছেল খান্নাছ। আল্লাজি ইয়োওয়াছ্ বেছো ফি ছোদুরেন্নাছে, মিনাল জিন্নাতে অন্নাছ।"

অনুবাদ :—"তুমি বল, যে কুমন্ত্রণাদায়ক লুক্কায়িত দানব ও মানব জাতীয় (শয়তান) লোকদিগের অন্তর সমূহে কুমন্ত্রণা প্রদান করে, তাহার অনিষ্ট হইতে আমি লোকদিগের প্রতিপালক, লোকদিগের বাদশাহ ও লোকদিগের প্রকৃত উপাস্যের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।"

ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَاۤ اِلٰهَ غَيْرُكَ ۔

উচ্চারণ :—"ছোবহানাকা আল্লাহুম্মা অ-বেহামদেকা অ-তাবারাকাছমোকা অতায়া'লা জাদ্দোকা অলা এলাহা গায়রোকা।"

অনুবাদ :—"হে আল্লাহ, আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি এবং তোমার প্রশংসার সহিত তোমার গুণগান করিতেছি।

তোমার নাম বরকতময় এবং তোমার মহত্ব (বোজর্গী) অতি উচ্চ এবং তোমা ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য কেহ নাই।"

তায়াওয়োজ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ *

উচ্চারণ :—"আউজো বিল্লাহে মিনাশ্ শয়তানের রাজিম।"

অনুবাদ :—"বিতাড়িত শয়তান হইতে আমি আল্লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

তছমিয়া

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

উচ্চারণ :—"সর্বপ্রদাতা দয়ালু আল্লাহ্ তায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি।"

তাশাহোদ—আত্তাহিয়্যাতো

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰةُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ
اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى
عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ
اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ○

উচ্চারণ :—"আত্তাহিয়্যাতো লিল্লাহে অছ্ছালাওয়াতো অত্-তাইয়েবাতো, আছ্ছালামো আলায়কা আইয়োহান্নাবিইয়ো অ-রাহ্মাতুল্লাহে অ-বারাকাতুহু, আছ্ছালামো আলায়না অ-আলা এবাদিল্লাহিছ্ ছালেহিন, আশ্হাদো আল্-লা এলাহা ইল্লাল্লাহু অ-আশ্হাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু অ-রাছুলুহু।"

অনুবাদ :—সমস্ত প্রকার মৌখিক এবাদত, শারীরিক এবাদত ও আর্থিক এবাদত আল্লাহতায়ালারই জন্য। হে নবী, তোমার উপর ছালাম, আল্লাহতায়ালার রহমত ও তাঁহার বরকত নাজেল হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহতায়ালার নেক বান্দাদিগের উপর ছালাম হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত মা'বুদ কেহ নাই, আর সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় মোহাম্মদ (সঃ) তাঁহার বান্দা এবং তাঁহার রাছুল।

আত্তাহিয়্যাতোর পরের দরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ اَللّٰهُمَّ
بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

উচ্চারণ :—"আল্লাহুম্মা ছাল্লে আ'লা মোহাম্মাদেঁও অ-আ'লা আলে মোহাম্মাদেন কামা ছাল্লায়তা আ'লা এবরাহিমা অ-আ'লা আলে এবরাহিমা ইন্নাকা হামিদোম মাজিদ্। আল্লাহুম্মা বারেক আ'লা মোহাম্মাদেঁও অ-আ'লা আলে মোহাম্মাদেন কামা বারাকতা আ'লা এবরাহিমা অ-আ'লা আলে এবরাহিমা ইন্নাকা হামিদোম মাজিদ।"

অনুবাদ :—"হে আল্লাহ, তুমি মোহাম্মদ (সঃ)-এর উপর এবং তাঁহার বংশধরগণের উপর পূর্ণ রহমত নাজেল কর, যেরূপ এবরাহিম (আঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর পূর্ণ রহমত নাজেল করিয়াছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত মহান। হে খোদা, তুমি মোহাম্মদ (সঃ)-এর উপর এবং তাঁহার বংশধরগণের উপর বরকত নাজেল কর, যেরূপ

এবরাহিম (আ:)-এর উপর এবং তাঁহার বংশধরগণের উপর নাজেল করিয়াছিলে, নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত মহান।”

দরুদের পরে দোওয়া মাছুরা পড়িবে

(১) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ ○

১। উচ্চারণ :—“আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজো-বেকা মেন আজাবেল ক্বাব্রে, অ-আউজোবেকা মেন ফেৎনাতেল মাছিহেদ্ দাজ্জালে, অ-আউজোবেকা মেন ফেৎনাতেল মাহ্ইয়া অল্মামাত। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজো বেকা মেনাল মা’ছামে অ-মেনাল মাগ্রাম।”

অনুবাদ :—“হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট গোরের আজাব হইতে নিষ্কৃতি চাহিতেছি। কানা দাজ্জালের ফাছাদ হইতে তোমার নিকট নিষ্কৃতি চাহিতেছি। জীবিত থাকা ও মৃত্যুকালীন ফাছাদ হইতে তোমার নিকট নিষ্কৃতি চাহিতেছি। হে খোদা, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট গোনাহ ও ঋণ হইতে নিষ্কৃতি চাহিতেছি।”

(২) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

২। উচ্চারণ :—“আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতো নাফ্ছি জোলমান কাছিরাও অলা ইয়াগ্ ফেরোজ্ জুনুবা ইল্লা আন্তা ফাগ্ফেরলি মাগফেরাতাম মেন এন্দেকা অরহামনি ইন্নাকা আন্তাল গফুরোর রাহিম।”

অনুবাদ :—"হে খোদা, নিশ্চয় আমি আমার নফছের উপর বহু অত্যাচার করিয়াছি। তুমি ব্যতীত কেহই গোনাহরাশি মা'ফ করিতে পারে না, কাজেই তুমি নিজের পক্ষ হইতে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াময়।"

ছালাম ফিরাইবার দোওয়া

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ ۔

উচ্চারণ :—"আস্‌সালামু আ'লাইকুম অ-রহমাতুল্লাহ।"

অনুবাদ :—"তোমাদের উপর আল্লাহ তায়া'লার শান্তি ও রহমত বর্ষিত হউক।"

ছালাম ফিরাইবার পরের দোওয়া

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالْجَلاَلِ وَ الْاِكْرَامِ ○

উচ্চারণ :—"আল্লাহুম্মা আন্তাছ ছালামো অ-মিনকাছ ছালাম। তাবারাক্‌তা ইয়া জাল জালালে অল্‌ একরাম।"

অনুবাদ :—"হে খোদা, তুমি নিষ্কলঙ্ক তোমা কর্তৃক নিরাপত্তা লাভ হয়। হে মহিমান্বিত ও দাতা, তুমি বরকতময়।"

মোনাজাত

(١) رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

উচ্চারণ :—"রাব্বানা জালাম্‌না আন্‌ফোছানা অ-ইল্লাম তাগফের্‌লানা অতার্‌হাম্‌না লানাকুনান্না মিনাল খাছেরিন।"

অনুবাদ :—“হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আমাদের আত্মার উপর অত্যাচার করিয়াছি এবং যদি তুমি আমাদিগকে মা’ফ না কর এবং দয়া না কর, তবে নিশ্চয়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্থদিগের অন্তর্গত হইব।”

(٢) رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

উচ্চারণ :—“রাব্বানা আতেনা ফিদ্‌দুন্‌ইয়া হাছানাতাঁও ওয়াফিল আখেরাতে হাছানাতাঁও ওয়াক্বেনা আজাবান্নার।”

অনুবাদ :—“হে আমাদের প্রতিপালক, . তুমি আমাদিগকে দুনিয়াতে কল্যাণ এবং আখেরাতে কল্যাণ প্রদান কর এবং আমাদিগকে দোজখের শাস্তি হইতে উদ্ধার করিও।”

রুকূর তছ্‌বিহ্‌

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ○

ظ

উচ্চারণ :—“ছোবহানা রাব্বিইয়াল আজিম।”

অনুবাদ :—“আমি আমার মহান প্রতিপালকের তছবিহ্‌ পড়িতেছি (পাকি বর্ণনা করিতেছি)।”

ظ

(আজিম শব্দে ظ অক্ষর উচ্চারণ করিতে না পারিলে, (كَرِيْمِ) ‘কারিম’ পড়িবে।)

ছেজ্‌দার তছ্‌বিহ্‌

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ○

উচ্চারণ :—“ছোবহানা রাব্বিইয়াল আ’লা।”

অনুবাদ :—“আমি আমার অতি মহিমান্বিত প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি।”

রুকু হইতে উঠিবার সময়ের দোওয়া

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ○

উচ্চারণ :—"ছামেয়াল্লাহো লেমান হামেদাহ্ ।"

অনুবাদ :—"যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করিয়াছে, আল্লাহ তাহার প্রশংসা শুনিয়াছেন (কবুল করিয়া লইয়াছেন) ।"

রুকু হইতে উঠিয়া সোজা দাঁড়াইয়া থাকা কালে পড়ার দোওয়া

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ○

উচ্চারণ :—"রাব্বানা লাকাল হামদো ।"

অনুবাদ :—"হে আমাদের প্রতিপালক তোমার জন্য প্রশংসা ।"

দোরে'াল মোখতারে আছে, এস্থলে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদো' বলা আফজাল ।

দোওয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُؤْمِنُ بِكَ
وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَ نَشْكُرُكَ
وَلَا نَكْفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نُصَلِّىْ وَ نَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعٰى
وَ نَحْفِدُ وَ نَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ
بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ۔

উচ্চারণ :—"আল্লাহুম্মা ইন্না নাছতায়ি'নোকা অনাছতাগফেরোকা অনো'মেনো বেকা অ-নাতাওয়াক্কালো আ'লায়কা অ-নোছ্নি

আ'লায়কাল খায়রা, অ-নাশকোরোকা অলা নাকফোরোকা অ-নাখ্‌লায়ো অ-নাত্‌রোকো মাইইয়াফ্‌জোরোকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বোদো অলাকা নোছাল্লি অ-নাছ্‌জোদো অ-এলায়কা নাছয়া' অ-নাহ্‌ফেদো অনারযু রাহ্‌মাতাকা অনাখ্‌শা আজাবাকা ইন্না আজাবাকা বিল কোফ্‌ফারে মোল্‌হেক।"

অনুবাদ :—"হে আল্লাহ্‌, নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি, তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। তোমার উপর ঈমান আনিতেছি, তোমার উপর আত্মনির্ভর করিতেছি, তোমার কল্যাণের গুণকীর্ত্তন করিতেছি, তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, তোমার অকৃতজ্ঞতা ভাজন হইব না। যে ব্যক্তি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে, আমরা তাহা হইতে বিরত ও তাহাকে ত্যাগ করিব। হে খোদা, আমরা তোমারই এবাদত করিতেছি, তোমারই নামাজ পড়িতেছি, তোমার ছেজদা করিতেছি, তোমারই এবাদতে সাধ্যসাধনা করিতেছি, তোমারই খেদমতে অগ্রসর হইতেছি, তোমার দয়ার আশা করিতেছি এবং তোমার শাস্তির ভয় করিতেছি। নিশ্চয় তোমার আজাব কাফেরদের সহিত সংলগ্ন হইবে।

আজান

(১) চারিবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ উচ্চারণ :—"আল্লাহো আকবার।"
অর্থ :—"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

(২) দুইবার اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

উচ্চারণ :—"আশ্‌হাদো আল্‌ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

অর্থ :—"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত মা'বুদ কেহ নাই।"

(৩) দুইবার اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

উচ্চারণ :—"আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ্‌।"

অর্থ :—"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় মোহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর (প্রেরীত) রাছুল।

(৪) দুইবার حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

উচ্চারণ :—"হাইয়া আ'লাছ ছলাহ্।"

অর্থ :—"তোমরা নামাজের দিকে ধাবিত হও।"

(৫) দুইবার حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

উচ্চারণ :—"হাইয়া আ'লাল্ ফালাহ্।"

অর্থ :—"তোমরা সফল মনোরথ হওয়ার দিকে (বেহেশ্ত লাভের পথে) ধাবিত হও।"

(৬) দুইবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ উচ্চারণ :—"আল্লাহো আকবার।"

অর্থ :—"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

(৭) একবার لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ উচ্চারণ :—"লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ।"

অর্থ :—"আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত মা'বুদ কেহ নাই।"

ফজরের আজানে 'হাইয়া-আ'লাল ফালাহ' শব্দের পর—

(৮) দুইবার اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

উচ্চারণ :—"আছ্ছালাতো খায়রোম মিনান্নায়োম" বলিবে।

অর্থ :—"নিদ্রা অপেক্ষা নামাজ উত্তম।"

আজানের জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব

মোয়াজ্জেন যেযে শব্দ বলিবেন, শ্রোতাগণ তাহা বলিতে থাকিবে, কেবল ৪/৫ নম্বর শব্দস্থলে উক্ত শব্দ বলিয়া لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ উচ্চারণ :—"লা-হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্" যোগ করিবে। ৮ নম্বর শব্দ শুনিয়া বলিবে—صَدَقْتَ وَ بَرَرْتَ

উচ্চারণ :—"ছাদাক্তা অ বারার্তা।"

অর্থ :—"তুমি সত্য কথা বলিয়াছ এবং কল্যাণময় হইয়াছ।"

একামতে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ 'হাইয়া আ'লাল ফালাহ্' শব্দের পরে দুইবার قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ উচ্চারণ :—"ক্বাদ্‌ক্বামাতিছ ছালাহ' বলিবে।

অর্থ :—"নিশ্চয় নামাজ কায়েম (শুরু) হইয়াছে।"

আজানের পরের দোওয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ
اٰتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ
نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ o

উচ্চারণ :—"আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজেহিদ-দা-ওয়াতিত্-তাম্মাতে অছ্-ছালাতিল ক্বায়েমাতে আতে মোহাম্মাদানিল অছিলাতা
ض
অলফাদিলাতা অবয়াছহু মাক্বামাম মাহ্‌মুদানিল্লাজি অ-য়াত্তাহু ইন্নাকা লা-তোখ্‌লেফোল মিয়া'দ।"

অর্থ :—"হে আল্লাহ, এই পূর্ণ আহ্বানের (আজানের) ও উপস্থিত নামাজের প্রভু, তুমি মোহাম্মদ (সঃ)-কে 'অছিলা' ও 'ফজিলাত' প্রদান করিও এবং তাঁহাকে প্রশংসিত স্থানে প্রেরণ করিও—যাহার ওয়াদা তুমি করিয়াছ। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করিয়া থাক না।"

ওজুর নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّاَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِّلصَّلٰوةِ
وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ
لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ o

বিঃ দ্রঃ—ওজুর ফরজ—৩১ পৃঃ, ওজুর ধারা—৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ض

উচ্চারণ :—"না-ওয়াইতো আন আতাওয়াদ্দায়া লেরাফ্‌য়েল হাদাছে অছ্‌তেবা হাতাল্‌লিছ্‌ছালাতে, অ-তাকার্‌রোবান ইলাল্লাহে

ظ

তায়া'লা বিছমিল্লাহেল-আ'লিয়েল আজিম, অল্‌হামদো লিল্লাহে আ'লা দ্বীনেল ইছলাম।"

অর্থ :—"আমি নাপাকি দূর করিবার জন্য, নামাজ পড়া জায়েজ হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভ করার উদ্দেশ্যে ওজু করার নিয়ত করিলাম। মহান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিলাম, আমি দ্বীন ইছলামের উপর আছি, এজন্য আল্লাহ্‌তায়ালার সর্ববিধ প্রশংসা।"

গোছল ও তায়াম্মমের নিয়ত

ওজুর নিয়তে শুধু اَتَوَضَّاَ 'আতাওদ্দায়া' স্থলে اَتَيَمَّمَ 'আতাইয়াম্মামা' বলিবে, উহার অর্থ—"আমি তায়াম্মোম করিতেছি।"

গোছলের সময় 'আতাওয়াদ্দায়া' স্থলে اَغْسِلَ 'আগ্‌ছেলা' বলিবে। উহার অর্থ—"আমি গোছল করিব।"

নামাজের নিয়ত

ফজরের নামাজে দুই রাকয়াত, জোহর, আছর ও এশা এই তিন ওয়াক্তের নামাজে চারি চারি রাকয়াত ছুন্নত আছে, কিন্তু জোহরের চারি রাকয়াত ছুন্নাতে মোয়াক্কাদা, সর্বদা ত্যাগ করিলে, গোনাহ্‌ হইবে। আছর ও এশার চারি রাকয়াত ছুন্নাতে গায়ের মোয়াক্কাদা, পড়িলে ছওয়াব হইবে,না পড়িলে গোনাহ হইবে না। এই চারি রাকয়াতের ২য় রাকয়াতে আত্তাহিয়াতোর সহিত দরুদ শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া বাকী দুই রাকয়াত পড়িবে।

জোহরের চারি রাকয়াত ছুন্নাতের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ
الظُّهْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ ○

উচ্চারণ :—“না-ওয়ায়তো আন ওয়াছাল্লিয়া লিল্লাহে তা’য়ালা আরবায়া’ রাক্‌য়া’তে ছালাতেজ্ জোহ্‌রে ছুন্নাতে রাছুলিল্লাহে তায়া’লা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কা’বাতেশ শারিফাতে আল্লাহো আকবার।”

অর্থ ঃ—আমি আল্লাহ্ তায়ালার জন্য কা’বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া চারি রাকয়াত জোহরের ছুন্নত পড়ার নিয়ত করিলাম।

আছরের চারি রাকয়াত ছুন্নত নামাজ পড়িতে চাহিলে, উক্ত নিয়তে صلوة الظهر ‘ছালাতেজ জোহ্‌রে’ স্থলে صلوة العصر ‘ছালাতেল আছ্‌রে’ বলিবে।

এশার চারি রাকয়াত ছুন্নত নামাজ পড়িতে صلوة الظهر ‘ছালাতেজ জোহরে’ স্থলে صلوة العشاء “ছালাতেল এ’শায়ে” বলিবে।

জোহর, আছর ও এশার চারি রাকয়াত নামাজ ফরজ পড়িতে হয়।

জোহরের চারি রাকয়াত ফরজে اربع ركعات صلوة الظهر فرض الله تعالى -

ض

“আরবায়া’ রাকয়া’তে ছালাতেজ জোহ্‌রে ফার্‌দিল্লাহে তায়ালা” বলিবে।

আছরের চারি রাকয়াত ফরজে اربع ركعات صلوة العصر فرض الله تعالى “আরবায়া” রাকয়া’তে ছালাতেল আ’ছরে

ض

ফার্‌দিল্লাহে তায়া’লা” বলিবে।

এশার চারি রাকয়াত ফরজে أَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى "আরবায়া' রাকায়া'তে ছালাতেল এ'শায়ে ফারদিল্লাহে তায়া'লা" বলিবে।

জোহর, এশা ও মগরেবের শেষে এবং ফজরের পূর্বে দুই দুই রাকয়াত ছুন্নত পড়িতে হয়।

ফজরের দুই রাকয়াত ছুন্নতে رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى "রাক্য়া'তায় ছালাতেল ফজ্‌রে ছুন্নাতে রাছুলিল্লাহে তায়া'লা" বলিবে।

জোহরের দুই রাকয়াত ছুন্নতে رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى "রাকয়া'তায় ছালাতেজ্-জোহ্‌রে ছুন্নাতে রাছুলিল্লাহে তায়া'লা" বলিবে।

মগরেবের দুই রাকয়াত ছুন্নতে رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى "রাকয়া'তায়-ছালাতেল মাগরেবে ছুন্নাতে রাছুলিল্লাহে তায়া'লা" বলিবে।

এশার দুই রাকয়াত ছুন্নতে رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى "রাকয়া'তায়-ছালাতেল এ'শায়ে ছুন্নাতে রাছুলিল্লাহে তায়া'লা" বলিবে।

মাগরেবের তিন রাকয়াত ফরজ ও এশার পরে বেতের তিন রাকয়াত ওয়াজেব পড়িতে হয়।

মগরেবের তিন রাকয়াত ফরজে ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ

فَرْضِ اللهِ تَعَالٰى "ছালাছা রাকায়া'তে ছালাতেল মাগ্‌রেবে ফারদিল্লাহে তায়া'লা" এবং বেতের তিন রাকয়াত ওয়াজেবে ثَلٰثَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ اللهِ تَعَالٰى "ছালাছা রাকয়া'তে ছালাতেল বেতরে ওয়াজেবিল্লাহে তায়া'লা" বলিবে।

জোহর, মগরেব ও এশার ফরজ নামাজের পরে ও বেতেরের পরে দুই দুই রাকয়াত করিয়া নফল নামাজ পড়িতে হয়।

رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ "রাক্‌য়া'তায় ছালাতেন নফলে" বলিয়া নিয়ত করিবে।

প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজের রাকয়াতগুলির সংখ্যা :—

(১) ফজরের ছুন্নত ২ রাকয়াত ও পরে ফরজ ২ রাকয়াত। (২) জোহরে প্রথম ছুন্নত ৪ রাকয়াত ও পরে ফরজ ৪ রাকয়াত, পরে ছুন্নাত ২ রাকয়াত, শেষে নফল দুই রাকয়াত। (৪) আছরে প্রথমে ৪ রাকয়াত ছুন্নাতে গায়ের মোয়াক্কাদাহ, শেষে ৪ রাকয়াত ফরজ। (৪) মগরেবে প্রথমে ৩ রাকয়াত ফরজ, ২ রাকয়াত ছুন্নত ও শেষে ২ রাকয়াত নফল। (৫) এশার প্রথমে ৪ রাকয়াত ছুন্নাতে গায়ের মোয়াক্কাদাহ, পরে ৪ রাকয়াত ফরজ, পরে ২ রাকয়াত ছুন্নত, পরে ২ রাকয়াত নফল।

পরে বেতের তিন রাকয়াত ওয়াজেব, শেষে দুই রাকয়াত হাল্‌কি নফল, ইহাতে ছোট ছুরা পড়িতে হয়, ইহাতে ছুন্নাতে গায়ের মোয়াক্কাদাহ বলা যাইতে পারে। হজরত ইহা পড়িয়াছেন।

বেতেরের প্রথম রাকয়াতে 'ছুরা ক্বদর' বা আ'লা, দ্বিতীয় রাকয়াতে 'ছুরা কাফেরুন' এবং তৃতীয় রাকয়াতে ছুরা 'এখলাছ' পড়া ভাল। অন্য ছুরা পড়িলেও কোন ক্ষতি নাই। তৃতীয় রাকয়াতে 'ছুরা

এখলাছ' পড়িয়া 'আল্লাহো আকবার' বলিয়া দুই হাত তুলিয়া কানের নতি স্পর্শ করিয়া দোওয়া 'কুন্নুত' পড়িবে। তারপর রুকু করিবে।

(দোওয়া কুন্নুত ২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

জুম্‌য়ার নামাজ ও নিয়ত

২ রাকয়াত তাহিইয়্যাতোল ওজু

প্রথম ২ রাকায়াত 'তাহিইয়্যাতোল ওজু'। ওজু করিয়া যে কোন স্থানে পড়িয়া লইতে পারে। رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْوُضُوْءِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى "রাক্‌য়া'তায় ছালাতে তাহিইয়্যাতেল ওজুয়ে ছুন্নাতে রাছুলিল্লাহে তায়া'লা" বলিয়া নিয়ত করিবে।

২ রাকয়াত তাহিইয়্যাতোল মাছ্‌জিদ

মাছজেদে দাখিল হইয়া দুই রাকয়াত 'তাহিইয়্যাতোল মাছজিদ' পড়িবে। رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى "রাকয়া'তায় ছালাতে তাহিইয়্যাতেল মাছজিদে ছুন্নাতে রাছুলিল্লাহে তায়া'লা" বলিয়া নিয়ত করিবে।

৪ রাকয়াত ক্বাবলোল জুম্‌য়া

পরে 'ক্বাবলোল জুম্‌য়া' চারি রাকয়াত ছুন্নত পড়িবে, ইহার নিয়ত اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ قَبْلِ الْجُمُعَةِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى "আরবায়া' রাক্‌য়া'তে ছালাতে ক্বাবলেল জুমোয়া'তে ছুন্নাতে রাছুলিল্লাহে তায়ালা" বলিয়া নিয়ত করিবে।

২ রাকাত জুময়ার ফরজ

পরে জুম্‌য়ার দুই রাকয়াত ফরজ পড়িবে, ইহার নিয়ত رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى "রাক্‌য়া'তায় ছালাতেল জোমোয়া'তে ফার্‌দিল্লাহে তায়া'লা" বলিবে। ওয়াক্তিয়া নামাজে কিম্বা

জুম্য়ার নামাজে মোক্তাদী হইলে, এক্তেদার নিয়ত করিবে, فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى "ফার্দিল্লাহে তায়া'লা" শব্দের পরে اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ "এক্তেদায়তো বেহাজাল এমামে" বলিবে। ইহার অর্থ— 'আমি এই এমামের সহিত এক্তেদা করিলাম।' মোক্তাদীর এক্তেদার নিয়ত করা জরুরী, নচেৎ তাহার নামাজ হইবে না।

৪ রাকয়াত বা'দোল জুম্য়া

তৎপরে 'বা'দোল জুম্য়া' চারি রাক্য়াত ছুন্নত পড়িবে, উহার নিয়ত

اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدِ الْجُمُعَةِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ○

উচ্চারণ :—"আরবায়া রাক্য়াতে ছালাতে বা'দেল জুমোয়াতে ছুন্নাতে রাছুলিল্লাহে তায়ালা" বলিবে।

৪ রাক্য়াত আখেরে জোহর

তৎপরে চারি রাকয়াত 'আখেরে জোহর' ফরজের নিয়তে পড়িবে। ইহার চারি রাকয়াতে ছুরা ফাতেহার পরে চারটি ছুরা যোগ করিবে। উহার নিয়ত—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ
اٰخِرِ فَرْضٍ اَدْرَكْتُ وَقْتَهٗ وَلَمْ اُؤَدِّهٖ بَعْدُ مُتَوَجِّهًا
اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

উচ্চারণ :—"না-ওয়ায়তো আন ওছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়া'লা আরবায়া' রাক্য়া'তে ছালাতে আখেরে ফরদেন আদরাকতো অক্তাহু অলাম ওয়াদ্দেহি বা'দো মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কা'বাতেশ শারিফাতে আল্লাহো আকবার।"

অর্থ :—"আমি কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া আল্লাহ্ তায়ালার জন্য চারি রাকয়াত যে শেষ ফরজের ওয়াক্ত পাইয়াও এখনও আদায় করি নাই, তাহাই পড়ার নিয়ত করিলাম।"

তৎপরে দুই রাকয়াত 'সুন্নাতোল-ওয়াক্ত' পড়িলে আরও ভাল হয়।

নিয়ত— رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ سُنَّتِ الْوَقْتِ "রাকয়া'তায়-ছালাতে ছুন্নাতেল ওয়াক্ত।"

তৎপরে দুই রাকাত নফল পড়িবে।

বিঃ দ্রঃ—মৌখিক নিয়ত করা মোস্তাহাব। আরবীতে নিয়ত করা জরুরী নহে। বাংলা বা অন্য ভাষায় নিয়ত করিলে চলিবে।

জুময়ার নামাজের রাকয়াতগুলির সংখ্যা

(১) তাহিইয়্যাতুল ওজু ২ রাকয়াত। তাহিইয়্যাতুল মাছজিদ ২ রাকয়াত। (৩) ক্বাবলোল জুময়া ৪ রাকয়াত। (৪) জুম্য়ার ফরজ ২ রাকয়াত। (৫) বা'দোল জুম্য়া ৪ রাকয়াত। (৬) আখেরে জোহর ৪ রাকয়াত। (৭) সুন্নাতুল ওয়াক্ত ২ রাকয়াত। (৮) নফল নামাজ ২ রাকয়াত। (জুময়ার বিবরণ-১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ওজুর ফরজ

ওজুর চারটি ফরজ :—

(১) মুখমণ্ডল ধৌত করা। উহার সীমা উপরের দিকে ললাটের উপরিভাগে কেশ উৎপত্তির স্থল, নীচের দিকে থুত্‌নির নিম্নভাগ ও অন্যদিকে এক কর্ণমূল হইতে দ্বিতীয় কর্ণমূল পর্যন্ত। থুত্‌নির নিম্নভাগের মর্ম এই যে, যে হাড় খানিতে নিম্ন দন্তগুলি উৎপন্ন হয়, উক্ত হাড়ের নিম্নভাগ পর্যন্ত ধৌত করা ফরজ। যে দাড়ি মুখমণ্ডলের সীমার মধ্যে পড়ে, যথা—গণ্ড ও থুত্‌নির উপরিস্থ দাড়ি যদি উহা ঘন হয়, তবে তৎসমস্ত ধৌত করা ফরজ, ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য ছহিহ্ মত। যদি উক্ত দাড়ি এরূপ অল্প হয় যে, উহার নিম্নস্থ চর্ম দেখা যায়, তবে উক্ত চর্ম ধৌত করা ফরজ হইবে। (২) কনুই অবধি দুই হাত একবার ধৌত করা ফরজ। (৩) গাঁইট সহ দুই পা একবার ধৌত করা ফরজ। (৪) মস্তকের এক চতুর্থাংশ মছহ্ করা ফরজ। মছহ্ শব্দের অর্থ ভিজা হাত কোন অঙ্গে টানিয়া লওয়া।

বিঃ দ্রঃ—ওজুর নিয়ত—২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ওজুর ছুন্নত

১। নিয়ত করা। ২। এস্তেঞ্জার পূর্বে এবং উহার পর ওজুর অগ্রে বিছমিল্লাহ্ বা কোন জেকর উচ্চারণ করা। ৩। এস্তেঞ্জার (পাক হওয়ার) পূর্বে এবং পরে (ওজুর অগ্রে) প্রথমেই দুই খানা পা ও হাতের কব্জা অবধি ধৌত করা। ৪। মেছওয়াক করা। ৫। প্রথমে তিনবার কুল্লি করা। ৬। তৎপরে তিনবার নাকে পানি দেওয়া।

এস্থলে পাঁচটি ছুন্নত আছে, প্রথমে কুল্লি করা, তৎপরে নাকে পানি দেওয়া এক ছুন্নত, দ্বিতীয়, তিন তিনবার এইরূপ করা ছুন্নত। তৃতীয়, প্রত্যেকবারে নাকে পানি লওয়া এক ছুন্নত। চতুর্থ, ডাহিন হাত দ্বারা উক্ত কার্য্যদ্বয় করা ছুন্নত, কিন্তু বাম হাত দ্বারা নাসিকা পরিষ্কার করা ছুন্নত। পঞ্চম, কুল্লিতে গরগরা করা অর্থাৎ পানিকে মুখের মধ্যদেশে চারিদিকে ঘুরাইয়া গলদেশের নিকট পর্যন্ত পৌঁছান এবং নাসিকা রন্ধ্রের উপরি অংশ পর্যন্ত (শক্ত হাড় পর্যন্ত) পানি পৌঁছান ছুন্নত, কিন্তু রোজাদার রোজাকালে এই ছুন্নত আদায় করিবে না, কেননা ইহাতে তাহার রোজা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। ৭। তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করার পরে দাড়ি খেলাল করা, উহার নিয়ম এই যে, ডাহিন হাতের অঙ্গুলী সমূহ এইভাবে দাড়ির মধ্যে দাখিল করিবে যেন তাহার হাতের তালুর পৃষ্ঠদেশ গলার দিকে থাকে এবং নীচের দিক হইতে টানিয়া উপরের দিকে লইয়া যাইবে।

৮। হাত পায়ের অঙ্গুলিগুলি খেলাল করা। যদি অঙ্গুলির মধ্যে পানি পৌঁছিয়া থাকে, তবে খেলাল করা ছুন্নত, নচেৎ ফরজ হইবে। উহার নিয়ম এই যে, এক হাতের অঙ্গুলিগুলি অন্য হাতের অঙ্গুলিগুলির মধ্যে দাখিল করিবে। 'রহমতি' বলিয়াছেন, এরূপভাবে খেলাল করিবে যেন এক হাতের তালু অন্য হস্তের তালুর পৃষ্ঠদেশে মিলিয়া যায়। পায়ের অঙ্গুলিতে খেলাল করার নিয়ম এই যে, বাম হস্তের কনিষ্ঠা

অঙ্গুলি দ্বারা ডাহিন পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলি হইতে খেলাল আরম্ভ করিয়া বাম পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে শেষ করিবে। পায়ের পৃষ্ঠ দিক হইতে কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দাখিল করিয়া নীচের দিক হইতে উপরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। কিংবা পায়ের ভিতরের দিক হইতে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া নীচের দিক হইতে উপরের দিকে টানিয়া লইবে। অঙ্গুলিগুলি পানিতে ডুবাইয়া দিলে খেলাল আদায় হইয়া যাইবে।

৯। প্রত্যেক অঙ্গ পূর্ণভাবে তিনবার করিয়া ধৌত করা। 'জহিরিয়াতে' আছে, পূর্ণভাবে একবার ধৌত করা ফরজ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার পূর্ণভাবে ধৌত করা সুন্নত।

১০। একবার পানি লইয়া একবার সমস্ত মস্তক মছহ্ করা।

১১। মস্তক মছহ্ করিতে যে পানি লওয়া হয়, সেই পানি দ্বারা দুই কর্ণ একই সময় মছহ্ করা।

১২। তরতিব মত ওজু করা অর্থাৎ প্রথমে মুখ ধৌত করা, তৎপরে দুই হাত ধৌত করা, তৎপরে মস্তক মছহ্ করা, তৎপরে দুই পা ধৌত করা।

১৩। অজুর অঙ্গগুলি এরূপ লাগালাগি ভাবে ধৌত করা, যেন দ্বিতীয় অঙ্গ ধৌত কিংবা মছহ্ করার পূর্বে প্রথম অঙ্গ শুষ্ক না হইয়া যায়।

১৪। অজুর অঙ্গ মর্দন করা। ১৫। অতিরিক্ত পানি নষ্ট না করা।

১৬। মুখমণ্ডলে সজোরে পানি নিক্ষেপ না করা।

১৭। প্রস্তর দ্বারা এস্তেঞ্জা করা। ১৮। পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা।

১৯। এস্তেঞ্জাকালে স্ত্রীলোকের বাহ্য যোনী ধৌত করা।

২০। মস্তক মছহ্‌কালে মস্তকের অগ্রভাগ হইতে শুরু করা।

২১। হাত, পা ধৌতকালে অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ হইতে শুরু করা।

২২। দুই পা ধৌত করাকালে পানির পাত্রটি ডাহিন হস্তে ধরিয়া ডাহিন পায়ের অগ্রভাগে ঢালিয়া দিয়া বাম হস্ত দ্বারা মর্দন করা। তৎপরে বাম পায়ের উপর পানি ঢালিয়া দিয়া উহা মর্দন করা। (১৪ নম্বর হইতে ২২ নম্বর পর্যন্ত ছুন্নতের কথা 'শামি, আলমগিরি ও দোরের্ল মোখ্‌তারে' আছে।)

ওজুর মোস্তাহাবগুলি

১। দুই হাত, দুই পা ধৌতকালে প্রথমে ডাহিন হাত ও ডাহিন পা ধৌত করা।

২। দুই হস্তের পৃষ্ঠদেশ দ্বারা ঘাড় মছহ্‌ করা।

৩। পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া ওজু করা।

৪। কর্ণদ্বয় মছহ্‌ করার সময় ভিজা কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদ্বয়কে দুই কর্ণের মধ্যে দাখিল করা।

৫। মা'জুর ব্যতীত অন্য লোকের ওয়াক্তের পুর্বে ওজু করা।

৬। ঢিলা আঙ্গুটিকে ওজুকালে নাড়াইয়া দেওয়া, এইরূপ কসা আঙ্গুটির ব্যবস্থা হইবে, কিন্তু উহার মধ্যে পানি পৌঁছিয়া না থাকিলে, নাড়াইয়া দেওয়া ফরজ।

এইরূপ কর্ণের বালি নাড়াইয়া দেওয়া মোস্তাহাব।

৭। ওজু করিতে বিনা ওজোরে অন্যের সাহায্য না লওয়া।

৮। জরুরি কারণ ব্যতীত কাহারও সঙ্গে কথা না বলা।

৯। উচ্চস্থানে বসিয়া ওজু করা।

১০। অন্তরের নিয়তের সহিত মৌখিক নিয়ত সংক্রান্ত শব্দ উচ্চারণ করা।

১১। ওজু শুরু করাকালে **বিছ্‌মিল্লাহ্‌** পড়া ও প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করাকালে **'শাহাদত কলেমা'** পড়া।

১২। প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত বা মছহ্ করাকালে দোওয়া পড়া, দোওয়াগুলি মৎপ্রণীত মছলা ভাণ্ডার প্রথম ভাগে লিখিত হইয়াছে।

১৩। প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত বা মছহ্ করাকালে درود شریف **'দরূদ শরিফ'** পড়া।

১৪। অজু শেষ হইলে নিম্নোক্ত দোওয়া পড়া :—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

উচ্চারণ :—"আল্লাহোম্মাজ্ য়া'লনি মেনাত্তাওয়াবিনা অজ্ য়া'লনি মেনাল মোতাতাহ্‌হেরিন।"

অর্থ :—"হে খোদা, তুমি আমাকে তওবাকারী ও পাক লোকদিগের অন্তর্গত কর।"

উহার সঙ্গে নিম্নোক্ত দোওয়া যোগ করিবে :—

وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

উচ্চারণ :—"অজ্ য়া'ল্‌নি মেন এ'বাদেকাছ্ ছালেহিন, অজ্ য়া'ল্‌নি মেনাল্লাজিনা লা-খাওফোন আলায়হেম অলা-হোম ইয়াহ্‌জানুন।"

অর্থ :—"আর তুমি আমাকে তোমার নেক বান্দাদিগের অন্তর্গত কর ও উক্ত ব্যক্তিদিগের অন্তর্গত কর—যাহাদের কোন ভয় হইবে না এবং যাহারা দুঃখিত হইবে না।"

১৫। ওজু শেষ করার পরে ওজুর অবশিষ্ট পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক দাঁড়াইয়া পান করা। উক্ত পানি পান করার পরে নিম্নোক্ত দোওয়া পাঠ করিবে :—

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِىْ بِشِفَائِكَ وَ دَاوِنِىْ بِدَوَائِكَ وَ اعْصِمْنِىْ
مِنَ الْوَهْلِ وَ الْاَمْرَاضِ وَ الْاَوْجَاعِ ٥

উচ্চারণ :—"আল্লাহুম্মাশ-ফেনি বেশেফায়েকা অ-দাবেনি বেদাওয়ায়েকা অ'ছেম্‌নি মেনাল অহ্‌লে অল্‌ আমরাদে অল্‌ আওজায়ে।"

অর্থ :—"হে আল্লাহ্‌, তুমি নিজের শেফা দ্বারা আমাকে আরোগ্য প্রদান কর এবং তোমার দাওয়া দ্বারা আমাকে ঔষধ প্রদান কর এবং দুর্বলতা, পীড়া ও বেদনা সমূহ হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

১৬। চক্ষু কোণদ্বয়, গোড়ালীর উপরিস্থ পেশীদ্বয়, পায়ের গাঁইটদ্বয় ও পায়ের তালুদ্বয়ে পানি পৌঁছাইতে সাবধানতা অবলম্বন করা।

১৭। হস্ত, পদ ও মুখমণ্ডল ধৌত করার যে সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ ধৌত করা।

১৮। বাম হাত দ্বারা দুই পা মর্দন করা।

১৯। শীতকালে ওজু শুরু করার সময় দুই পা ভিজাইয়া লওয়া।

২০। এস্তেঞ্জার স্থানটি রুমাল দ্বারা মুছিয়া ফেলা।

২১। ওজুর পরে হাত ঝাড়িয়া না ফেলা।

২২। ওজুর পরে আকাশের দিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া 'ছুরা কদর' পড়া।

২৩। মকরূহ ওয়াক্ত ব্যতীত অন্য সময় ওজু করিয়া দুই রাকায়াত 'তাহিয়্যাতোল ওজু' নামাজ পড়া।

২৪। অপহৃত জমির মৃত্তিকা ও পানি দ্বারা তায়াম্মোম বা ওজু না করা।

২৫। স্ত্রীলোকের ওজুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওজু না করা।

২৬। ওজুর পানি খুব কম না লওয়া।

২৭। এস্তেঞ্জার পরে অতিত্রস্তভাবে গুপ্ত অঙ্গ ঢাকিতে চেষ্টা করা।

২৮। এস্তেঞ্জাকালে খোদার নাম কিংবা তাঁহার নবীর নাম অঙ্কিত অঙ্গুটি খুলিয়া রাখা।

২৯। ওজুর পাত্রে মৃত্তিকা নির্মিত হওয়া।

৩০। বদনার হ্যাণ্ডেল তিনবার ধৌত করা।

৩১। উক্ত বদনা বামদিকে রাখা।

৩২। যদি পানির পাত্র এরূপ বড় হয় যে, গণ্ডুষ করিয়া পানি তুলিয়া লওয়া হয়, তবে উহা ডাহিন দিকে রাখা।

৩৩। ধৌতকালে উক্ত বদনার শিরোভাগে হাত না রাখিয়া উহার হ্যাণ্ডেলে হাত রাখা।

৩৪। ওজুর সমস্ত কার্যে ওজু করার নিয়ত স্মরণ রাখা।

৩৫। মুখমণ্ডল ধৌতকালে উপরের দিক হইতে শুরু করা।

৩৬। ওয়াক্তের পূর্বে ওজুর আয়োজন উদ্দেশ্যে উক্ত পাত্রটি পূর্ণ করিয়া রাখা।

৩৭। বাম হস্তে নাক ঝাড়িয়া ফেলা।

৩৮। ধীরে ধীরে ওজু করা।

৩৯। ভ্রু ও গোঁফের নীচে পানি পৌঁছান।

৪০। পাক স্থানে ওজু করা।

৪১। মস্তক ঢাকিয়া পায়খানায় প্রবেশ করা।

৪২। রৌদ্রের তাপে উত্তপ্ত পানি দ্বারা ওজু না করা।

৪৩। একটি পানি পাত্রকে নিজের জন্য খাস না করা।

৪৪। গুপ্ত অঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত না করা।

৪৫। পানিতে থুথু ও কফ নিক্ষেপ না করা।

৪৬। ওজুর পানি এক 'মুদ' অপেক্ষা কম না হওয়া, এক 'মুদ' সাড়ে তিন পোয়ার কিছু অধিক।

৪৭। ওজু থাকিতে ওজু করা।

৪৮। চেহারা ধৌত করাকালে পানিতে ফুৎকার না করা।

৪৯। এস্তেঞ্জার সময় কথা না বলা।

৫০। পায়খানা কালে কেবলার দিকে মুখ কিংবা পশ্চাৎ না করা।

৫১। পায়খানা কালে চন্দ্র ও সূর্য্যের দিকে মুখ কিংবা পশ্চাৎ না করা।

৫২। পায়খানার পরে লিঙ্গ স্পর্শ না করা।

৫৩। বাম হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা করা।

৫৪। এস্তেঞ্জা করার পরে বাম হস্তকে প্রাচীরের ন্যায় কোন বস্তুর উপর ঘর্ষণ করা।

৫৫। তৎপরে উক্ত হস্ত ধৌত করা।

৫৬। লিঙ্গের উপর পানি ছিটাইয়া দেওয়া।

৫৭। ওজুর পরে পায়জামার উপর পানি ছিটাইয়া দেওয়া।

৫৮। সাধারণ লোকে যে স্থানে ওজু করে, সেই স্থানে ওজু করা।

৫৯। ডাহিন হাত দ্বারা পানি ঢালিয়া দেওয়া।

৬০। প্রত্যেক মকরূহ কার্য ত্যাগ করা।

৬১। নিজে পানি উঠাইয়া রাখা।

ওজুর মকরূহগুলি

১। মুখমণ্ডলে বা অন্যান্য অঙ্গে সজোরে পানি পৌছান, মকরূহ তাহ্রিমি।

২। এরূপ কম পানিতে ওজু করা মকরূহ—যাহাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে পানি নির্গত হওয়া স্পষ্টভাবে প্রকাশ না হয়।

৩। শরিয়তের নিরূপিত পরিমাণ অপেক্ষা বেশী পানি ব্যয় করা মকরূহ, কেহ কেহ উহা মকরূহ তাহ্রিমি বলিয়াছেন, অপরে উহা মকরূহ তাহ্রিমি বলিয়াছেন।

৪। পৃথক পৃথক পানি দ্বারা তিনবার মস্তক মছ্হ্ করা মকরূহ্।

৫। স্ত্রীলোকের ওজু ও গোছলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওজু করা মকরূহ, উহা মকরূহ্ তাহ্রিমি কিংবা তাঞ্জিহি, ইহাতে মতভেদ আছে।

৬। অপহৃত জমির মৃত্তিকা ও পানি দ্বারা ওজু ও তায়াম্মম করা মকরূহ।

৭। নাপাক স্থানে বসিয়া ওজু করা মকরূহ।

৮। মাছজেদের মধ্যে ওজু করা মকরূহ, কিন্তু যদি কেহ কোন পাত্রে কিংবা ওজুর জন্য নির্মিত স্থানে ওজু করে, তবে মকরূহ হইবে না।

৯। কোন পানিতে থুথু কিংবা কফ নিক্ষেপ করা মকরূহ। ইহা মকরূহ তাঞ্জিহি।

১০। বিনা ওজরে বাম হস্তে কুল্লী করা ও ডাহিন হস্তে নাক ঝাড়া মকরূহ।

১১। নিজের জন্য কোন ওজুর পাত্র খাস করা মকরূহ।

১২। ওজুর পানিতে ফুৎকার করা মকরূহ।

১৩। ওজু কালে মুখ ও চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া রাখা মকরূহ।

ওজু নষ্টকারীর বিষয়গুলি

১। মলমূত্র নির্গত হইলে, ওজু নষ্ট হয়।

২। মজি ও ওদী বাহির হইলে, ওজু নষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের সহিত কামভাবে ক্রীড়া কৌতুক কালে লিঙ্গ হইতে যে তরল পানি বাহির হয়, উহাকে মজি বলা হয়। প্রস্রাবের পরে যে গাঢ় পানি বাহির হয়, উহাকে ওদী বলা হয়।

৩। মলদ্বার হইতে যে বায়ু নির্গত হয়, উহাতে ওজু নষ্ট হয়।

৪। মলদ্বার কিংবা স্ত্রীলোকের যোনি অথবা পুরুষলোকের লিঙ্গ হইতে পাথর কিংবা ক্রিমি বাহির হইলে, উহাতে ওজু নষ্ট হয়।

৫। ওজু ও গোছলে যে স্থান ধৌত করা ওয়াজেব কিম্বা মোস্তাহাব, এইরূপ স্থান হইতে রক্ত পুঁজ বহির্গত হইয়া পড়িলে, ওজু নষ্ট হইবে।

৬। মস্তক হইতে রক্ত নির্গত হইয়া কর্ণের ছিদ্র পর্যন্ত গড়াইয়া আসিলে, ওজু নষ্ট হইবে।

৭। নাসিকার যে নিম্ন অংশ কোমল (নরম) সেই অংশে রক্ত পৌঁছিলে, সকলের মতে ওজু নষ্ট হইবে। নাসিকার যে উপরি অংশ কঠিন, সেই অংশে রক্ত পৌঁছিলে, 'গাওয়াতোল বায়ান' ও 'এনায়া' কেতাবের মতে ওজু নষ্ট হইবে, ইহা 'শামী' ও বাহারোর রায়েকের' সমর্থিত মত।

৮। থুথু মিশ্রিত রক্ত মুখের রক্ত হইলে, যদি রক্ত থুথু অপেক্ষা অধিক হয় কিংবা থুথুর সমান হয়, তবে সকলের মতে ওজু নষ্ট হইবে। আর উক্ত রক্ত থুথু অপেক্ষা কম হইলে, সকলের মতে ওজু নষ্ট হইবে না। এইরূপ থুথু মিশ্রিত রক্ত উদরের রক্ত হইলে, যদি উহা থুথু অপেক্ষা অধিক কিংবা থুথুর সমান হয়, তবে সকলের মতে ওজু

নষ্ট হইবে। আর থুথু অপেক্ষা কম হইলে, কতকের মতে ওজু নষ্ট হইবে না। আর কতকের মতে ওজু নষ্ট হইবে। এস্থলে এহ্‌তিয়াতের জন্য ওজু নষ্ট হওয়ার মত গ্রহণ করা উচিত।

৯। মুখপূর্ণ পিত্ত, খাদ্য বস্তু কিংবা পানি বমন করিলে, ওজু নষ্ট হইয়া যায়। যদি খাদ্য বস্তু বা পানি পাকস্থলীতে পৌঁছিবার পরে বমন হইয়া যায়, তবে ঐ ব্যবস্থা হইবে। আর যদি খাদ্য বস্তু, পানি কিংবা দুগ্ধ কণ্ঠনালীতে থাকে, তখনও পাকস্থলীতে পৌঁছে নাই, তবে উহা বমন হইয়া গেলে, সকলের মতে ওজু নষ্ট হইবে না।

১০। যে জমাট রক্ত মস্তক হইতে নির্গত হইয়া মুখ দিয়া বাহির হয়, উহাতে সকলের মতে ওজু নষ্ট হয় না। যদি উহা তরল হয়, তবে সকলের মতে ওজু নষ্ট হইবে। যদি মুখপূর্ণ জমাট রক্ত উদর হইতে উঠিয়া বমন হইয়া যায়, তবে ওজু নষ্ট হইবে, আর যদি মুখপূর্ণ না হয়, তবে উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না। আর যদি প্রবাহিত রক্ত উদর হইতে উঠিয়া বমন হইয়া যায়, তবে এমাম আজমের মতে উহা মুখপূর্ণ হউক, আর নাই হউক, উহাতে ওজু নষ্ট হইবে। ইহাই ছহিহ্‌ মত। যদি মুখপূর্ণ শ্লেষ্মা বমন করে, তবে উহা মস্তক হইতে নামিয়া আসুক, আর উদর হইতে উঠুক, উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না।

আর যদি খাদ্য মিশ্রিত কফ বমন করে, তবে অধিকাংশের হিসাব অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক্ষেত্রে খাদ্য সামগ্রী অধিকাংশ হইলে, যদি উহা মুখপূর্ণ হয়, তবে ওজু নষ্ট হইবে। আর কফ অধিকাংশ হইলে, এমাম আজম ও মোহাম্মদের মতে ওজু নষ্ট হইবে না। আর যদি উভয়টি সমান হয়, তবে প্রত্যেকটিকে পৃথক ধরিয়া লইতে হইবে। এক্ষেত্রে খাদ্য সামগ্রী মুখপূর্ণ হইলে, ওজু নষ্ট হইবে, নচেৎ না।

যদি খাদ্য বস্তু বা পানি অল্প অল্প বারংবার বমন হয়, এক্ষেত্রে একই কারণে বা বেগ-ধারণে কয়েকবার বমন হইলে, দেখিতে হইবে যে, তৎসমস্তগুলি একত্রিত করিলে, মুখপূর্ণ বলিয়া অনুমিত হয় কিনা, প্রথম ক্ষেত্রে অজু নষ্ট হইবে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ওজু নষ্ট হইবে না। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কারণে বা বেগ-ধারণে কয়েকবার অল্প অল্প বমন হইলে, উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না। ইহাই ছহিহ্ মত।

১১। কাৎ হইয়া, চিৎ হইয়া, উপুড় হইয়া, এক নিতম্বের উপর ঠেশ দিয়া, এক কনুই-এর উপর ভর দিয়া নিদ্রা গেলে, ওজু নষ্ট হইবে। এইরূপ পীড়িত ব্যক্তি কাৎ হইয়া শুইয়া নামাজ পড়িতে পড়িতে নিদ্রা গেলে, ওজু নষ্ট হইবে। বসিয়া, দাঁড়াইয়া নিদ্রা গেলে ওজু নষ্ট হইবে না। কোন বস্তু হেলান দিয়া নিদ্রা গেলে, যদি উহা টানিয়া লইলে, সে জমিতে পড়িয়া যায়, এক্ষেত্রে যদি তাহার মলদ্বার স্থানচ্যুত হইয়া থাকে, তবে সকলের মতে ওজু নষ্ট হইবে। আর উহা স্থানচ্যুত না হইলে ; ওজু নষ্ট না হওয়া সমধিক ছহিহ্ মত। নামাজে দাঁড়াইয়া কিংবা রুকু অবস্থায় নিদ্রা গেলে, ওজু নষ্ট হইবে না।

নামাজে ছুন্নতের নিয়মানুসারে সেজদায় গিয়া নিদ্রা গেলে, ওজু নষ্ট হইবে না। ছুন্নতের নিয়মের বিপরীত ছেজদা করিলে, ছহিহ্ মতে ওজু নষ্ট হইবে। পেটকে উভয় উরু হইতে এবং বাহুদ্বয়কে উভয় পার্শ্বদেশ হইতে পৃথক রাখিয়া ছেজদা করাই ছুন্নত নিয়ম। যদি পেটকে উভয় উরুর সহিত মিলাইয়া এবং উভয় হাতকে বিছানায় বিছাইয়া ছেজদা করে, তবে ইহা ছুন্নতের বিপরীত বুঝিতে হইবে।

১২। কোন পীড়া বা যাতনায় পড়িয়া অচৈতন্য হইয়া গেলে, ওজু নষ্ট হইয়া যায়।

১৩। উন্মাদ হইলে, ওজু নষ্ট হইয়া যায়।

১৪। নেশাতে মাতাল হইলে, ওজু নষ্ট হইয়া যায়। যখন সে সোজাভাবে চলিতে না পারে এবং এদিক ওদিকে ঢলিয়া পড়ে এবং অধিকাংশ কথা প্রলাপ বলিতে থাকে, তখন উহাকে মাতাল ধরিতে হইবে।

১৫। যে নামাজে রুকু, ছেজদা আছে, এইরূপ নামাজে উচ্চ হাসি (কাহ্‌কাহ্‌) করিলেও নামাজ ও ওজু বাতিল হয়। নামাজের বাহিরে উচ্চ হাসি করিলে, ওজু নষ্ট হয় না। নামাজের মধ্যে মৃদু হাসি (জেহক) করিলে, নামাজ বাতীল হয়, কিন্তু ওজু বাতীল হয় না। যে হাসি নিজে শুনিতে পায়, কিন্তু সভাস্থ লোকেরা শুনিতে পায় না, ইহাকে মৃদু হাসি বলা হইবে। মুচকিয়া হাস্য করিলে, নিজেও শুনিতে পায় না এবং অন্যেরাও শুনিতে পায় না, নামাজের মধ্যে উহা করিলে নামাজ ও ওজু কিছুই বাতীল হইবে না।

তেলাওয়াতের ছেজদা ও জানাজার নামাজে উচ্চ হাস্য করিলে, উক্ত ছেজদা ও জানাজার নামাজ বাতীল হইবে, কিন্তু ওজু নষ্ট হইবে না। নাবালেগ ব্যক্তি নামাজে উচ্চ হাস্য করিলে, নামাজ বাতীল হইবে, কিন্তু ওজু নষ্ট হইবে না।

১৬। স্ত্রী-পুরুষের অথবা দুই পুরুষের কিংবা দুইটি স্ত্রীলোকের লিঙ্গে লিঙ্গে কামভাবে স্পর্শ করিলে, উভয়েরই ওজু নষ্ট হইবে।

ওজুর ধারা

ওজু করার পূর্বে প্রস্রাব, পায়খানার আবশ্যক হইলে, উহা সমাধা করিয়া রীতিমত পাক হইবে। তৎপরে পাত্রে পানি লইয়া যদি

পাত্রটি বদনা হয়, তবে বামদিকে রাখিবে। আর পানি পাত্র হইতে গণ্ডুষ করিয়া পানি তুলিয়া লইতে হইলে, উহা ডাহিন দিকে রাখিবে। উচ্চ ও পাক স্থানে কেবলাহ্‌মুখী হইয়া বসিবে। তৎপরে ওজু করার নিয়ত করিয়া 'বিছ্‌মিল্লাহ্‌' পড়িবে। তৎপরে প্রথমে ডাহিন হাতের কব্‌জা তিনবার, পরে বাম হাতের কব্‌জা তিনবার ধৌত করিবে। তৎপরে ডাহিন হাত দ্বারা তিনবার গর্‌গরাসহ কুলকুচি করিয়া পানি ফেলিয়া দিবে। এই কুল্লি করাকালে গলদেশ পর্যন্ত পানি পৌঁছাইবে। কুল্লি করার সঙ্গে সঙ্গে মেছওয়াক করিবে। তৎপরে ডাহিন হাত দ্বারা তিনবার নাকে পানি দিবে এবং উক্ত পানিকে ঢালিয়া নাসিকা রন্ধ্রের শক্ত অংশ পর্যন্ত পৌঁছাইবে। তৎপরে নাসিকার মধ্যে বাম হস্তের অঙ্গুলী দিয়া ময়লা পরিষ্কার করতঃ বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়িয়া ফেলিবে। তৎপরে ডাহিন হাত দ্বারা পূর্ণভাবে তিনবার মুখমণ্ডল মর্দন করিয়া ধৌত করিবে, উহা ধৌত করা কালে উপরের দিক হইতে শুরু করিবে। যে দাড়ি মুখের মধ্যে পড়ে, যদি উহা ঘন হয়, তবে মুখমণ্ডল ধৌত করা কালে উক্ত দাড়ি ধৌত করিবে। আর উহা পাতলা হইলে, উহার নিম্নস্থ চামড়া ধৌত করিবে। তৎপরে ডাহিন হাতে এক গণ্ডুষ পানি লইয়া মুখের সীমার বাহিরের অথবা থুতনীর নিম্নস্থ দাড়ি খেলাল করিবে। হস্তের তালুর পৃষ্ঠদেশ গলদেশের দিকে রাখিবে এবং নীচের দিক হইতে উপরের দিকে টানিয়া দাড়ি খেলাল করিবে।

তৎপরে ডাহিন হাতে তিনবার পানি লইয়া ডাহিন হাতের কনুইর উপরি অংশ পর্যন্ত বাম হাতের তালু দ্বারা মর্দন করিয়া তিনবার ধৌত করিবে। তৎপরে ডাহিন হাতে তিনবার পানি লইয়া বাম হাতের কনুইর কিছু উপরি অংশ পর্যন্ত তিনবার মর্দন করিয়া ধৌত করিবে। তৎপরে পানি লইয়া দুই হস্তের অঙ্গুলী খেলাল করিবে, এক হাতের তালুকে অন্য হাতের পৃষ্ঠদেশের উপর রাখিয়া

প্রথম হাতের অঙ্গুলী দ্বিতীয় হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া খেলাল করিবে। তৎপরে দুই হাত ভিজাইয়া লইয়া দুই হাতের তালু ও অঙ্গুলিগুলি দ্বারা মস্তকের প্রথম দিক হইতে টানিয়া লইয়া ঘাড় পর্যন্ত মছহ্ করিবে। তৎপরে ঘাড় হইতে টানিয়া মস্তকের প্রথম দিক পর্যন্ত মছহ্ করিবে। তৎপরে তর্জনী ও বৃদ্ধা অঙ্গুলী দ্বারা দুই কান মছহ্ করিবে। তৎপরে ডাহিন হাতে তিনবার পানি লইয়া, তিনবার ডাহিন পায়ের গিরার কিছু উপরি অংশ পর্যন্ত ধৌত করিবে। এই ধৌত করা কালে ডাহিন হাতে পানি ঢালিয়া দিবে এবং বাম হাতে পা মর্দন করিবে। এইরূপ বাম পা তিনবার ধৌত করিবে। তৎপরে বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দ্বারা ডাহিন পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী হইতে খেলাল শুরু করিয়া বাম পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে খেলাল শেষ করিবে। তৎপরে ওজুর অবশিষ্ট পানির কিছু অংশ দাঁড়াইয়া কেবলামুখী হইয়া পান করিবে এবং পূর্ব দোওয়া পড়িবে।

(বিঃ দ্রঃ—৩৫ পৃষ্ঠার ১৫ নম্বর দাগের দোওয়া)

গোছল

(গোছলের নিয়ত ২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

গোছলের তিনটি ফরজ,—

১। কুল্লি করা ফরজ, গরগরা করা ফরজ নহে।

২। নাকে পানি দেওয়া ফরজ, নাকের ভিতর কোমল অংশ পর্যন্ত ধৌত করা ফরজ। উহার উপরিস্থ কঠিন অংশ পর্যন্ত পানি পৌছান ছুন্নত।

৩। সমস্ত শরীর একবার ধৌত করা ফরজ, উহা মর্দন করা মোস্তাহাব। শরীরের যে অংশ বিনা কষ্টে ধৌত করা সম্ভব হয়,

উহা ধৌত করা ফরজ। কর্ণ, নাভি, গোঁফ, উহার নিম্নস্থ চর্ম, ভ্রু উহার নিম্নস্থ চামড়া, দাড়ি, উহার নীচের চামড়া ও মস্তকের চুল ধৌত করা ফরজ। কসা আঙ্গুটি কিংবা কর্ণের বালি নাড়াইয়া উহার নীচে পানি পৌঁছান ফরজ। যাহার খৎনা হয় নাই, যদি তাহার লিঙ্গাগ্রের চামড়া বিনা কষ্টে উল্টান সম্ভব হয়, তবে উহার মধ্যদেশ ধোওয়া ফরজ হইবে। আর যদি সহজে উহা উল্টানো না যায়, তবে উহার মধ্যদেশে পানি পৌঁছান ফরজ নহে বরং মোস্তাহাব হইবে।

স্ত্রীলোকের মস্তকের বেণীর মূলদেশে পানি পৌঁছান ফরজ, যদি মূলদেশে পানি পৌঁছিয়া যায়, তবে কেশের মধ্যে পানি পৌঁছান আবশ্যক হইবে না। আর যদি উহার মূলদেশে পানি পৌঁছান সম্ভব না হয়, তবে উহা খুলিয়া ধুইয়া লওয়া ওয়াজেব। ইহাই ছহিহ্ মত। যদি স্ত্রীলোকের কেশ খোলা থাকে, তবে সমস্ত কেশ ধৌত করা ফরজ হইবে। যদি পুরুষের মস্তকের বেণী থাকে, তবে উহার মূলদেশ ধৌত না করিলে, গোছল জায়েজ হইবে না।

যদি স্ত্রীলোকের মস্তক ধৌত করিলে, ক্ষতি হইয়া পড়ে, তবে মছ্হ করিবে।

হায়েজ, নেফাছ কিংবা নাপাকির গোছলে স্ত্রীলোকের বাহ্য যোনি ধৌত করা ফরজ, মধ্যযোনি ধৌত করা ফরজ নহে।

যদি মেহদী, মৃত্তিকা, তৈল, কর্দম, তৈলাক্ত বস্তু ও ময়লা শরীরের কোন স্থানে লাগিয়া থাকে, তবে গোছল জায়েজ হইবে। যদি আটা, মৎসের আঁইশ, মোম কিম্বা চর্বিত রুটির ন্যায় কোন বস্তু শরীরে লাগিয়া থাকে, তবে উহার নিম্নে পানি পৌঁছাইলে, গোছল জায়েজ হইবে না। যদি হাত ও পায়ের অঙ্গুলিগুলিতে পানি না পৌঁছে, তবে খেলাল করা ফরজ হইবে।

গোছলের ছুন্নতগুলি

১। প্রথমে ওজুর ন্যায় 'বিস্‌মিল্লাহ' পাঠ করা।

২। উহার সঙ্গে সঙ্গে নিয়েত করা।

৩। তৎপরে হাতের দুই কব্‌জা পর্যন্ত ধৌত করা।

৪। তৎপরে লিঙ্গ ও মলদ্বারে কোন প্রকার নাপাকি থাকুক, আর নাই থাকুক, উক্ত স্থানদ্বয় ধৌত করা। ডাহিন হাত দ্বারা পানি ঢালিয়া দিয়া বাম হাত দ্বারা উক্ত স্থানদ্বয় ধৌত ও পরিষ্কার করিবে।

৫। তৎপরে শরীরের অন্য কোন স্থানে নাপাকি থাকিলে তাহা ধৌত করা।

৬। তৎপরে ওজু করা, কিন্তু যদি এরূপ স্থলে গোছল করে যে, তথায় পানি সঞ্চিত থাকে, তবে পা দুখানি বিলম্ব করিয়া অন্য স্থানে ধৌত করিবে। আর কাষ্ঠ কিংবা পাথরের ন্যায় এরূপ কোন বস্তুর উপর দাঁড়াইয়া গোছল করিলে, তথা হইতে পানি গড়াইয়া যায়, কাজেই প্রথমেই ওজুর সঙ্গেই দুই পা ধৌত করিবে।

৭। সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢালিয়া দেওয়া। প্রথমে মস্তকে তিনবার এরূপভাবে পানি ঢালিবে যেন প্রত্যেক বারে সমস্ত মস্তকে পানি পৌঁছাইয়া যায়। তৎপরে এইরূপ তিনবার ডাহিন স্কন্ধে পানি ঢালিয়া দিবে, তৎপরে তিনবার বাম স্কন্ধে পানি ঢালিয়া দিবে, তৎপরে অবশিষ্ট শরীরে তিনবার পানি ঢালিয়া দিবে।

৮। প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনবার ধৌত করা কালে প্রথমবারে মর্দন করা।

৯। গোছলের সময়ে কেবলার দিকে মুখ না করা।

১০। এরূপ স্থলে গোছল করা যে, যেন কেহ তাহাকে দেখিতে না পায়।

১১। অতিরিক্ত পানি ব্যয় না করা এবং নিয়মিত পানি অপেক্ষা কম ব্যয় না করা।

১২। মেছওয়াক করা।

১৩। একটি অঙ্গ ধৌত করিয়া অন্য অঙ্গ ধৌত করিতে এত বিলম্ব না করা যে, প্রথম অঙ্গটি শুকাইয়া যায়। ওজুর যতগুলি ছুন্নত, গোছলের ততগুলি ছুন্নত, তবে ওজুর তরতীব পৃথক ও গোছলের তরতিব পৃথক। ওজু করা কালে দোওয়া পড়া ছুন্নত, গোছলের সময় দোওয়া পাঠ করা মকরূহ।

গোছলের মোস্তাহাবগুলি

১। গোছল করা অবস্থায় কোন প্রকার কথা না বলা বা কোন প্রকার দোওয়া পাঠ না করা।

২। গোছলের পর রুমাল দ্বারা শরীর মুছিয়া ফেলা।

৩। কাপড় পরিধান করার পর দুই পা ধৌত করা।

৪। গোছল করার পর দুই রাক্য়াত নফল নামাজ পড়া।

৫। কর্ণদ্বয়ে পানি পৌছানর পরে কর্ণদ্বয়ের ছিদ্রে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি প্রবেশ করান।

৬। নাপাকির গোছল সত্বর করা।

৭। ঢিলা অঙ্গুটি নাড়াইয়া দেওয়া।

৮। মৌখিক নিয়ত করা।

৯। গোছলের পানির ছিটা যেন শরীরে না লাগে, এজন্য উচ্চস্থানে বসিয়া গোছল করা।

১০। গোছলের পরে অবশিষ্ট কিছু পানি পান করা।

১১। কাহারও সাহায্য না লওয়া।

গোছলের মকরূহগুলি

১। গোছলের মধ্যে দোওয়া পড়া প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করা কালে 'বিছমিল্লাহ' কিংবা দরূদ পড়া।

২। মুখে কিংবা শরীরে জোরে পানির ছিটা মারা।

৩। নিয়মিত পানি অপেক্ষা অধিক কিংবা কম পানি ব্যয় করা।

৪। নির্জ্জন স্থানে হইলেও গুপ্তাঙ্গ খুলিয়া গোছল করা।

৫। অজুতে যতগুলি মকরূহ আছে, গোছলেও ততগুলি মকরূহ আছে।

ফরজ গোছলের কারণসমুহ

১। চৈতন্য বা নিদ্রিতাবস্থায় কামভাবে মনি (বীর্য) স্থানচ্যুত হইয়া লিঙ্গ বা যোনি হইতে বাহির হইয়া পড়িলে গোছল ফরজ হয়।

লিঙ্গের অগ্রভাগ সঙ্গমের যোগ্য জীবিতা নারীর যৌনদেশে, পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে, মনি বাহির হউক, আর না হউক, উভয়ের উপর গোছল ফরজ হইবে। যদিও মলদ্বারে লিঙ্গ প্রবেশ করাইলে গোছল ফরজ হয়, অথচ এই কার্য কঠিন হারাম।

কামনাসক্ত নাবালেগা বালিকার সহিত কোন বালেগ পুরুষ সঙ্গম করিলে, উক্ত পুরুষটির গোছল ফরজ হইবে, কিন্তু উক্ত বালিকার উপর গোছল ফরজ হইবে না।

যদি কামনাসক্ত নাবালেগ পুরুষ কোন বালেগা স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গম করে, তবে উক্ত স্ত্রীলোকের উপর গোছল ফরজ হইবে, কিন্তু নাবালেগ পুরুষের উপর গোছল ফরজ হইবে না।

এইরূপ কোন উন্মাদ পুরুষ সঙ্গম করিলে, কিংবা কোন উন্মাদিনী স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গম করিলে,তাহাদের উপর গোছল ফরজ হইবে না।

হস্ত মৈথুন কিংবা পশু সঙ্গম করিয়া বীর্যপাত হইলে, গোছল ফরজ হইবে। এইরূপ কার্য্য কঠিন হারাম।

৩। স্বপ্নদোষ হইলে, গোছল ফরজ হইবে। যদি কেহ নিদ্রা হইতে চৈতন্য লাভ করিয়া লিঙ্গের অগ্রভাগ ভিজা বুঝিতে পারে, আর উহা মনি কিম্বা মজি তাহা স্থির করিতে না পারে কিন্তু নিদ্রিত হওয়ার পূর্বে তাহার পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত অবস্থায় ছিল, তবে গোছল ফরজ হইবে না। যদি নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে তাহার লিঙ্গ উত্তেজিত না থাকে, কিম্বা উহা মনি বলিয়া তাহার অধিকতর ধারণা হইয়া থাকে অথবা স্বপ্নদোষের কথা তাহার মনে পড়ে, তবে তাহার উপর গোছল ফরজ হইবে। যদি কেহ স্বপ্নদোষ এবং বীর্যস্খলিত হওয়ার সুখ মনে রাখে, কিন্তু বীর্যের কোন চিহ্ন দেখিতে না পায়, তবে গোছল ফরজ হইবে না।

যদি কেহ নিদ্রা হইতে চৈতন্য হইয়া কাপড় কিংবা জানু অথবা বিছানা ভিজা দেখিতে পায়, তবে ১১টা মছলা অনুযায়ী কার্য করিবে :—

(১) যদি সে ব্যক্তি উহা মনি বলিয়া বিশ্বাস করে, তবে স্বপ্নদোষের কথা তাহার স্মরণে থাকুক, আর না থাকুক, গোছল ফরজ হইবে।

(২) যদি সে ব্যক্তি উহা মজি বলিয়া বিশ্বাস করে, আর স্বপ্নদোষের কথা মনে থাকে, তবে গোছল ফরজ হইবে।

(৩) যদি মনি কিম্বা মজি ইহাতে সন্দেহ হয় এবং স্বপ্নদোষের কথা মনে থাকে, তবে গোছল ফরজ হইবে।

(৪) যদি মনি কিম্বা অদি, ইহা স্থির করিতে না পারে, আর স্বপ্নদোষের কথা মনে থাকে, তবে গোছল ফরজ হইবে।

(৫) যদি মনি কিম্বা মজি, তথবা অদি ইহা স্থির করিতে না পারে, আর স্বপ্নদোষের কথা মনে থাকে, তবে গোছল ফরজ হইবে।

(৬) যদি উহা অদি বলিয়া বিশ্বাস করে, তবে স্বপ্নদোষের কথা মনে থাকুক আর না থাকুক, গোছল ফরজ হইবে না।

(৭) যদি উহা মজি বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা মনে না থাকে, তবে গোছল ফরজ হইবে না।

(৮) যদি উহা মনি কিংবা অদি, ইহা স্থির করিতে না পারে এবং স্বপ্নদোষের কথা মনে না থাকে, তবে গোছল ফরজ হইবে না।

(৯) যদি মনি কিংবা মজি, ইহা স্থির করিতে না পারে, আর স্বপ্নদোষের কথা মনে না থাকে, তবে এমাম আজম ও এমাম মোহাম্মদের মতে গোছল ওয়াজেব হইবে।

(১০) যদি মনি কিংবা অদি, ইহা স্থির করিতে না পারে, আর স্বপ্নদোষের কথা মনে না থাকে, তবে তাঁদের উভয়ের মতে গোছল ফরজ হইবে।

(১১) যদি মনি কিংবা মজি কিংবা অদি, ইহা স্থির করিতে না পারে, তবে উভয়ের মতে গোছল ফরজ হইবে।

যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হয় এবং বীর্য তাহার বাহ্য যোনিতে প্রকাশ না পায়, তবে তাহার উপর গোছল ফরজ হইবে না।

কোন জ্বেন মনুষ্যের আকৃতি ধারণ করিয়া একটি স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গম করিলে, উক্ত জ্বেনের লিঙ্গ তাহার ভগে প্রবেশ করামাত্র মনি বাহির না হইলেও উক্ত স্ত্রীলোকটির উপর গোছল ফরজ হইবে।

আর যদি মনুষ্যের আকৃতি না ধরিয়া তাহার সহিত সঙ্গম করে, তবে স্ত্রীলোকটির মনি যোনির বাহিরে আসিলে, গোছল ফরজ হইবে, নচেৎ উহা ফরজ হইবে না।

এইরূপ একটি স্ত্রীজ্বেন মনুষ্যের আকৃতিতে আসিলে, কোন পুরুষ তাহার ভগে লিঙ্গ প্রবেশ করাইয়া দিলেই তাহার উপর গোছল ফরজ হইবে। অন্য আকৃতিতে আসিলে, বীর্য বাহির না হইলে, পুরুষ লোকটির উপর গোছল ফরজ হইবে না।

যদি কেহ স্ত্রীসঙ্গম অন্তে গোছল করিয়া নামাজ পড়ে, তৎপরে কিছু মনিও বাহির হইয়া পড়ে, তবে নামাজ দোহরাইতে হইবে না।

যদি কোন স্ত্রীলোক স্বামী সঙ্গমের পরেই গোছল করিয়া নামাজ পড়ে, তৎপরে নিজের মনি বাহির হইয়া পড়ে, তবে তাহার উপর দ্বিতীয়বার গোছল ফরজ হইবে, কিন্তু নামাজ দোহরাইতে হইবে না। আর তাহার স্বামীর মনি বাহির হইলে, তাহার উপর গোছল ফরজ হইবে না এবং তাহাকে নামাজ দোহরাইতে হইবে না।

(১২) স্ত্রীলোকের হায়েজ কিংবা নেফাছ বন্ধ হইয়া গেলে, সে নামাজ তেলাওয়াত ইত্যাদির ইচ্ছা করিলে, তাহার গোছল ফরজ হইবে।

যদি কোন গর্ভিনীর রক্তস্রাব হয়, তবে উহা হায়েজ নহে, উহাতে গোছল ফরজ হইবে না।

প্রসবকালে সন্তানের অধিকাংশ শরীর বাহির হওয়ার অগ্রে যে রক্ত বাহির হয়, উহা পীড়ার মধ্যে গণ্য, উহা নেফাস নহে এবং উহাতে গোছল ফরজ হইবে না। এইরূপ অবস্থায় সক্ষম হইলে, ওজু করিয়া নচেৎ তায়াম্মম করিয়া ইশারায় নামাজ পড়িবে।

যদি কোন স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসব হয়, কিন্তু রক্তস্রাব না হয়, তবে তাহার উপর ছহিহ্ মতে গোছল ফরজ হইবে।

(১৩) কোন কাফের স্ত্রীলোক হায়েজ কিংবা নেফাছ বন্ধ হওয়ার পূর্বে বা পরে মুছলমান হইয়া গেলে, তাহার পক্ষে গোছল ফরজ হইবে।

(১৪) কোন কাফের নাপাক অবস্থায় মুছলমান হইলে, তাহার প্রতি গোছল করা ফরজ।

(১৫) যে ব্যক্তি প্রথম বীর্যস্খলিত বা স্বপ্নদোষ হওয়ায় বালেগ বলিয়া গণ্য হইল, তাহার পক্ষে সমধিক ছহিহ্ মতে গোছল করা ফরজ।

(১৬) যে স্ত্রীলোকটি প্রথম হায়েজ হওয়ার জন্য বালেগা বলিয়া গণ্য হইল, তাহার পক্ষে গোছল করা ফরজ হইবে।

(১৭) মৃতের গোছল দেওয়া ফরজে কেফায়া।

সুন্নত গোছলের বিবরণ

(১) জুম্‌য়ার নামাজের জন্য গোছল করা ছুন্নত।

(২) দুই ঈদের গোছল ছুন্নত।

(৩) হজ্জ এবং ওমরার এহরাম বাঁধাকালে, গোছল করা ছুন্নত।

(৪) হজ্জের দিবস হাজিগণের আরাফাত ময়দানে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য সূর্য গড়িয়া গেলে, গোছল করা ছুন্নত।

যদি একই দিবসে জুম্‌য়া ও ঈদ কিম্বা জুম্‌য়া ও হজ্জ হয়, তবে এক গোছলে উভয় গোছলের নিয়ত করিলে, উভয় ছুন্নত আদায় হইবে। এইরূপ জুম্‌য়া ও নাপাকির গোছল, কিংবা নাপাকি ও হায়েজের গোছল, অথবা ঈদ, জুম্‌য়া, সূর্যগহণ ও এস্তেস্কা এই চারি গোছল, একত্রে নিয়ত করিলে, এক গোছলে উহা আদায় হইবে।

মোস্তাহাব গোছলের বিবরণ

(১) কাফের পাক শরীরে মুছলমান হইলে গোছল করা।

(২) বালক কিংবা বালিকাদের ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে বালেগ হওয়ার চিহ্ন না পাওয়া গেলে, বালেগ ও বালেগা হওয়ার হুকুম পাইয়া গোছল করা।

(৩) উন্মাদের চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া গোছল করা।

(৪) পীড়া অথবা আঘাত বশতঃ অচৈতন্য হইলে, চৈতন্য পাইয়া গোছল করা।

(৫) নেশাখোরের নেশা হইতে চৈতন্য পাইয়া গোছল করা।

(৬) শিঙ্গা লাগাইয়া শরীরের কোন অংশ হইতে রক্ত মোক্ষণ করার পরে গোছল করা।

(৭) মৃতকে গোছল দেওয়ার পরে গোছল করা।

(৮) শবেবরাতে (শাবানের ১৫ই রাত্রে) গোছল করা।

(৯) শবেকদরের কয়েক রাত্রে ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ গোছল করা।

(১০) আরাফাতের (৯ই জেলহজ্জের) রাত্রে গোছল করা।

(১১) মদীনা শরীফে দাখেল হওয়ার সময়।

(১২) ১০ই জেলহজ্জের অতি প্রত্যুষে সূর্য উদয়ের পূর্বে হাজিদের মোজদালেফাতে দাঁড়ানোর পূর্বে।

(১৩) উক্ত (১০ই জেলহজ্জের) দিবসে মিনাতে দাখিল হওয়ার সময়।

(১৪) তথায় (মিনাতে) প্রথম কঙ্কর মারার সময়।

(১৫) মক্কা শরীফে দাখিল হওয়াকালে।

(১৬) তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য।

(১৭) ১১ / ১২ / ১৩ই জেলহজ্জ এই তিন দিবসে কাঁকর মারা কালে।

(১৮) চন্দ্র গ্রহণের সময়।

(১৯) সূর্য গ্রহণের সময়।

(২০) এস্তেস্কা নামাজের জন্য।

(২১) কোন ভয়াবহ ঘটনা উপস্থিত হইলে।

(২২) দিবাভাগে অন্ধকার হইয়া গেলে।

(২৩) ভীষণ ঝড় তুফান হইলে।

(২৪) গোনাহ হইতে তওবা কালে।

(২৫) বিদেশ হইতে গৃহে আসা কালে।

(২৬) পীড়ার জন্য স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব হইয়া বন্ধ হইলে।

(২৭) কাহারও প্রাণ বধ হওয়া কালে।

(২৮) লোকের মজলিসে উপস্থিত হওয়া কালে।

(২৯) নূতন কাপড় পরাকালে।

(৩০) স্বপ্নদোষ হওয়ার পরে স্ত্রীসঙ্গম করার ইচ্ছা করিলে।

গোছলের ধারা

প্রথমে প্রস্রাব পায়খানার আবশ্যক হইলে, উহা করিয়া লইবে। তৎপরে উত্তর কিংবা দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া সম্ভব হইলে, নির্জ্জন এবং উচ্চস্থানে বসিয়া মুখে 'বিছ্‌মিল্লাহ্‌' পড়িবে, অন্তরে গোছলের নিয়ত করিবে, তৎপর পানি পাত্রে হাত ডুবাইবার পূর্বে দুই হাত কব্জা অবধি ধৌত করিবে। তৎপরে ডাহিন হাতে পানি ঢালিয়া বাম হাত দ্বারা লিঙ্গ এবং মলদ্বার ধৌত করিয়া লইবে। তৎপরে ঐ প্রকার শরীরের অন্যস্থানে নাপাকি লাগিয়া থাকিলে, ধৌত করিয়া বাম হাত দিয়া মাটিতে মর্দন করিবে। পরে নামাজের ওজুর ন্যায় ফরজ, ছুন্নত ও মোস্তাহাবসহ ওজু করিবে। যদি গোছল করা পানি পায়ের নিকট সংগৃহীত হয়, তবে তখন পা ধৌত করিবে না। পরে তিনবার মস্তকে পানি ঢালিবে, পরে তিনবার ডাহিন কাঁধে, পরে তিনবার বাম কাঁধে, পরে তিনবার অবশিষ্ট শরীরে পানি ঢালিবে।

শরীরে পানি ঢালিবার সময় প্রথমবার প্রত্যেক স্থান মর্দন করিবে। এই সময় নিয়মিত পানি ঢালিবার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। নিয়মিত পানি তিন সের আধপোয়া। তৎপরে রুমাল দ্বারা শরীর মুছিয়া ফেলিবে, পরে কাপড় পরিয়া পদদ্বয় না ধুইয়া থাকিলে, ধুইয়া লইবে। তৎপরে দুই রাকায়াত নামাজ পড়িবে।

তায়াম্মমের বিবরণ

(তায়াম্মমের নিয়াত ২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

তায়াম্মমের দুইটি রোকন আছে :—

১। দুইবার মৃত্তিকায় হাত মারা।

২। মুখ ও হাত সম্পূর্ণরূপে মছহ্‌ করা।

কেহ কেহ বলেন, দুই হাত মছহ্‌ করা এক রোকন। মুখ মছহ্‌ করা অন্য রোকন।

তায়াম্মমের ৯টি শর্ত্ত আছে :—

১। পানির অভাব হওয়া কিংবা পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়া।

২। তায়াম্মমকারীর মুছলমান হওয়া।

৩। নিয়ত করা। ৪। মৃত্তিকাজাত বস্তুর উপর তায়াম্মম করা।

৫। উক্ত বস্তু পাক হওয়া।

৬। যদি তথায় পানি থাকার ধারণা হয়, তবে পানির চেষ্টা করা।

৭। দুই হাত এবং মুখ সম্পূর্ণরূপে মছহ্ করা।

৮। হাতের অধিকাংশ, অতি কম তিন আঙ্গুলি দ্বারা মছহ্ করা।

৯। হায়েজ ইত্যাদির তুল্য ওজর রহিত হওয়া।

তায়াম্মম ওয়াজেব হওয়ার ৮টি শর্ত্ত আছে :—

১। তায়াম্মমকারী বুদ্ধিমান হওয়া।

২। তাহার বালেগ হওয়া। ৩। মুছলমান হওয়া।

৪। হাদাছ (ওজু ও গোছলের কারণ) বর্ত্তমান থাকা।

৫। হায়েজ অবস্থায় না থাকা। ৬। নেফাছ অবস্থায় না থাকা।

৭। ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ হওয়া। ৮। যে বস্তু দ্বারা তায়াম্মম জায়েজ হয়, তাহার উপর সক্ষম হওয়া।

তায়াম্মমের ১৩টি ছুন্নত আছে :—

১। মাটিতে হাত মারিবার সময় 'বিছমিল্লাহ্' পড়া।

২। দুই হাতের তালুকে মাটির উপর মারা। সমধিক ছহিহ্ মতে কবজার পৃষ্ঠদেশকে মারাও ছুন্নত।

৩। তালুদ্বয়কে মাটির উপর রাখিয়া অগ্রের দিকে টানিয়া লওয়া।

৪। তালুদ্বয়কে অগ্রের দিকে টানিয়া লওয়ার পরে পশ্চাতের দিকে টানিয়া লওয়া।

৫। তালুদ্বয়কে মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া লওয়ার পরে ঝাড়িয়া

ফেলা। যদি পাথরের উপর হাত মারা হয়, তবে হাত ঝাড়িয়া ফেলা ছুন্নত নহে।

৬। মাটিতে হাত রাখার সময় অঙ্গুলিগুলিকে ফাঁক ফাঁক করিয়া রাখা।

৭। প্রথমে মুখ মছহ্ করা তৎপরে দুই হাত মছহ্ করা।

৮। মুখ মছহ্ করার পরে অবিলম্বে মাটিতে হাত মারিয়া দুই হাত মছহ্ করা।

৯। প্রথমে ডাহিন হাত মছহ্ করা, তৎপরে বামহাত মছহ্ করা।

১০। খাছ করিয়া মাটির উপর হাত মারা।

১১। নিম্নলিখিত খাছ নিয়মে মছহ্ করা।

১২। দাড়ি খেলাল করা।

১৩। তায়াম্মমের পূর্বে মেছওয়াক করা।

তায়াম্মম করার ধারা

তায়াম্মমে দুইবার হাত মাটিতে মারিবে, মুখ মছহ্ করার জন্য একবার হাত মাটিতে মারিতে হইবে, কনুই অবধি হাত মছহ্ করার জন্য দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মারিতে হইবে। প্রথমে দুই হাত মাটির উপর মারিয়া অগ্রের দিকে ঢানিবে, পরে পশ্চাতের দিকে টানিয়া লইবে, তৎপরে উক্ত হস্তদ্বয় ঝাড়িয়া ফেলিবে। পরে উক্ত হস্তদ্বয় দ্বারা নিজের চেহারা মছহ্ করিবে। পরে নিম্নের তালুদ্বয়কে দ্বিতীয়বার মাটিতে মারিয়া সম্মুখের দিকে টানিয়া পুনরায় পশ্চাতের দিকে টানিবে তৎপরে তালুদ্বয়কে ঝাড়িয়া কনুই অবধি দুই হাতের পৃষ্ঠ ও পেট মছহ্ করিবে।

বাম হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী এই চারি অঙ্গুলি দ্বারা ডাহিন হাতের পৃষ্ঠদেশকে অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ হইতে

কনুই অবধি মছহ্ করিবে। তৎপরে বাম হাতের তালু দ্বারা ডাহিন হাতের পেটকে কনুই হইতে কব্জা পর্যন্ত মছহ্ করিবে। তৎপরে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পেট দ্বারা ডাহিন হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পৃষ্ঠদেশকে মছহ্ করিবে। উক্ত প্রকারে ডাহিন হাতের অঙ্গুলি ও তালু দ্বারা বাম হাত মছহ্ করিবে। ইহা শামী, বাহরোর-রায়েক, আলমগিরি ইত্যাদিতে আছে।

শারহে বেকায়াতে আছে :—

বাম হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা এই তিন অঙ্গুলি ও তালুর কিছু অংশ দ্বারা ডাহিন হাতের পৃষ্ঠদেশকে অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ হইতে টানিয়া কনুই অবধি মছহ্ করিবে। তৎপরে বাম হাতে তর্জ্জনী (শাহাদত) ও বৃদ্ধা অঙ্গুলি এবং অবশিষ্ট তালু দ্বারা ডাহিন হাতের পেটকে (কনুই হইতে) অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত মছহ্ করিবে। এইরূপ ডাহিন হাত দ্বারা বাম হাত মছহ্ করিবে। উভয় মতই গ্রহণীয়। পাকির কিম্বা নামাজ মোবাহ হওয়ার, অথবা হাদাছ কিম্বা নাপাকি দূর করার, অথবা এরূপ আসল এবাদতের নিয়ত করিবে, যাহা পাকি ব্যতীত ছহিহ্ হইতে পারে না।

জানাজা কিংবা তেলাওয়াতে-ছেজদার নিয়তে তায়াম্মম করিলে, উহাতে ফরজ নামাজ জায়েজ হইবে।

পানি অভাবে জানাজা নামাজের নিয়তে তায়াম্মম করিলে, উহাতে ফরজ নামাজ জায়েজ হইবে। আর পানি থাকা সত্বেও জানাজা ফওত হওয়ার আশঙ্কায় উক্ত নামাজের নিয়েতে তায়াম্মম করিলে, তদ্বারা ফরজ নামাজ পাঠ ও কোরান স্পর্শ করা জায়েজ হইবে না। অবশ্য নাপাক অবস্থায় ওজরে তৎকালে তায়াম্মম করিলে, কোরান পাঠ জায়েজ হইবে।

মছজেদে দাখিল হওয়ার, মৌখিক বা কোরান শরীফ দেখিয়া

পড়ার, উহা স্পর্শ করার, গোর জিয়ারতের, মৃত দফনের, মাছজিদ হইতে বাহির হওয়ার, কোরান লেখার, পীড়িতের সেবা করার, আজান ও একামত দেওয়ার, মুসলমান হওয়ার ও ছালামের জওয়াব দেওয়ার নিয়তে তায়াম্মম করিলে, তদ্বারা নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না।

কোন বে-ওজু ব্যক্তি কোরআন শরীফ পড়ার নিয়তে তায়াম্মম করিলে, উহাতে নামাজ জায়েজ হইবে না, কিন্তু কোন নাপাক ব্যক্তি ওজরে উহা পড়ার নিয়তে তায়াম্মম করিলে, উহাতে নামাজ জায়েজ হইবে।

পীড়িত ব্যক্তিকে তায়াম্মম করাইয়া দিনে, পীড়িত ব্যক্তির নিজের তায়াম্মম করার নিয়ত করিতে হইবে।

যাহার দুই হাতের কব্জা কাটিয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দুই হস্তের অবশিষ্টাংশ মছহ্ করিবে। দুই হাত কাটা গিয়া থাকিলে, কাটা স্থানকে মছহ্ করিবে। কনুই এর উপর পর্যন্ত কাটা গিয়া থাকিলে, হাত মছহ্ করিতে হইবে না।

দুই হাত অবশ হইয়া থাকিলে, নিজের হাতকে জমির উপর এবং চেহারাকে প্রাচীরের উপর ঘর্ষণ করিবে।

হাতে আংটি বা কোন গহণা থাকিলে, উহা খুলিয়া ফেলিতে হইবে। দুই চক্ষের উপরিভাগ, ভ্রুদ্বয়ের নিম্নভাগ ও নাসিকাদ্বয়ের নতি মছহ্ না করিলে তায়াম্মম জায়েজ হইবে না। যদি অঙ্গুলিগুলির মধ্যে মাটি পৌঁছিয়া না থাকে, তবে খেলাল করা ওয়াজেব হইবে। চেহারার সীমার মধ্যে যে চামড়া দেখা যায় এবং যে দাড়ি উৎপন্ন হইয়াছে, উহা মছহ্ না করিলে তায়াম্মম জায়েজ হইবে না। হাতের এক বা দুই অঙ্গুলি দ্বারা মছহ্ করিলে, উহা জায়েজ হইবে না।

প্রথমবারে যে স্থানে হাত মারিয়াছে, দ্বিতীয়বার ঠিক সেই স্থানে হাত মারিলে তায়াম্মম জায়েজ হইবে।

মৃত্তিকা, বালু, চূণ, সুরমা, হরিতাল, সুরকি, লবণাক্ত জমি, লালমাটি, গন্ধক, ফিরুজা পাথর, কালমাটি, সাদামাটি, সবুজমাটি, এলোমাটি, পাকাইট, পাহাড়ী লবণ, ভিজামাটি, কর্দম, মেটে খোলা, ধূলি মিশ্রিত পাথর, ধূলিশূন্য পাথর, ধূলি ইত্যাদি জাতীয় বস্তুর উপর তায়াম্মম জায়েজ হইবে।

সোনা, রূপা, তামা, লোহা, শিশা, রাং ইত্যাদি খনিজ পদার্থের উপর, গম ইত্যাদি ফল শস্যের উপর, তৃণ, লতা, কাষ্ঠ ইত্যাদির ভস্মের উপর, ঘাস. কাঠের উপর, পানি হইতে উৎপন্ন লবনের উপর, শিলা ও বরফের উপর তায়াম্মম জায়েজ হইবে না।

নিম্নোক্ত ওজরগুলির জন্য তায়াম্মম করা জায়েজ হইবে।

(১) যে ব্যক্তি পানি হইতে ৪৮০০ হাত দুরে থাকে, শহরের মধ্যে থাকুক, আর উহার বাহিরে থাকুক, মোছাফের হউক, আর মোকিম হউক, তাহার পক্ষে তায়াম্মম করা জায়েজ হইবে। আর উহা অপেক্ষা কম দূরে পানি থাকিলে, উহা জায়েজ হইবে না।

যদি তথায় পৌঁছিতে নামাজের ওয়াক্ত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে তায়াম্মম করিয়া নামাজ পড়িয়া লইবে এবং পানির নিকট উপস্থিত হইয়া ওজু করিয়া নামাজ দোহ্রাইয়া লইবে।

(২) যদি লক্ষণ কিম্বা পরীক্ষা দ্বারা অথবা কোন পরহেজগার মুসলমান চিকিৎসকের কথায় দৃঢ় ধারণা হয় যে, পানি ব্যবহার করিলে, অথবা ওজুর জন্য নড়িলে চড়িলে পীড়া বৃদ্ধি হইবে, কিংবা পীড়া উপশমে দেরী হইবে, তবে তায়াম্মম করা জায়েজ হইবে। যদি এইরূপ আশঙ্কা না থাকে, কিন্তু সে ওজু করিতে অক্ষম হয়, এবং তথায় ওজু করাইয়া দিবার কোন লোক না থাকে, তবে তায়াম্মম জায়েজ হইবে। যদি কোন নাপাক ব্যক্তির অধিকাংশ শরীরে কিংবা বেওজু ব্যক্তির ওজুর অধিকাংশ অঙ্গে জখম কিংবা বসন্ত (চিচাক) থাকে, তবে তায়াম্মম করিবে। আর যদি অধিকাংশ শরীর বা অঙ্গ সুস্থ

থাকে, আর অল্পাংশে জখম ও বসন্ত থাকে, তবে সুস্থ শরীর ও অঙ্গটি ধৌত করিবে, জখমি অংশে মছহ্ করিবে, যদি ক্ষতিকর না হয়। আর যদি মছহ্ করিলে ক্ষতি হয়, তবে উহার পটি বাঁধিয়া উক্ত পটিতে মছহ্ করিবে।

যদি শেষোক্ত ক্ষেত্রে সুস্থ শরীর বা অঙ্গ ধৌত করিলে, জখমি অংশে পানি গড়াইয়া পড়ে, তবে এক্ষেত্রে তায়াম্মম করিবে।

অর্দ্ধেকাংশ শরীরে বা অঙ্গে জখম বা বসন্ত হইলে, কেহ কেহ বলেন, সুস্থ অংশ ধৌত করিবে এবং জখমি অংশ মছহ্ করিবে, আর কেহ বলেন, তায়াম্মম করিবে। ওজুর চারটি অঙ্গের মধ্যে তিনটি অঙ্গে জখম হইলে, তায়াম্মম করিবে। মস্তক, চেহারা ও দুই হাতে জখম থাকিলে যদিও পরিমাণে জখমের মাত্রা অধিকতর না হয়, তবুও তায়াম্মম করা জায়েজ হইবে।

যদি দুই হাতে জখম থাকে, এক্ষেত্রে, যদি চেহারা ও দুই পা পানিতে দাখিল করা সম্ভব হয়, তবে তাহাই করিবে, নচেৎ তায়াম্মম করিবে।

(৩) যদি নাপাকি ব্যক্তি শহরে বা শহরের বাহিরে গোছল করিলে, অতিরিক্ত শীতের জন্য তাহার মৃত্যু কিম্বা পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়, আর সে ব্যক্তি পানি গরম করিতে কিম্বা হাম্মামের বেতন দিতে অক্ষম হয়, তবে তাহার পক্ষে তায়াম্মম জায়েজ হইবে।

(৪) যদি পানির নিকট কোন হিংস্র জন্তু বা শত্রু থাকে— যাহাকে প্রাণ বিনাশ হইতে বা লুণ্ঠন হইতে পারে, কিম্বা সর্প দংশনের বা অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার আশংকা থাকে, তবে তায়াম্মম করা জায়েজ হইবে। এইরূপ যদি পানির নিকট কোন ডাকাত কিংবা অত্যাচারী লোক থাকে এবং তথায় গেলে অত্যাচার গ্রস্থ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা হয় কিম্বা পানির নিকট কোন ফাছেক (অসৎ) লোক থাকে এবং তথায় কোন স্ত্রীলোক বা দাড়িহীন

বালক গেলে সম্ভ্রম নষ্ট বা অসৎ ক্রীড়ার আশঙ্কা হয় অথবা ওজু করিলে, তাহার নিজের অর্থ, আসবাব-পত্র কিংবা অন্যের গচ্ছিত অর্থ চুরি হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে তায়াম্মম জায়েজ হইবে।

যদি কেহ কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় পানি না পায়, তবে তায়াম্মম করতঃ নামাজ পড়িবে এবং সুযোগ মত ওজু করিয়া নামাজ দোহ্রাইয়া লইবে।

(৫) কাহারও নিকট পানি আছে, কিন্তু উহা দ্বারা ওজু করিলে. নিজে বা তাহার পালিত পশু অথবা দলভুক্ত কোন সঙ্গী পিপাসাযুক্ত হইতে পারে, তবে তায়াম্মম করা জায়েজ হইবে।

যদি কাহারও নিকট পানি থাকে, কিন্তু সে ব্যক্তির রুটি (বা ভাত) প্রস্তুত করার আবশ্যক হয়, তবে তায়াম্মম জায়েজ হইবে, কিন্তু সালুন প্রস্তুত করার জন্য হইলে, উহা জায়েজ হইবে না, এইরূপ নাপাক কাপড় ধৌত করিয়া ওজুর জন্য তায়াম্মম করা জায়েজ হইবে।

(৬) যদি কোন মোছাফের কুঁড়ার নিকট উপস্থিত হইয়া পানি উঠাইবার ডোল (বালতি) না পায়, তবে তায়াম্মম জায়েজ হইবে। এইরূপ যদি ডোল থাকে, কিন্তু রশি, রুমাল, চাদর ইত্যাদি না থাকে, তবে তায়াম্মম জায়েজ হইবে। যদি ডোল, রশি বা কাপড় নাপাক হয় তবে তায়াম্মম জায়েজ হইবে।

(৭) যদি ওজু করিতে গেলে, জানাজা নামাজের এক তকবীর না পাওয়ার ধারণা হয়, তবে তায়াম্মম জায়েজ হইবে। এক তকবীর পাওয়ার সম্ভাবনা হইলে, উহা জায়েজ হইবে না। এইরূপ অলির পক্ষে উহা জায়েজ হইবে না। সুলতান কিংবা কাজী উপস্থিত থাকিলে, তাঁহাদের তায়াম্মম জায়েজ হইবে না।

এইরূপ বাদশা ও কাজী উপস্থিত থাকিলে, বাদশাহর পক্ষে উহা জায়েজ হইবে না, কিন্তু কাজীর উক্ত নামাজ ফওত হওয়ার আশঙ্কা

হইলে, উহা জায়েজ হইবে। এইরূপ বাদশাহ কিংবা কাজীর উপস্থিতিতে ওলির নামাজ ফওত হওয়ার আশঙ্কা হইলে, তাহার পক্ষে উহা জায়েজ হইবে।

(৮) যদি কোন মোক্তাদি ওজু করিতে গেলে, ঈদের নামাজের কিছুই পাইবে না, এইরূপ ধারণা করে, তবে তায়াম্মম জায়েজ হইবে।

যদি কোন এমাম কিংবা মোক্তাদি এইরূপ ধারণা করে যে, যদি সে ব্যক্তি ওজু করিতে যায়, তবে ঈদের নামাজের ওয়াক্ত ফওত হইয়া যাইবে, তবে তায়াম্মম জায়েজ হইবে।

যদি এমাম কিংবা মোক্তাদির নামাজ আরম্ভ করার পরে ওজু করিতে গেলে, সূর্য গড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে।

(৯) যদি ওজু করিতে গেলে, চন্দ্র গ্রহণ কিংবা সূর্য গ্রহণের নামাজ ফওত হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে।

(১০) পানি থাকা সত্বেও নিদ্রা যাইবার, ছালাম করার ও ছালামের জওয়াব দেওয়ার জন্য উহা জায়েজ হইবে।

(১১) পানি অভাবে কোরআন শরীফ পড়িবার, উহা স্পর্শ করিবার, মাছজিদে দাখিল হইবার, কোরআন শরীফ লিখিবার কোরআন শরীফ শিক্ষা দিবার, গোর জিয়ারত করার ইত্যাদি বিষয়ের জন্য উহা জায়েজ হইবে।

তায়াম্মম বাতিলকারী বিষয়গুলি

(১) যদি ওজুর পরিবর্ত্তে তায়াম্মম করিয়া থাকে, তবে যে যে বিষয়ে ওজু নষ্ট হইয়া যায়, সেই সেই বিষয়ে উক্ত তায়াম্মম নষ্ট হইয়া যাইবে। আর যদি গোছলের জন্য তায়াম্মম করিয়া থাকে, তবে যে

যে বিষয়ে গোছল নষ্ট হইয়া যায়, সেই সেই বিষয়ে উক্ত তায়াম্মম নষ্ট হইয়া যাইবে। আর যদি ওজু ও গোছল এই উভয়ের জন্য তায়াম্মম করিয়া থাকে, তৎপরে ওজু নষ্টকারী কোন বিষয় পাওয়া যায়, তবে ওজুর তায়াম্মম নষ্ট হইবে, কিন্তু গোছলের তায়াম্মম নষ্ট হইবে না, উক্ত ক্ষেত্রে ওজুর পরিমাণ পানি পাইলে, ওজু করিয়া লইবে।

(২) ওজু, গোছলের পরিমাণ পানি পাইলে ওজুর, গোছলের তায়াম্মম নষ্ট হইয়া যাইবে।

(৩) যে ওজরে তায়াম্মম মোবাহ হইয়াছিল, সেই ওজর দূর হইয়া গেলে, তায়াম্মম বাতিল হইয়া যায়।

পানির বিবরণ

মেঘ, ঝিল, ঝরণা, কূপ, নদী, খাল, বিল ও সমুদ্রের পানিতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে। বরফ বিন্দু বিন্দু গলিয়া গেলে, শিলাবৃষ্টি হইয়া গলিয়া গেলে, শিশির বিন্দু একত্রিত হইলে কিংবা জমাট পানি গলিয়া গেলে, উহাতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে।

কোন বৃক্ষ বা ফল চিরিয়া রস বাহির করিলে, কলা গাছ কিম্বা তরমুজ চিরিয়া রস বাহির করিলে, আঙ্গুরের রস বাহির হইলে, খোর্মা পানিতে ভিজাইলে, গোলাপ ফুলের রস বাহির করিলে, তদ্বারা ওজু জায়েজ হইবে না।

পানিতে মৃত্তিকা, কর্দম অথবা চূণ পড়িয়া উহার গুণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, যদি তরল থাকে ও পানির অংশ বেশী থাকে, তবে ওজু জায়েজ হইবে। কর্দমের ন্যায় গাঢ় হইলে, ওজু জায়েজ হইবে না।

দুগ্ধ মিশ্রিত পানির রং কিম্বা স্বাদ পরিবর্ত্তন হইলে, উহাতে ওজু জায়েজ হইবে না।

ওজু গোছলের ব্যবহৃত পানিকে 'মোস্তা'মাল' পানি বলা হয়। এই পানি কোন পানিতে পড়িলে, যদি মোস্তা'মাল পানি বেশী কিংবা সমান হয় তবে উহাতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে না। কম হইলে জায়েজ হইবে।

জারি পানিতে কোন নাপাক বস্তু পড়িলে, যদি উক্ত বস্তুর রং কিম্বা গন্ধ অথবা স্বাদ এই তিন গুণের কোন একটি গুণ পানিতে প্রকাশিত না হয়, তবে উক্ত পানি দ্বারা ওজু গোছল জায়েজ হইবে। আর কোন গুণ প্রকাশ পাইলে, উহা নাপাক হইয়া যাইবে। যে পানিকে লোকে জারি ধারণা করে, উহাই জারি বলিয়া গণ্য হইবে।

মছজেদের হাওজ কিম্বা হাম্মামের এক দিক হইতে পানি প্রবেশ করে এবং অন্য দিক হইতে বাহির হইয়া যায়, উহা জারি পানি।

বদ্ধ পানি অধিক পরিমাণ হইলে, উহাতে কোন নাপাক বস্তু পড়িয়া উহার তিন গুণের একটি গুণ যতক্ষণ পরিবর্ত্তন করিয়া না ফেলে, ততক্ষণ উহা পাক বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে এবং উহাতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে; কিন্তু যে স্থানে মৃতজীব কিংবা দৃশ্যমান কোন নাপাকি পড়ে, উক্ত স্থানটির পানি নাপাক হইয়া যাইবে। এইরূপ স্থানে চারিদিক হইতে চারি হাত পানি ত্যাগ করিয়া অথবা ওজুকারীর মনে যতদূর অবধি উক্ত নাপাকি না পৌঁছিবার অনুমান বলবৎ হয়, ততদূরে ওজু করিবে।

অদৃশ্য নাপাকি হইলে, সেই স্থানটি নাপাক হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কাজেই সেই স্থানটি ত্যাগ করিয়া ওজু করা এহ্‌তিয়াত।

ওজুকারীর ধারণায় যে জলাশয়ের পানি এত অধিক হয় যে,

একদিকে নাপাক বস্তু পড়িলে, অন্যদিকে পৌঁছিতে পারে না ; তাহাকেই অধিক পরিমাণ পানি বা বড় জলাশয় বলা যাইবে।

যে জলাশয়ের একদিকের পানি নাড়াইলে অন্যদিকের পানি আন্দোলিত না হয় ; তাহাকেও বড় জলাশয় বলা যাইবে।

যে জলাশয়ের দৈর্ঘ্য ওপ্রস্থ দশ দশ হাত করিয়া থাকে ; উহাকেও বড় জলাশয় বলা যাইবে।

বড় জলাশয়ের গভীরতা এইরূপ হওয়া জরুরি যে, যদি গণ্ডুষ করিয়া পানি উঠাইবার সময় মাটি প্রকাশ না হইয়া পড়ে ; তবে ওজু গোছল জায়েজ হইবে। আর মাটি প্রকাশ হইয়া পড়িলে ; উহাতে ওজু করিবে না। অল্প পরিমাণ পানিতে নাপাক বস্তু পড়িলে ; উহার তিন গুণের এক গুণ পরিবর্ত্তন না হইলেও উহা নাপাক হইয়া যাইবে।

বৃক্ষের পাতা পড়িয়া পানির তিনটি গুণ নষ্ট হইয়া গেলে ; যদি উহার তরলতা বাকী থাকে ; তবে উহাতে ওজু জায়েজ হইবে। আর তরলতা বাকী না থাকিলে ; ওজু জায়েজ হইবে না।

অল্প পানিতে রক্তবিহীন কীট যথা—বোলতা, বৃশ্চিক, মশা ও মক্ষিকা মরিলে ; উহা নাপাক হইবে না। এইরূপ মৎস্য, কাঁকড়া ও ব্যাঙের ন্যায় যে প্রাণী পানিতে জন্মগ্রহণ করে ; উহা অল্প পানিতে মরিলে, নাপাক হইবে না।

ছোট আঁটুল কিংবা জোঁক উহাতে মরিলে নাপাক হইবে না। যে বড় আঁটুল ও জোঁকে প্রবাহিত রক্ত আছে ; উহা পানিতে মরিলে, সমধিক ছহিহ মতে নাপাক হইয়া যাইবে।

যে জঙ্গলী ব্যাঙের মধ্যে কিংবা স্থলচর সর্পের মধ্যে প্রবাহিত রক্ত আছে ; উহা পানিতে মরিলে ; পানি নাপাক হইয়া যাইবে।

যদি ব্যাঙ পানিতে মরিয়া পচিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় ; তবে উক্ত পানিতে ওজু জায়েজ হইলেও উক্ত পানি পান করা মকরূহ্ তাহ্রিমি।

যে প্রাণী, জমিতে জন্মগ্রহণ করে ; কিন্তু পানিতে বাস করে, যেরূপ হাঁস, চিনাহাঁস ; উহা পানিতে মরিলে, পানি নাপাক হইবে।

কুঁও়া পাক করার বিবরণ

যদি কুঁওয়াতে এক বিন্দু প্রস্রাব কিংবা রক্ত অথবা মূষিকের লেজ অথবা কোন প্রকার খফিফা বা গলিজা নাপাক বস্তু পতিত হয় কিম্বা কোন স্থলচর রক্তধারী প্রাণী উক্ত কুঁওয়াতে পড়িয়া মরিয়া পচিয়া যায় ; কিম্বা উপরোক্ত প্রকার প্রাণী স্থলে মরার পরে উহাকে কুঁওয়াতে নিক্ষেপ করা হয়, অথবা কুঁওয়াতে মরিয়া ফুলিয়া উঠে, কিম্বা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়া থাকে বা উহার লোম ঝরিয়া পড়ে, তবে নাপাক বস্তু উঠাইয়া উহার সমস্ত পানি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। পানি তুলিতে তুলিতে যখন এরূপ হয় যে, বালতির অর্দ্ধেক পরিমাণ পূর্ণ না হয় তখন কুঁওয়া, বালতি, রসি ও তাহার হাত পাক হইয়া যাইবে।

যদি ছাগল, কুকুর, কিম্বা মানুষ কুঁওয়ায় পড়িয়া মরিয়া যায়, তবে কুঁওয়ার সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

এইরূপ মানুষের মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরে কুঁওয়াতে নিক্ষেপ করিলে, কুঁওয়ার সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

বড় হাঁস কুঁওয়াতে মরিলে, সমস্ত পানি ও ছোট হাঁস মরিলে ৪০ বালতি তুলিবে।

কোন স্থলচর রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী কুঁওয়াতে মরিয়া ফুলিয়া গেলে, কিংবা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলে, সমস্ত পানি তুলিবে।

কোন মুসলমানের লাশকে গোছলের পরে উহাতে ফেলিলে, উহা নাপাক হইবে না।

বোলতা, বৃশ্চিক এইরূপ রক্তবিহীন কীট, মৎস্য ইত্যাদিব ন্যায় পানিতে উৎপন্ন প্রাণী হইলে, মুরগীর ডিম বাহির হইয়াই কিংবা মুরগীর বা বকরির বাচ্চা পয়দা হইয়াই উহাতে পড়িলে, উহা নাপাক হইবে না।

শুকর কিম্বা কুকুর উহাতে পড়ার পরে জীবিতাবস্থায় উঠাইয়া ফেলিলে, উহা নাপাক হইয়া যাইবে। অন্য কোন পশু পড়িবার পরে

জীবিতাবস্থায় উঠাইয়া ফেলিলে, যদি উহার ঝুটা পাক হয়; তবে উহাতে ওজু জায়েজ হইবে। উহার ঝুটা নাপাক হইলে; সমস্ত পানি তুলিয়া ফেলিবে। উহার ঝুটা মক্‌রূহ্‌ হইলে; দশ বালতি পানি তুলিয়া ফেলা এহ্‌তিয়াত। উহার ঝুটা মশ্‌কুক হইলে, সমস্ত পানি তুলিবে।

চড়ুই, বাবুই বা মূষিকের তুল্য কোন প্রাণী পড়িয়া মরিয়া গেলে, ফুলিয়া, ফাটিয়া ও পচিয়া যাওয়ার পূর্বে তুলিয়া ফেলিলে; ২০ বালতি তুলিতেই হইবে; ৩০ বালতি তুলিলে আরও ভাল হয়।

কবুতর, মুরগী বা বিড়ালের ন্যায় কোন প্রাণী কূপে মরিয়া গেলে, ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার ও পচিয়া ফুলিয়া যাওয়ার পূর্বে তুলিয়া ফেলিলে ৪০ বালতি তুলিতেই হইবে, ৫০ কিম্বা ৬০ বালতি তুলিলে আরও ভাল। মূষিক অপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন জীব মরিলে, ২০ বালতি তুলিতেই হইবে, ৩০ বালতি তুলিলে আরও ভাল। ছাগলের চেয়ে ক্ষুদ্র ও মোরগের চেয়ে বড় প্রাণী মরিলে, ৪০ বালতি তুলিতেই হইবে, ৫০ কিম্বা ৬০ বালতি তুলিলে আরও ভাল।

ঝুটার বিবরণ

মনুষ্যের মুখে কোন নাপাকি না থাকিলে, উহার ঝুটা পাক। হালাল জন্তুর মুখে কোন নাপাকি না থাকিলে, উহার ঝুটা পাক।

ঘোড়ার ঝুটা পাক। যে প্রাণীর শরীরে প্রবাহিত রক্ত নাই, উহার ঝুটাও পাক।

ব্যাঘ্র, নেকড়ে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শৃগাল, শূকর, কুকুর ও হিংস্র চতুষ্পদের ঝুটা নাপাক।

মদ্যপায়ী মদ পান করার পরেই যাহা পানাহার করে কিংবা বিড়াল মূষিক খাওয়া মাত্রই যে বস্তুতে মুখদেয়, উহা নাপাক। বিড়াল ও ছাড়িয়া দেওয়া মুরগীর ঝুটা মকরূহ। গৃহে বাঁধিয়া রাখা মুরগীর ঝুটা মকরূহ হইবে না। বিষ্ঠা ভক্ষণকারী, গরু, উট বা ছাগলের মাংস দুর্গন্ধময় হইয়া গেলে, উহাদের ঝুটা মকরূহ্‌।

বাজ, শিকরা ইত্যাদি শিকারী পক্ষীদের চঞ্চু পাক থাকার বিষয় অবগত হওয়া না গেলে, উহাদের ঝুটা মকরূহ্।

ইঁদুর, টিক্‌টিকি ইত্যাদি গৃহবাসী প্রাণীর ঝুটা মকরূহ্।

উক্ত প্রাণীগুলির ঝুটা মকরূহ্ তান্জিহী হইবে, কিন্তু যে দরিদ্রের তদ্ব্যতীত অন্য খাদ্য না থাকে, তাহার পক্ষে মকরূহ্ হইবে না।

যে কাপড়ে মকরূহ্ ঝুটা লাগিয়াছে, উহা পরিয়া নামাজ পড়া মকরূহ্। বন্য গর্দভের ঝুটা পাক। পালিত গাধার ঝুটা মশ্‌কুক (সন্দেহ যুক্ত)। এইরূপ যে খচ্চরটি গাধার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে, (জন্মিয়াছে), উহার ঝুটা মশ্‌কুক।

মক্‌কুক পানি ব্যতীত অন্য নির্দোষ পানি পাওয়া না গেলে, তদ্দ্বারা ওজু, গোছল করিবে এবং উহার সঙ্গে তায়াম্মম করিবে। ওজু, গোছল কিম্বা তায়াম্মম এতদুভয়ের মধ্যে যেটি ইচ্ছা হয়, প্রথমে করিতে পারে, কিন্তু প্রথমে ওজু, গোছল করা মোস্তাহাব হইবে। যে প্রাণীর ঝুটা যেরূপ হইবে, তাহার ঘামও সেইরূপ হইবে।

গাধা ও খচ্চরের ঘাম অল্প পানিতে পড়িলে, উহা মশ্‌কুক হইয়া যাইবে, এরূপ পানি থাকিলে ওজু ও গোছল উভয়ই করিতে হইবে। উহা শরীর ও কাপড়ে লাগিলে, উহাতে নামাজ জায়েজ হইবে।

হায়েজ, নেফাছ ও এস্তেহাজার বিবরণ

বালেগা স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় হইতে প্রসবকাল ব্যতীত অন্য সময় যে রক্ত জারী হয়, উহাকে 'হায়েজ' বলা হয়।

স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসব হওয়ার পরে বা সন্তানের অধিকাংশ শরীর বাহির হওয়ার পরে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, উহাকে 'নেফাস' বলা হয়।

পীড়া বশতঃ যে রক্ত শিরা হইতে বাহির হইয়া যোনি দ্বারা বাহির হয়, উহাকে 'এস্তেহাজা' বলে।

হায়েজের রক্ত গর্ভাশয় হইতে বাহির হয়, এজন্য উহাতে দুর্গন্ধবোধ হয়, কিন্তু এস্তেহাজার রক্ত শিরা হইতে প্রবাহিত হয়, এজন্য উহাতে দুর্গন্ধ থাকে না।

হায়েজের কম মোদ্দাৎ তিন দিবারাত্রি, অধিক মোদ্দাৎ দশ দিবারাত্রি। নেফাসের নিম্নতম মোদ্দাৎ নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু উপরি মোদ্দাৎ ৪০ দিবস।

তিন দিবারাত্রির কম কিম্বা দশ দিবারাত্রির অধিক, যে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং সন্তান প্রসব করার পরে ৪০ দিবসের অতিরিক্ত যে রক্ত প্রবাহিত হয়, উহা ইস্তেহাজা বলিয়া গণ্য হইবে। যে স্ত্রীলোকের হায়েজ ও নেফাছের মোদ্দাৎ নিয়মিত থাকে, যদি উক্ত নিয়মের অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় এবং ইহা সত্বেও হায়েজে দশ দিবসের অধিক এবং নেফাছে ৪০ দিবসের অধিক রক্তস্রাব হয়, তবে এই নিয়মের অতিরিক্ত রক্তপাতকে ইস্তেহাজা ধরিবে। যে নপুংসকের (হিজড়ার) পুরুষ বা স্ত্রীলোক হওয়া নির্দ্ধারিত হয় নাই, তাহার রক্তস্রাবকে 'ইস্তেহাজা' বলিতে হইবে। প্রসবকালে সন্তানের অধিকাংশ শরীর বাহির না হওয়া পর্যন্ত যে রক্ত বাহির হয়, উহাও 'ইস্তেহাজা' হইবে।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ও নয় বৎসরের কম বয়স্কা স্ত্রীলোকের কিম্বা বয়োবৃদ্ধা ঋতু রহিতা স্ত্রীলোকের যে রক্তস্রাব হয়, উহা 'ইস্তেহাজা' হইবে।

যে স্ত্রীলোকের ৫০ কিংবা ৫৫ বৎসরের পরে হায়েজের রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, তাহাকে "আয়েছা" (ঋতু রহিতা) বলা হয়। উক্ত ৫০ কিংবা ৫৫ বৎসর অন্তে ঋতু বন্ধ হওয়ার পরে কালো কিংবা গাঢ় বা লাল রক্ত দেখিলে, উহা 'হায়েজ' ধরিতে হইবে। জরদ, সবুজ বা মেটে রংয়ের রক্ত দেখা গেলে, উহা 'হায়েজ' বলিয়া গণ্য হইবে না, কিন্তু যদি তাহার পূর্বেকার হায়েজের রং উক্ত তিন প্রকার হইত, তবে উহা 'হায়েজ' বলিয়া গণ্য হইবে। দুই হায়েজের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা যত দিবস পাক

থাকে, উক্ত পাকিকে (পবিত্রতাকে) "তোহর" বলা হয়। এই পাকির কম মোদ্দাৎ ১৫ দিবস এবং অধিক মোদ্দাৎ অনির্দিষ্ট। কোন স্ত্রীলোকের হায়েজ আরম্ভ হইয়া অবিশ্রান্তভাবে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, প্রথম দশ দিবস হায়েজ ও তারপর ২০ দিবস পাকি ধরিতে হইবে।

স্ত্রীলোকের কিছু দিবস নিয়মিত হায়েজ ও তোহর হওয়ার পরে অবিশ্রান্তভাবে রক্তস্রাব হইলে, প্রত্যেক মাসে পূর্ব নিয়ম অনুসারে হায়েজ ধরিয়া নামাজ, রোজা ও স্বামী সহবাস ত্যাগ করিবে। এবং উক্ত নিয়মে 'তোহর' (পাক) ধরিয়া নামাজ, রোজা ইত্যাদি করিবে।

যদি কোন স্ত্রীলোক অগ্র পশ্চাৎ রক্তপাতের মধ্যে কিছু দিবস পাক থাকে, এক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, ১৫ দিবসের কম পাক থাকে, কিম্বা ১৫ দিবস বা ততোধিক দিবস পাক থাকে। যদি ১৫ দিবসের কম পাক থাকে, তবে পৃথক পৃথক হায়েজ ধরা হইবে না। যদি রক্তপাত ও পাকি দশ দিবসের অধিক না হয়, তবে উক্ত রক্তপাত ও পাকি উভয়কে হায়েজ ধরিতে হইবে। যদি রক্তপাত ও পাকি দশ দিবসের অধিক হয়, তবে প্রথম ঋতুবতীর পক্ষে দশ দিবস হায়েজ ধরিতে হইবে। আর যে স্ত্রীলোকের এক নিয়মে হায়েজ হইয়া আসিতেছে, তাহার পক্ষে পূর্ব হায়েজের দিবসগুলিকে 'হায়েজ' ও পূর্ব তোহরের দিবসগুলিকে 'তোহর' ধরিতে হইবে।

নাজাছাতের বিবরণ

নাজাছাত দুই প্রকার :—১। নাজাছাতে গলিজা (গাঢ় নাপাক), ২। নাজাছাতে খফিফা (স্বল্প নাপাক)।

(১) মনুষ্যের মলমূত্র, বীর্য (মনি), মজি, অদি, পুঁজ ও মুখপূর্ণ বমন ও কষানি গলিজা নাপাক।

হায়েজ, নেফাছ ও ইস্তেহাজার রক্ত গলিজা নাপাক। বালক, বালিকা অতি শিশু হইলেও তাহাদের প্রস্রাব গলিজা নাপাক। মদ, প্রবাহিত রক্ত, মৃতের মাংস, অখাদ্য পশুর প্রস্রাব, ঘোড়া, খচ্চর,

গরু, ছাগল, উট, হস্তী, কুকুর, মুরগী, হাঁস বা যে কোন পালকধারী জীব শূন্যমার্গে উড়িয়া থাকে না, উহাদের মল গাঢ় নাপাক। শূকর, চিতা ও হিংস্র পশুর মল ও মুখের লালা গাঢ় নাপাক। প্রত্যেক পশুর পিত্ত, উহার প্রস্রাবের তুল্য নাপাক হইবে। বিড়াল ও ইন্দুরের মলমূত্র গাঢ় নাপাক। বিড়াল পানি ইত্যাদি তরল বস্তুতে প্রস্রাব করিলে, উহা নাপাক হইয়া যাইবে, কিন্তু কাপড়ে প্রস্রাব করিলে, কোন কোন বিদ্বানের মতে মাফ হইবে। ইন্দুর কাপড় কিম্বা তরল বস্তুতে মল ত্যাগ করিলে, নাপাক হইবে, কিন্তু গমে মল ত্যাগ করিলে, যতক্ষণ উহার চিহ্ন প্রকাশ না হয়, জরুরতের জন্য কোন কোন বিদ্বানের মতে মাফ হইয়া যাইবে। ইন্দুরের প্রস্রাব তরল বস্তুতে পড়িলে, নাপাক হইয়া যাইবে, কিন্তু কাপড়ে পড়িলে, ফকিহ আবুজা'ফরের মতে মাফ হইবে। একদল বিদ্বান জরুরতের জন্য সকল ক্ষেত্রে মাফ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন। সর্পের মলমূত্র গাঢ় নাপাক, সর্পের চামড়া নাপাক।

(২) হালাল পশুর মূত্র খফিফা নাপাক, ঘোড়ার প্রস্রাব, চিল, বাজ, শিকরা, কাক ইত্যাদি অখাদ্য পক্ষী হিংস্র হউক, আর নাই হউক, উহাদের প্রস্রাব খফিফা নাপাক। নিদ্রিত লোকের মুখের লালা পাক, মৃত ব্যক্তির মুখের লালা নাপাক।

কবুতর, চড়ুই ইত্যাদি হালাল পক্ষীর বিষ্ঠা পাক। শহীদের রক্ত শরীরে থাকা পর্যন্ত পাক, পৃথক হইয়া গেলে, নাপাক হইবে। মাংস কিম্বা শিরায় জড়িত রক্ত, প্লীহা, হৃৎপিণ্ড ও কলিজার রক্ত, মনুষ্যের বা অন্য পশুর শরীরের অপ্রবাহিত রক্ত, মৎস্যের রক্ত, মশা, উকুন, উঁই পোকার রক্ত ও চামচিকার মলমূল পাক।

নাপাক গলিজার এক মেছকাল পরিমাণ কাপড়ে কিম্বা শরীরে লাগিলে, উহাতে নামাজ জায়েজ হইবে। আর যদি উহা তরল হয়, তবে হাতের তালুতে পানি ঢালিয়া দিয়া তালু খুলিয়া রাখিলে, যে

পরিমাণ পানি তালুতে থাকিয়া যায়, উক্ত পরিমাণ নাপাক বস্তু কাপড়ে বা শরীরে লাগিলে, নামাজ জায়েজ হইবে। ইহাকে 'দেরহামে শরয়ি' বলা হয়। ঐ পরিমাণ গাঢ় নাপাক লাগিলে, নামাজ জায়েজ হইলেও উহা ধৌত করা ওয়াজেব, ধৌত না করিয়া নামাজ পড়িলে, মকরূহ্ তাহ্রিমি হইবে। উহা অপেক্ষা কম গাঢ় নাপাকি লাগিলে, উহা ধৌত করা ছুন্নত। ধৌত না করিয়া নামাজ পড়িলে, মকরূহ্ তাঞ্জিহি হইবে। উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ গাঢ় নাপাকী লাগিলে, ধৌত করা ফরজ। ধৌত না করিয়া নামাজ পড়িলে, নামাজ বাতিল হইবে।

হাত, পা এইরূপ শরীরের কোন এক অংশের চতুর্থাংশে কিম্বা আস্তিন (হাতা), দামান (আঁচল), এইরূপ কাপড়ের চতুর্থাংশে খফিফা নাপাকী লাগিয়া গেলে, নামাজ জায়েজ হইবে না। উহার কম লাগিলে, নামাজ জায়েজ হইবে।

যদি উভয় প্রকার নাপাকি মিশ্রিত হইয়া কাপড়ে লাগে, তবে উভয় নাপাকিকে 'গাঢ় নাপাকি' ধরিতে হইবে।

নাপাক বস্তু পাক করার মছলা

নাপাকি দুই প্রকার—১। হাকিকি নাপাকি যথা—মলমূত্র ইত্যাদি। ২। হুকমি নাপাকি যথা—হাদাছ, জানাবাত। হুকমি নাপাকি, পানি ব্যতীত অন্য তরল বস্তু দ্বারা দূর হয় না, কিন্তু হাকিকি নাপাকি কোন পাত্রে বা বস্তুতে লাগিলে পানি দ্বারা পাক হয়। অধিকন্তু সিরকা, গোলাব পানি ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকার পাক তরল নাপাকি দূরকারী বস্তুর দ্বারা, ওজু ও গোছলের ব্যবহৃত পানি দ্বারা, তরমুজ বা কোন বৃক্ষের রস দ্বারা দূরীভূত হইবে। বিষ্ঠা, রক্ত, এইরূপ কোন দৃশ্য নাপাকি, কোন বস্তুতে লাগিয়া গেলে, যে কয়েকবার ধৌত করা হউক, চিহ্ন সমেত ধূরীভূত হইয়া গেলে, পাক হইবে। যদি কেবল পানি দ্বারা ধৌত করিলে, উহার রং, গন্ধ দূর না হয়,

বরং সাবান কিম্বা গরম পানি দ্বারা ধৌত করার আবশ্যক হয়, তবে উহা দ্বারা ধৌত করা জরুরি হইবে না।

অদৃশ্য নাপাকি কোন কাপড়ে লাগিলে, উহা তিনবার ধুইতে হইবে এবং প্রত্যেকবারে নিংড়াইতে হইবে, তৃতীয়বারে এত অধিক পরিমাণ নিংড়াইতে হইবে যে, উহার পরে পুনরায় নিংড়াইলেও যেন উহা হইতে পানি বাহির না হয়।

যে বস্তু নিংড়ান যায় না এবং অধিক পরিমাণ নাপাকি গ্রাস করিয়া থাকে, তৎসমস্ত তিনবার ধৌত করিবে এবং প্রত্যেক বারে পানি নিঃশেষিত করিয়া লইবে, যেন উহা হইতে পানির বিন্দু নির্গত হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত, মাটির নূতন পাত্র, দাবাগত করা চামড়া, বিছানা ও চেটাই। যে বস্তুগুলি নিংড়ান যায় না এবং নাপাকি গ্রাস করে না যথা—পাথর, তাঁমার পাত্র, তরবারি, দর্পণ ও মাটির পুরাতন পাত্র আর যে বস্তুগুলি নিংড়ান যায় না, এবং নাপাকির অল্প অংশ গ্রাস করে, যথা—শরীর, চামড়ার মোজা ও জুতা, সংসমস্ত কেবল তিনবার ধৌত করিলে, পাক হইয়া যাইবে।

জুতা, মোজা ইত্যাদিতে দৃশ্য নাপাকি লাগিয়া গেলে, মাটিতে ঘসিয়া ফেলিলে, উহার রং কিম্বা গন্ধ না থাকিলে, পাক হইয়া যাইবে। আর অদৃশ্য নাপাকি লাগিয়া গেলে, তিনবার ধুইতে হইবে এবং প্রত্যেক বারে উহার পানি নিঃশেষিত করিয়া ফেলিবে।

জমিতে কোন নাপাকি থাকিলে, অগ্নি, সূর্য্যের তাপ ও বায়ুতে উহা শুকাইয়া গেলে এবং উহার চিহ্ন, রং ও গন্ধ দূরীভূত হইলে, নামাজের জন্য পাক হইবে, কিন্তু উহা দ্বারা তায়াম্মম করা জায়েজ হইবে না।

জমিতে প্রস্রাব করায় উহা নাপাক হইয়াছে, যদি উক্ত জমি নরম হয়, তবে উহার উপর তিনবার পানি ঢালিয়া ঘর্ষণ করিয়া লোম কিম্বা কাপড় দ্বারা শুকাইয়া লইবে, এইরূপ তিনবার করিলে, পাক হইবে।

যদি উহার উপর অধিক পরিমাণ পানি ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং উহার নাপাকি দূরীভূত হইয়া যায় ও উহার রং কিম্বা গন্ধ না থাকে, তৎপরে উহা শুকাইয়া যায়, তবে পাক হইবে।

এস্তেঞ্জা

মলমূত্র নির্গত হওয়ার স্থান হইতে নাপাকি দূর করাকে আরবীতে 'এস্তেঞ্জা' বলা হয়। ইহা পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পক্ষে মোয়াক্কাদা ছুন্নত। যে কোন বস্তু মূল্যবান না হয় এবং নাপাকি দূর করিয়া থাকে, যথা—পাথর, ঢিল, মাটি, পুরাতন কাপড়, তূলা, পুরাতন চামড়া ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা এস্তেঞ্জা করিতে হইবে। উহার পরে পানি দ্বারা ধৌত করিবে। মলদ্বার কিম্বা মূত্রদ্বার অতিক্রম করিয়া, যে পরিমাণ স্থান মলমূত্রে কলুষিত হইয়াছে, উহা 'দেরহামে শরয়ি' পরিমাণ হইলে, পানি দ্বারা পরিষ্কার করা ওয়াজেব হইবে। উহা অপেক্ষা অধিক হইলে, পানি দ্বারা পরিষ্কার করা ফরজ হইবে। উহা অপেক্ষা কম হইলে, ছুন্নত হইবে।

পুরুষের লিঙ্গের চারিদিকে 'দেরহামে শরয়ী' অপেক্ষা অধিক পরিমাণ প্রস্রাব লাগিলে, ধৌত করা ওয়াজেব হইবে. কেবল ঢিল দ্বারা মুছিলে চলিবে না। যদি লিঙ্গের দুই দিকে এরূপ নাপাকি লাগে যে, উহা একত্র করিলে, উহার পরিমাণ ঐরূপ হয়, তবে ধৌত করা ওয়াজেব হইবে।

নাপাকি হায়েজ ও নেফাছের গোছলের সময় মলদ্বার, মূত্রদ্বার পাক থাকিলেও উক্ত স্থানদ্বয় ধৌত করা ফরজ।

তিনখণ্ড পাথর ইত্যাদি দ্বারা পরিষ্কার করা মোস্তাহাব। যদি দুই খণ্ডে পাক হইয়া যায়, তবে তাহাতেই ছুন্নত আদায় হইবে।

তিনখণ্ড প্রস্তর লইয়া পুরুষ লোক হইলে, গ্রীষ্মকালে প্রথম পাথরখানা সম্মুখের দিক হইতে টানিয়া পশ্চাতের দিকে লইয়া

যাইবে। দ্বিতীয় খণ্ড পশ্চাতের দিক হইতে টানিয়া সম্মুখের দিকে এবং তৃতীয় খণ্ড সম্মুখের দিক হইতে টানিয়া পশ্চাতের দিকে লইয়া পরিষ্কার করিবে। আর শীতকালে প্রথম খণ্ড পশ্চাতের দিক হইতে টানিয়া সম্মুখের দিকে, দ্বিতীয় খণ্ড সম্মুখের দিক হইতে পশ্চাতের দিকে এবং তৃতীয় খণ্ড পশ্চাতের দিক হইতে সম্মুখের দিকে টানিয়া পরিষ্কার করিবে। স্ত্রীলোক পুরুষের শীতকালের ন্যায় সর্বদা 'কুলুখ' ব্যবহার করিবে।

মূত্রনালী হইতে প্রস্রাবের বিন্দু রহিত হওয়ার চেষ্টা করাকে 'এস্তেব্‌রা' বলা হয়। পুরুষ লোকের পক্ষে ইহা ওয়াজেব এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ওয়াজেব নহে, স্ত্রীলোক প্রস্রাবের পরে একটু বসিয়া দেরী করিয়া 'কুলুখ' দ্বারা মুত্রদ্বার মুছিয়া পানি দ্বারা ধৌত করিবে।

'এস্তেব্‌রার' নিয়ম এই যে, পুরুষলোক প্রস্রাব অন্তে কয়েক পা চলিবে, গলা খাঁকার দিবে, বামপার্শ্বে কাৎ হইবে, জমিনের উপর পদাঘাত করিবে, ডাহিন পা বাম পায়ের সহিত মিশাইবে। উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থানে নামিবে, কিংবা লিঙ্গকে নরমভাবে দোহন করিবে।

মূলকথা, লোকের প্রকৃতি বা স্বাস্থ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে, যে ব্যক্তির যে কার্যে প্রস্রাবের বিন্দু রহিত হওয়ার বিশ্বাস হইবে, সেই কার্যে এস্তেব্‌রা করিবে।

হাড়, মাংস, চুল, খাদ্য বস্তু, শুষ্ক বিষ্ঠা, পাকা ইট, বৃক্ষের পাতা, খোলা (চাঁড়া), কাঁচ, রেশমী কাপড়ের ন্যায় মূল্যবান বস্তু, কয়লা ও পশুর খোরাকের দ্বারা এস্তেঞ্জা করা মকরূহ্ তাহ্‌রিমি।

অন্যের প্রাচীর, মছজেদের প্রাচীর, এইরূপ যে পাথর ও পানিতে অন্যের হক আছে কিংবা এস্তেঞ্জা করা পাথরে, এস্তেঞ্জা করা মকরূহ্। কিন্তু যে পাথরের এক পার্শ্ব দ্বারা এস্তেঞ্জা করা হইয়াছে, উহার বিপরীত পার্শ্বে উহা করা জায়েজ হইবে। সম্মানিত ও মূল্যবান জিনিষ

যথা—মনুষ্যের শরীরের অংশ, জমজমের পানি, মছজেদের আবর্জনা, কাগজ, মূল্যবান কাপড়, মূল্যবান তূলা, উপকারী বস্ত্র ও বাঁশ খণ্ড দ্বারা এস্তেঞ্জা করা মকরূহ্।

ডাহিন হাতে এস্তেঞ্জা করা মকরূহ্ তাহ্রিমি। কাঁচা গোবর দ্বারা শৌচ কার্য করা নাজায়েজ। বদ্ধ পানিতে মলমূত্র ত্যাগ করা মকরূহ্ তাহ্রিমি, ঐরূপ জারি পানিরও হুকুম। অল্প পানিতে মলমূত্র ত্যাগ করা হারাম। কোন পাত্রে প্রস্রাব করিয়া পানিতে নিক্ষেপ করা, কিংবা নদীর নিকটে বসিয়া প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ।

নদী, কূপ, হাওজ ও ঝরণার নিকট বসিয়া, ফলকর বৃক্ষের নীচে, শস্য ক্ষেত্রে, লোকের বিশ্রাম করার ছায়াতে, মাছজিদে ও ঈদগাহের চারিপার্শ্বে, গোরস্থানে, চতুষ্পদ পশুদের মধ্যস্থলে, সদর পথে ও পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ বা পিঠ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করা মকরূহ্ তাহ্রিমি।

চন্দ্র ও সূর্যের দিকে মুখ করিয়া উহা করা মকরূহ্ তাঞ্জিহি। বিনা ওজরে দাঁড়াইয়া, শয়ন করিয়া ও উলঙ্গ হইয়া উহা করা মকরূহ্। মলদ্বার এই পরিমাণ ধৌত করিবে যে, স্থানটি পাক হওয়ার বিশ্বাস জন্মিয়া যায়। হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ঘর্ষণ করিবে, আবশ্যক হইলে শাহদাত অঙ্গুলী ও হাতের তালু দ্বারাও ধৌত করিতে পারে।

পায়খানা ও এস্তেঞ্জা করার ধারা

পায়খানা যাওয়ার ইচ্ছা করিলে, মলত্যাগের বেশী বেগ হওয়ার পূর্বেই দাঁড়াইবে, আল্লাহ্তায়ালার নাম অঙ্কিত অঙ্গুটি বা কোরআনের

কিছু অংশ, নবী ও ফেরেশ্‌তার নাম লিখিত কাগজ সঙ্গে লইবে না, মস্তকে টুপি থাকিলেও চাদর বা রুমাল মস্তকে দিয়া যাইবে, পায়খানার দ্বারে পৌঁছিয়া বলিবে—

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ ـ

উচ্চারণ—"বিছমিল্লাহে আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজোবেকা মেনাল খোবোছে অল্‌-খাবাএছ।" পায়খানার মধ্যে প্রথমে বাম পা দাখিল করিবে, বসিবার নিকট না হইলে, গুপ্তাঙ্গ খুলিবেনা, দুই পা ফাঁক করিয়া বাম পায়ের উপর ঝুঁকিয়া বসিবে। ফেক্‌হ, এল্‌ম ইত্যাদি পরকালের বিষয় চিন্তা করিবে না, ছালামের ও আজানের জওয়াব দিবে না, আল্লাহ্‌তায়ালার জেকর করিবে না, হাঁচির জওয়াব দিবে না, নিজে হাঁচিলে মনে মনে খোদার প্রশংসা করিবে, কিন্তু জিহ্বা নাড়াইবে না, কথা বলিবে না, বিনা জরুরত গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না, মলমূত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না, প্রস্রাবের উপর থুথু ফেলিবে না, নাক ঝাড়িবে না, গলা খাঁকার দিবে না, চারিদিকে অধিক পরিমাণ নজর করিবে না, কোন অঙ্গের সহিত ক্রীড়া করিবে না, খুব বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিবে না, আছমানের দিকে নজর করিবে না, শরমে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া থাকিবে, মলমূত্রকে দফন করিবে, উহা হইতে "ফারেগ" হওয়ার সাধ্য সাধনা করিবে। উহা হইতে ফারাগাত হইলে, পুরুষাঙ্গকে উপরের দিক হইতে 'হাশ্‌ফা' পর্যন্ত দোহন করিবে, তৎপরে তিনখানা পাথর দ্বারা মলদ্বার মুছিবে, তৎপরে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পূর্বেই নিজের গুপ্তাঙ্গকে ঢাকিবে, তৎপরে মলমূত্র হইতে ফারাগাত হইয়া ডাহিন পা বাহির করিয়া এই দোওয়া পড়িবে—

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ مَا يُؤْذِيْنِىْ
وَ اَمْسَكَ عَلَىَّ مَا يَنْفَعُنِىْ ○

উচ্চারণ :—"গোফ্রানাকা, আলহামদো লিল্লাহেল্লাজি আজ্হাবা আ'ন্নি মা-ইয়্যো'জিনি অ-আম্ছাকা আ'লাইয়া মা-ইয়ান-ফায়োনি।"

তৎপরে কয়েক কদম হাঁটিয়া, গলা খাঁকার দিয়া বা উল্লিখিত কয়েক প্রকার কার্য করিয়া "এস্তেব্রা" করিবে। যখন প্রস্রাবের বিন্দু রহিত হওয়ার বিশ্বাস হয়, তখন অন্যস্থানে পানি দ্বারা 'এস্তেঞ্জা' করার জন্য বসিবে, প্রথমে তিনবার দুই হাত ধুইবে এবং গুপ্তাঙ্গ খুলিবার পূর্বে এই দোওয়া পড়িবে—

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ
الْاِسْلَامِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ
الْمُتَطَهِّرِيْنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

উচ্চারণ :—"বিছমিল্লাহেল আ'জিম অ-বেহামদিহি, অল্হামদো লিল্লাহে আ'লা দ্বীনিল ইছলামে, আল্লাহুম্মাজ্য়া'ল্নী মিনাত্তাওয়াবিনা অজ্য়া'ল্নি মিনাল মোতাতহ্হেরিনাল্লাজিনা লা খাওফোন আ'লায়হিম অলাহুম ইয়াহ্জানুন।"

তৎপরে ডাহিন হস্ত দ্বারা গুপ্তস্থানে পানি ঢালিবে, বদনাটি উচ্চ স্থানে রাখিবে, গুপ্তস্থানকে বাম হাত দ্বারা ধৌত করিবে। প্রথমে লিঙ্গকে ধৌত করিবে, পরে মলদ্বার ধৌত করিবে। মলদ্বারকে তিনবার ঢিলা করিবে এবং প্রত্যেকবার মর্দন করিবে। রোজাদার

না হইলে, বেশী পরিমাণ ঘর্ষণ করিতে চেষ্টা করিবে। রোজাদার হইলে, মলদ্বার ঢিলা করিয়া বসিবে না, পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করার সময় নিশ্বাস টানিবে না, ভিজা অঙ্গুলি মলদ্বারে প্রবেশ করাইবে না, কাপড় দ্বারা স্থানটি না মুছিয়া উঠিবে না, নচেৎ পানি মলদ্বারের গ্রন্থির উপর উঠিলে, রোজা নষ্ট হইয়া যাইবে। রোজাদার না হইলেও উক্ত ব্যবহৃত পানি হইতে কাপড়কে রক্ষা করার জন্য ন্যাকড়া দ্বারা স্থানটি মুছিয়া ফেলিবে। তৎপরে নিজের হস্তকে প্রাচীর কিংবা পাক জমিনের উপর মর্দ্দন করিবে। তৎপরে উক্ত হস্ত তিনবার ধৌত করিবে। দণ্ডায়মান হইয়া পাক কাপড় দ্বারা লিঙ্গকে মুছিয়া ফেলিবে। যদি কাপড় না থাকে, তবে হস্তের দ্বারা কয়েকবার মুছিয়া লইবে। পরে পায়জামা পরিয়া উহার উপর একটু পানির ছিটা দিবে। তৎপরে এই দোওয়া পড়িবে—

"আলহাম্‌দো লিল্লাহেল্লাজি জায়ালাল মা-য়া তোহুরাঁও অল—ইস্‌লামা নূরাওঁ অ-কায়েদাঁওঁ অ-দলিলান ইলাল্লাহে অ-এলা জান্নাতেন্-নায়িম। আল্লাহুম্মা হাছছেন ফারাজি অ-তাহ্‌হের কাল্‌বি অমাহ্-হেজ্ জোন্নুবি।"

নামাজের ওয়াক্তের বিবরণ

প্রভাত দুই প্রকার :—(১) ছোবহে্‌ছাদেক (২) ছোবহে কাজেব।

(১) ফজরের ওয়াক্ত "ছোবহে-ছাদেক" হওয়ার পর হইতে সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত। (২) শেষ রাত্রে নেকড়ে বাঘের লেজের ন্যায় লম্বা যে সাদা রেখা প্রকাশ হয়, তৎপরে অন্ধকার প্রকাশ হয়, ইহাকে "ছোবহে-কাজেব" বলে। এই সময় ফজরের ওয়াক্ত হয় না। পরে আছমানের প্রান্তে যে জ্যোতিঃ প্রকাশ হয়, উহাকে "ছোবহে-ছাদেক" বলে। ইহার প্রথম সময়েই রোজাদারের পানাহার

ও স্ত্রী সঙ্গম নিষিদ্ধ হয় ও এশার ওয়াক্ত চলিয়া যায়। উক্ত আলোক আছমানের কিনারাতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে ফজরের ওয়াক্ত হইবে।

জোহরের প্রথম ওয়াক্ত সূর্য গড়িয়া যাওয়া হইতে শুরু হয় এবং প্রত্যেক বস্তুর "ছায়া আছলি" ছাড়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত শেষ ওয়াক্ত থাকিবে।

কেহ কেহ বলেন, একগুণ ছায়া হওয়ার পূর্বেই জোহর পড়িবে এবং দ্বিগুণ ছায়া হওয়ার পরে আছর পড়িবে। ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়ে যে ছায়া হয়, উহাকে "ছায়া আছলী" বলা হয়।

জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পরে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্য ডুবিয়া না যাওয়া পর্যন্ত আছরের শেষ ওয়াক্ত থাকে।

মগরেবের ওয়াক্ত সূর্য ডুবিয়া যাওয়ার পর হইতে শুরু হয় এবং পশ্চিম আছমানের লাল আভা থাকা পর্যন্ত উহার শেষ ওয়াক্ত থাকে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, লাল আভা থাকিতে থাকিতে মগরেব পড়িবে এবং শ্বেত আভা অদৃশ্য হওয়ার পরে এশা পড়িবে।

মগরেবের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পরে এশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং "ছোবহে-ছাদেক" না হওয়া পর্যন্ত শেষ ওয়াক্ত থাকে। এশা ও বেতরের ওয়াক্ত একই, কিন্তু এশার পূর্বে 'বেতর' পড়িলে জায়েজ হইবে না।

মোস্তাহাব ওয়াক্তের বিবরণ

এরূপ পরিষ্কার হইলে, ফজর পড়া মোস্তাহাব যে, তাহার নামাজ ফাছেদ হওয়া প্রকাশিত হইলে, ওজু কিংবা গোছল করিয়া মোস্তাহাব কেরাত সহ উহা দোহ্রান সম্ভব হয়। ৪০ হইতে ৬০ আয়াত পর্যন্ত তরতিল সহ পড়াকে মোস্তাহাব কেরাত বলা হয়।

হাজিদিগের পক্ষে ১০ই জেলহজ্জ তারিখে মোজ্‌দালেফা নামক স্থানে অন্ধকারে থাকিতে ফজরের নামাজ পড়া মোস্তাহাব।

জোহরের নামাজ গ্রীষ্মকালে দেরী করিয়া পড়া মোস্তাহাব। মোস্তাহাব ওয়াক্তের প্রথম এই যে, লোকেরা প্রাচীরের ছায়াতে চলিতে পারে এবং উহার শেষ সময়, ছায়া আছ্‌লি ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর সমান ছায়া হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। বর্ষাকালে, বসন্তকালে ও শীতকালে জোহর সত্বর (শীঘ্র) পড়া মোস্তাহাব।

শীত ও গ্রীষ্ম উভয়কালে সূর্যের অবস্থা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত, আছরের নামাজ দেরী করিয়া পড়া মোস্তাহাব। সূর্যের দিকে অধিক সময় দৃষ্টিপাত করা সম্ভব হইলে, সূর্যের অবস্থা পরিবর্তন হওয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ দেরী করিলে মকরূহ হইবে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে, আছর সত্বর পড়া মোস্তাহাব।

মগরেবের নামাজ শীত ও গ্রীষ্ম প্রত্যেক সময় সত্বর পড়া মোস্তাহাব।

ছোট বড় নক্ষত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর পর্যন্ত দেরী করিয়া মগরেব পড়া মকরূহ্‌ তাহরিমি, কিন্তু বিদেশে থাকিলে, খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত হইলে কিম্বা মেঘের দিবস হইলে, অথবা পীড়িত হইলে, ঐ সময় পরিমাণ দেরী করিয়া পড়িলে, মকরূহ হইবে না।

মগরেবের আজান ও একামতের মধ্যে একটু উপবেশন করা বা একটু চুপ করিয়া থাকা যাইতে পারে, ইহার অধিক বিলম্ব করিলে মকরূহ হইবে।

মোছাফের কিম্বা পীড়িত ব্যক্তি মগরেব শেষ ওয়াক্তে ও এশা প্রথম ওয়াক্তে পড়িলে দোষ হইবে না।

এশার নামাজ রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করিয়া পড়া মোস্তাহাব।

গ্রীষ্মকালে এশার নামাজ সত্বর পড়া এবং শীতকালে রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করিয়া পড়া মোস্তাহাব।

অর্দ্ধেক রাত্রি পর্যন্ত দেরী করা মোবাহ। রাত্রের অর্দ্ধেকাংশের পর হইতে 'ছোবহে ছাদেক' পর্যন্ত এশা পড়া মকরূহ।

মেঘের দিবস এশা সত্বর পড়া মোস্তাহাব। বেতের নামাজ শেষ রাত্রে পড়াতে দোষ হইবে না।

মকরূহ ও নাজায়েজ ওয়াক্তের বিবরণ

(১) সূর্য উদয় হওয়ার সময়, অস্তমিত হওয়ার সময় এবং বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ফরজ নামাজ, ফরজের কাজা ও তাওয়াফের দুই রাকায়াত নামাজ জায়েজ হইবে না। উক্ত তিন সময়ে সেজদায় তেলাওয়াত ওয়াজেব হইলে ও জানাজা উপস্থিত হইলে, জানাজা পড়িলে কিংবা তেলাওয়াতের ছেজদা আদায় করিলে, নাজায়েজ ও ফাছেদ হইবে। ছোহ্-ছেজদা করিলে, বাতীল হইবে। সূর্য উদয় হওয়ার পর হইতে এক নেজা পরিমাণ না উঠা পর্যন্ত ফজরের নামাজ ও ঈদের নামাজ জায়েজ হইবে না। বার বিঘতকে এক নেজা বলা হয়। (২০ মিনিট)।

উক্ত তিন সময়ে ছুন্নত ও নফল নামাজ মকরূহ তাহ্‌রিমি হইবে।

(২) ছোবহে ছাদেত প্রকাশিক হওয়ার পরে, ফজরের ছুন্নত ব্যতীত তাহ্‌ইয়াতোল ওজু, তাহ্‌ইয়াতোল মাছজিদ, অন্যান্য ছুন্নত ও নফল মকরূহ তাহ্‌রিমি হইবে।

(৩) ফজরের ফরজ পড়ার পর হইতে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব

সময় পর্যন্ত ও তার পরেও এক নেজা পরিমাণ দেরী না করা পর্যন্ত ছুন্নত ও নফল পড়া মকরূহ তাহ্‌রিমি।

(৪) আছরের ফরজ পড়ার পর হইতে সূর্যের অবস্থা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত নফল পড়া মকরূহ তাহ্‌রিমি।

(৫) সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরে মগরেবের ফরজ পাঠের পূর্বে নফল পড়া মকরূহ, কিন্তু তাহ্‌ইয়াতোল ওজু কিংবা তাহ্‌ইয়াতোল মাছজেদ পড়া মকরূহ তাঞ্জিহি, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পড়িয়া লইলে মকরূহ হইবে না।

(৬) এমাম খোৎবার জন্য হোজরা হইতে বাহির হইলে, হোজরা অভাবে মিম্বরের উপর বসিলে, জুময়ার ফরজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছুন্নত ও নফল নামাজ পড়া মকরূহ তাহ্‌রিমি।

(৭) দুই ঈদের খোৎবার, হজ্জের তিন খোৎবার কিংবা জুময়ার খোৎবার সময় নফল পড়া মকরূহ।

(৮) জুময়ার নামাজের একামত হওয়ার সময় নফল পড়া মকরূহ। জুময়া ব্যতীত অন্য নামাজের একামত আরম্ভ হইলে, ছুন্নত, নফল শুরু করা মকরূহ হইবে। কিন্তু যদি ফজরের জামায়াতের এক রাকয়াত পাওয়ার সম্ভাবনা না হয় আত্তাহিয়াতোর বৈঠক পাওয়ার আশা থাকে, তবে তাড়াতাড়ি ছুন্নত পড়িয়া লইবে। কেননা এই ছুন্নতের বড় ফজিলত, হজরত বলিয়াছেন, ফজরের দুই রাকয়াত ছুন্নত, পৃথিবী অপেক্ষা উত্তম।

নামাজের শর্তগুলির বিবরণ

১। শরীর নাজাছাতে হকিকিয়া হইতে ও হাদাছ (নাজাছাতে হুক্‌মি হইতে পাক থাকা।

২। কাপড় বা পরিধেয় বস্তু, যথা—টুপি, মোজা ও জামা পাক হওয়া।

৩। নামাজের স্থান পাক হওয়া।

ওজু ও গোছলের কারণ উপস্থিত হইলে, ওজু ও গোছল করিয়া লওয়া ফরজ। শরীরে বা কাপড়ে নাজাছাতে গলিজা দেরহামে শরয়ি অপেক্ষা অধিক লাগিলে, উহা ধৌত করিয়া পাক করিয়া লওয়া ফরজ। নাজাছাতে খফিফা—এক চতুর্থাংশ লাগিয়া গেলে, ধৌত করিয়া পাক করিয়া লওয়া ফরজ।

নামাজীর দুই পায়ের স্থান পাক হওয়া ফরজ। ছেজদার স্থান পাক হওয়া ফরজ। যদি কেহ নাপাক স্থানে ছেজদা করে, তবে নামাজ বাতীল হইবে।

ছেজদা করা কালে দুই হাত ও দুই জানুর স্থান নাপাক থাকিলে, সমধিক ছহিহ মতে নামাজ বাতীল হইবে। যদি নাপাক স্থানে হাত রাখিয়া উহার উপর ছেজদা করে, তবে নামাজ বাতীল হইবে। এইরূপ নাপাক স্থানে আস্তিন রাখিয়া উহার উপর ছেজদা করিলে, নামাজ বাতীল হইবে। যদি বিছানার এক পার্শ্বে নাজাছাত থাকে, আর অন্য পাক পার্শ্বে নামাজ পড়ে, তবে নামাজ জায়েজ হইবে। যদি এরূপ পুরু কাপড় নাপাকির উপর বিছাইয়া দেয় যে, উহা দ্বারা 'ছতর' ঢাকিয়া নামাজ পড়া জায়েজ হইতে পারে, আর যদি উহার উপর নামাজ পড়ে, তবে নামাজ জায়েজ হইতে পারে। আর যদি এরূপ পাতলা হয় যে, উহা দ্বারা ছতরে-আওরত (গুপ্তাঙ্গ) ঢাকা যাইতে না পারে, তবে এইরূপ কাপড় নাপাকির উপর বিছাইয়া নামাজ পড়িলে, নামাজ বাতীল হইবে।

যদি কোন কাঁচের জিনিষ নাপাকির উপর বিছাইয়া নামাজ পড়ে এবং নাপাকি নজরে পড়ে, তবে নামাজ জায়েজ হইবে।

৪। গুপ্তাঙ্গ ঢাকা ফরজ, ইহা একটি শর্ত্ত। পুরুষ লোকের পক্ষে নাভীর নীচে হইতে দুই জানুর নিম্নদেশ পর্যন্ত ঢাকা ফরজ। আজাদ স্ত্রীলোকের নিম্নলিখিত পাঁচটি স্থান ব্যতীত সমস্ত শরীর নামাজের সময় ঢাকা ফরজ।

(১) তাহার চেহারা নামাজে ঢাকা ফরজ নহে, কিন্তু নামাজের বাহিরে ফাছাদের আশঙ্কায় বেগানা পুরুষদিগের সম্মুখে যুবতী স্ত্রীলোকের চেহারা খুলিয়া রাখা জায়েজ নহে। (২/৩) দুই হাতের তালু ঢাকা ফরজ নহে, কিন্তু দুই কব্‌জার পৃষ্ঠদেশ ঢাকা ফরজ কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, জাহেরে রেওয়ায়েতে উহা ঢাকা ফরজ। মোখতালেফাতে কাজিখানে আছে, উহা ঢাকা ফরজ নহে, মনইয়ার টীকা, হুলইয়া, মুহিত, শরহে-জামে, ছগির ও শারাম্বালিয়ার এমদাদে এই মত সমর্থন করা হইয়াছে। কাজেই এস্থলে এহ্‌তিয়াতের জন্য ঢাকা উচিত।

(৪/৫) দুই পায়ের পৃষ্ঠদেশ ঢাকা ফরজ নহে, কিন্তু দুই পায়ের তালু ঢাকা ফরজ কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, সমধিক ছহিহ মতে উহা ঢাকা ফরজ।

স্ত্রীলোকের পৃথক পৃথক ত্রিশটি গুপ্তাঙ্গ আছে—(১) মস্তক, ললাট হইতে ঘাড় পর্যন্ত, এক কান হইতে অন্য কান পর্যন্ত। (২) যে চুলগুলি ঝুলিয়া থাকে। (৩/৪) দুইটি কান। (৫) ঘাড় (গলা সমেত)। (৬/৭) দুইটি কাঁধ। (৮/৯) দুইটি বাজু (কনুই সমেত)। (১০/১১) দুইখানা হাত কনুই এর নীচ হইতে কব্জা পর্যন্ত। (১২) ছিনা (বক্ষ:) গলার জোড় হইতে স্তনের নীচের সীমা পর্যন্ত। (১৩/১৪) দুই হাতের পিঠ। (১৫/১৬) দুইটি স্তন যদি বেশ উচ্চ হইয়া থাকে; আর যদি উহা উচ্চ না হইয়া থাকে কিংবা সামান্য উচ্চ হইয়া থাকে যে, বুক হইতে পৃথক অঙ্গ বলিয়া অনুমিত না হয়, এক্ষেত্রে উহা পৃথক অঙ্গ হইবে না, বরং বুকের অংশ ধরিতে হইবে। প্রথম ক্ষেত্রে এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থান ছিনা বলিয়া গণ্য হইবে। (১৭) পেট, ছিনা হইতে নাভীর নীচে পর্যন্ত। (১৮) পিঠ, বুকের বরাবর কাঁধ পর্যন্ত। (১৯) দুই কাঁধের মধ্যে যে স্থান আছে. বোগলের নীচে হইতে ছিনার নীচের সীমা পর্যন্ত। (২০/২১) দুইটি নিতম্ব। (২২) ভগ। (২৩) মলদ্বার। (২৪/২৫) দুইটি রান (হাঁটু

সমেত)। (২৬) নাভীর নীচে ও তৎসংলগ্ন স্থান এবং পশ্চাতের দিকে উহার বরাবর স্থান এক অঙ্গ। (২৭/২৮) দুই পায়ের নলা (টাখনু সমেত)। (২৯/৩০) দুই পায়ের তালু।

পুরুষ লোকের নয়টি গুপ্তাঙ্গ আছে। (১) পুরুষাঙ্গ। (২) দুইটি অণ্ডকোষ একটি অঙ্গ। (৩/৪) দুইটি চুতড় (নিতম্ব) দুইটি অঙ্গ। (৫) মলদ্বার (৬/৭) প্রত্যেক রান এক একটি অঙ্গ। (৮) নাভীর নীচে লিঙ্গ পর্যন্ত একটি অঙ্গ। (৯) দুইটি অণ্ডকোষের নীচে হইতে মলদ্বারের সীমা পর্যন্ত একটি অঙ্গ।

উল্লিখিত অঙ্গগুলির কোন একটির এক চতুর্থাংশ তিন তছবিহ্ পরিমাণ সময় নামাজের মধ্যে খোলা থাকিলে, নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে। আর এক চতুর্থাংশের কম খোলা থাকিলে, নামাজ বাতীল হইবে না। যদি উহার এক চতুর্থাংশ খুলিয়া যাওয়া মাত্র ঢাকিয়া ফেলা হয়, তবে নামাজ বাতীল হইবে না। যদি ইচ্ছা করিয়া উহার এক চতুর্থাংশ খোলা রাখে, তবে তৎক্ষণাৎ ঢাকিয়া ফেলিলেও নামাজ বাতীল হইবে। যদি নামাজ শুরু করার সময় উহার এক চতুর্থাংশ খোলা থাকে, তবে নামাজ ছহিহ হইবে না।

স্ত্রীলোকের একটি কানের এক চতুর্থাংশ কিংবা একটি স্তনের এক চতুর্থাংশ তিন তছবিহ্ পরিমাণ সময় খোলা থাকিলে, নামাজ বাতীল হইবে। যদি একটি রানের এক স্থান হইতে এক অষ্টমাংশ এবং উক্ত রানের অন্য স্থানের এক অষ্টমাংশ খুলিয়া যায়, যেহেতু উহা একত্রিত করিলে, এক চতুর্থাংশ হয়, তবে নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের একটু একটু স্থান খুলিয়া গেলে, উহা একত্রিত করিলে, যদি সবচেয়ে ছোট অঙ্গের এক চতুর্থাংশ হইয়া যায়, তবে নামাজ বাতীল হইবে। মনে ভাবুন, কোন স্ত্রীলোকের কানের এক নবমাংশ ও রানের এক নবমাংশ খুলিয়া গেলে, উভয় খোলা স্থানকে একত্রিত করিলে, কর্ণের চতুর্থাংশ হয়, কাজেই ইহাতে নামাজ বাতীল হইবে।

পাতলা কাপড় পড়িয়া নামাজ পড়িলে শরীর দেখা যায়, কাজেই উহাতে নামাজ জায়েজ হয় না। পাতলা চাদরে স্ত্রীলোকের চুলের কালো আভা দেখা গেলে, উহাতে নামাজ বাতীল হইবে। স্ত্রীলোকের যে চুল ঝুলিয়া থাকে, উহার এক চতুর্থাংশ তিন তছবিহ্ পরিমাণ সময় খোলা থাকিলে, উহাতে নামাজ বাতীল হইবে।

অন্যান্য লোকের দৃষ্টিপাত হইতে নিজের গুপ্তাঙ্গ ঢাকিয়া নামাজ পড়া ফরজ, কিন্তু যদি কাহারও লম্বা পিরহান থাকে ও উহার গলা খোলা থাকে, এজন্য গুপ্তাঙ্গের উপর নিজের দৃষ্টি পড়ে, তবে নামাজ জায়েজ হইবে, কিন্তু উক্ত অবস্থায় স্বেচ্ছায় উহার দিকে নজর করিলে, মকরূহ তাহ্রিমি হইবে।

উলঙ্গ ব্যক্তির পক্ষে দাঁড়াইয়া ইশারাতে রুকু ও ছেজদা করিয়া নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

জাহেদী ও মোলতাকোল বেহারের মতে উহা জায়েজ হইবে, বাহরোর রায়েক ও ছুলইয়ার মতে নাজায়েজ।

৫। নিয়ত করা ফরজ ইহা একটি শর্ত্ত। নিয়তের অর্থ, মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করা। মৌখিক নিয়ত গ্রহনীয় নহে। যদি কেহ মনে মনে জোহরের নিয়ত করে এবং মুখে আছরের কথা বলিয়া ফেলে, তবে জোহরের নামাজ আদায় হইয়া যাইবে। নিয়তের নিম্ন দরজা এই যে, যদি কেহ নিয়ত করার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কোন্ নামাজ পড়িতেছ? তবে যেন তৎক্ষণাৎ বিনা চিন্তায় বলিতে পারে যে, এই নামাজ পড়িতেছি, আর যদি একটু চিন্তা করিয়া উত্তর দেয়, তবে তাহার নামাজ হইবে না। মৌখিক নিয়ত করা মোস্তাহাব। আরবীতে নিয়ত করা জরুরি নহে, ফার্সি বা অন্য ভাষায় নিয়ত করিলেও চলিতে পারে। অমুক নামাজের নিয়ত করিলাম, বলিলেও জায়েজ হইতে পারে। আর অমুক নামাজ পড়িতেছি, বলিলেও চলে।

নফল, ছুন্নতে-মোয়াক্কাদা ও তারাবিহ নামাজে কেবল নামাজ পড়িব বলিয়া নিয়ত করিলেও ছহিহ্ হইয়া যাইবে। কিন্তু 'ছুন্নতে রাছুলিল্লাহ্' কিংবা 'তারাবীহ' অথবা 'কেয়ামোল্লাএল' বলিয়া নিয়ত করা এহ্তিয়াত। ফরজ নামাজ পড়িলে, জোহরের ফরজ, আছরের ফরজ, এইরূপ নিয়ত করা জরুরি। কেবল নামাজ পড়িব বলিয়া নিয়ত করিলে, ফরজ ছহিহ্ হইবে না। কয় রাকয়াত নামাজ হইবে; তাহা বলা জরুরী নহে। কাজা ফরজ আদায় করিতে গেলে, বলিতে হইবে, অমুক দিবসের জোহরের কিংবা আছরের কাজা পড়িতেছি। আর যদি এক ওয়াক্তের কাজা থাকে; তবে দিবসের নাম উল্লেখ না করিলেও জায়েজ হইবে। আর যদি বহু নামাজ কাজা থাকে এবং দিবসের কথা মনে না থাকে, তবে اَوَّلِ ظُهْرٍ "আওয়ালে জোহ্রিন" কিংবা اٰخِرِ ظُهْرٍ "আখেরে জোহরিন" নিয়ত করিবে, "অর্থাৎ আমার উপর যতগুলি জোহরের কাজা আছে, প্রথমটি কিংবা শেষটি আদায় করিতেছি" বলিবে। বেতরের নামাজে বেতের বলিয়া নিয়ত করিলে চলিবে, কিন্তু ওয়াজেব বলিয়া নিয়ত করা আফজল।

ض

ঈদের নামাজে ঈদোল ফেৎরের ওয়াজেব কিংবা ঈদোল-আদ্হার ওয়াজেব বলিয়া নিয়ত করিবে, জানাজা নামাজে اَلصَّلٰوةُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ 'আছ্ছালাতো-লিল্লাহেতায়া'লা। আদ্দোয়া'য়ো লিল মাইয়েতে' বলিয়া নিয়েত করিবে। যদি এমাম মনে মনে জানাজা নামাজ পড়ার নিয়ত করে কিংবা মোক্তাদী اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ

"এক্তাদায়তু বেহাজাল এমাম" এই এমামের সহিত এক্তেদা করিতেছি, এইরূপ নিয়ত করে তবে উহাতে জায়েজ হইবে। যদি পুরুষ লাশের নিয়ত করে, আর উহা স্ত্রীলোকের লাশ হয় কিংবা স্ত্রীলোকের লাশের নিয়ত করে, কিন্তু উহা পুরুষ লোকের লাশ হয়, তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে না। যদি পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক, ইহা জানা না যায়, তবে এইরূপ নিয়ত করিবে—"এমাম যাহার জানাজা পড়িতেছেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে তাহার জানাজা পড়িতেছি।" এমামের এমামতের নিয়ত করা ফরজ নহে, কিন্তু মোক্তাদির এক্তেদার নিয়ত করা জরুরি। এই এমামের এক্তেদা করিতেছি, ইহা ওয়াক্তিয়া ফরজের শব্দের পরে বলিবে।

যদি কেহ বলে, এই এমামেয় নামাজ শুরু করিলাম, তবে নামাজ জায়েজ হইবে, কিন্তু উহার সহিত "এক্তেদা করিলাম" বলা উচিত।

এমামের এমামতের নিয়ত করা জরুরি নহে, কিন্তু এমামের এমামতের নিয়ত না করিলে, জামায়াতের ছওয়াব হইবে না।

এমাম أَنَا إِمَامٌ لِمَنْ حَضَرَ وَمَنْ لَمْ يَحْضُرْ "আনা এমামোল

ض ض

লেমান হাদোরা অ-মান লাম ইয়াহ্‌দোর" বলিবে। ইহার অর্থ "আমি উপস্থিত ও অনুপস্থিত মোক্তাদীদিগের এমাম হইলাম," যদি একা নামাজ পড়িতে থাকে, পরে যখন কোন মোক্তাদী এক্তেদা করিবে, তখনই এমামতের নিয়ত করিলে, জামায়াতের ছওয়াব পাইবে। যদি ইহার পূর্বে এমামতের নিয়ত করিয়া থাকে, তাহাতেও জামায়াতের ছওয়াব লাভ হইবে।

৬। কা'বা গৃহের দিকে মুখ করা একটি শর্ত্ত। মক্কাবাসীদের মধ্যে যে ব্যক্তি কা'বাগৃহ দেখিতে পায়, তাহার পক্ষে অবিকল কা'বা গৃহের

দিকে মুখ করা ফরজ। আর যে মক্কাবাসীর মধ্যে ও কা'বাগৃহের মধ্যে কোন অন্তরাল থাকে, তাহার পক্ষে অবিকল কা'বাগৃহের দিকে মুখ করা ফরজ কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। অন্য দেশের লোকের পক্ষে কা'বার 'জেহাতের' দিকে মুখ করিলে, নামাজ জায়েজ হইবে। কা'বার 'জেহাত' কি তাহাই বুঝা দরকার। একটি অর্দ্ধবৃত্ত রেখা টানিতে হইবে। অর্দ্ধবৃত্তকে ১৮০° ডিগ্রী বলা হয়। উহার মাঝখান হইতে সমকোণ বিশিষ্ট একটি সরল রেখা টানিলে ৯০° ডিগ্রী হয়, উহার দুই ধার হইতে দুইটি সরলরেখা পরিধি পর্যন্ত টানিলে, ডাহিন দিকটার রেখার উপরিস্থ বিন্দুটাকে ৪৫° ডিগ্রী বলা হয় এবং বাম দিকটার উপরিস্থ বিন্দুটাকে ১৩৫° ডিগ্রী বলা হয়। ৯০° ডিগ্রীর স্থলকে কা'বা ধরিতে হইবে। যদি নামাজির মুখ ডাহিন দিকে ৪৫° ডিগ্রীর মধ্যে থাকে এবং বাম দিকে ১৩৫° ডিগ্রীর মধ্যে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, নামাজির মুখ কা'বার 'জেহাতে' আছে। আর ৪৫° ডিগ্রীর ডাহিন দিকে ও ১৩৫° ডিগ্রীর বামদিকে মুখ হইলে, নামাজির মুখ কা'বার 'জেহাতে' হইবে না, ইহাতে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে না। সকলকে বুঝাইবার জন্য একটা অর্দ্ধবৃত্তের নক্শা টানিয়া দেখান হইল।

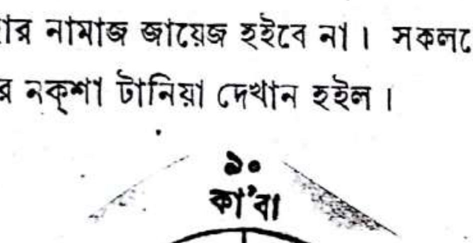

শহর ও গ্রামসমূহে ছাহাবা ওতাবেয়িগণের স্থাপিত মেহ্রাব দ্বারা সমূদ্র ও ময়দান সমূহে কোতব (ধ্রুব) নক্ষত্র দ্বারা কা'বা নির্ণয় করিবে। আমাদের দেশে ধ্রুব নক্ষত্র ঠিক উত্তর দিকে থাকে। শরহো-যাদোল ফকির ও অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য কেতাবগুলিতে আছে,

গরম কালের সবচেয়ে বড় দিবসে যে স্থলে সূর্য ডুবিয়া যায়। সেই বরাবর একটি চিহ্ন স্থাপন করিবে। আর শীতকালে সবচেয়ে ছোট দিবসে যে স্থলে সূর্য ডুবিয়া যায়, সেই বরাবর একটি চিহ্ন স্থাপন করিবে। ডাহিন দিকে দুই তৃতীয়াংশ ছাড়িয়া দিবে এবং বাম দিকে এক তৃতীয়াংশ ছাড়িয়া দিবে, উহার মধ্যস্থলে কেবলা বুঝিতে হইবে। আর যদি সূর্য অস্তমিত হওয়ার স্থান উভয় স্থলের সীমার মধ্যে পড়ে, এইভাবে মুখ করিয়া নামাজ পড়ে, তবে নামাজ জায়েজ হইবে। আর উভয় সীমার বাহিরের দিকে মুখ করিলে, নামাজ হইবে না।

যদি কেহ নৌকার উপর বসিয়া যাইতে থাকে, আর তাহার প্রবল ধারণা হয় যে, যদি সে পশ্চিম দিকে মুখ করিতে যায়, তবে ডুবিয়া যাইবে। এক্ষেত্রে সুযোগ মত অন্যদিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে পারে।

চলন্ত নৌকাতে তাহ্‌রিমা বাঁধা কালে কেবলার দিকে মুখ করিবে এবং যখনই নৌকা ঘুরিতে থাকে, কেবলার দিকে ঘুরিয়া যাইবে।

যদি কেহ কোনরূপে কেবলা জানিতে না পারে, তবে তথায় কেবলা জানে, এরূপ কোন উপযুক্ত লোক থাকিলে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া নামাজ পড়িবে। আর যদি তথায় কোন উপযুক্ত লোক না থাকে, তবে অনুমান করিয়া কেবলা স্থির করিয়া লইবে। চিন্তা ও গবেষণা করিয়া কেবলা ঠিক করিয়া নামাজ পড়ার পরে যদি জানিতে পারে যে, সে কেবলা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িয়াছে, তবে তাহাকে নামাজ দোহ্‌রাইতে হইবে না। যদি চিন্তা ও গবেষণা না করিয়া একদিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে না, যদিও কেবলার দিকে নামাজ পড়িয়া থাকে, কিন্তু যদি নামাজ অন্তে নিশ্চিত রূপে জানিতে পারে যে, কেবলার দিকে তাহার নামাজ পড়া হইয়াছে, তবে নামাজ জায়েজ হইবে। আর যদি

নামাজ অন্তে সেই দিকে কেবলা হওয়ার ধারণা হয়, কিম্বা নামাজের মধ্যে সেই দিক কেবলা হওয়া নিশ্চিত জ্ঞান হয়, তবে নামাজ জায়েজ হইবে না।

৭। ওয়াক্ত হওয়া একটি শর্ত—ওয়াক্ত হওয়ার বিশ্বাস হওয়া জরুরী। যদি সন্দেহ করে, তবে নামাজ জায়েজ হইবে না—যদিও প্রকৃতপক্ষে ওয়াক্ত হওয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে।

নামাজের রোকনগুলির বিবরণ

(১) তকবিরে তাহ্‌রিমা একটি ফরজ, দাঁড়াইয়া তকবির পড়া ফরজ। যদি কেহ বসিয়া 'আল্লাহো আকবর' পড়িয়া পরে দাঁড়াইয়া যায়, তবে নামাজে দাখিল হইবে না। যদি এমামকে রুকু অবস্থায় পাইয়া 'আল্লাহো আকবর' বলিতে বলিতে রুকুতে যায়, অর্থাৎ তকবিরের শেষ অক্ষর এই সময় খতম হয় যে, হাত লম্বা করিলে হাঁটু ধরিতে পারে, তবে নামাজ জায়েজ হইবে না। দাঁড়াইয়া নফল নামাজ পড়ার ইচ্ছা করিয়া রুকুতে গিয়া তকবির পড়িলে, নামাজ বাতীল হইবে। যদি বসিয়া নফল নামাজ পড়ার ইচ্ছা করিয়া বসিয়া তকবির বলে, তবে নামাজ জায়েজ হইবে।

মোক্তাদী 'আল্লাহ্' শব্দকে এমামের সঙ্গে বলিল, কিন্তু "আকবর" শব্দকে এমামের পূর্বে খতম করিল, নামাজ জায়েজ হইবেনা। মোক্তাদী এমামের পূর্বে তকবির বলিল, কিন্তু যদি এক্তেদার নিয়ত করে, তবে এমামের নামাজের মধ্যে দাখিল হইবে না, অবশ্য নিজের পৃথক নামাজে দাখিল হইবে।

(২) কেয়াম একটি ফরজ। কেয়ামের নিম্ন দরজা এই যে, যদি হাত লম্বা করে, তবে যেন হাঁটু ধরিতে না পারে। আর উহার পূর্ণ দরজা এই যে, তীরের ন্যায় সোজাভাবে দাঁড়ান।

যে পরিমাণ কেরাত ফরজ, সেই পরিমাণ দাঁড়ান ফরজ এবং যে পরিমাণ কেরাত ওয়াজেব, সেই পরিমাণ দাঁড়ান ওয়াজেব। আর যে পরিমাণ কেরাত ছুন্নত কিংবা মোস্তাহাব, সেই পরিমাণ দাঁড়ান ছুন্নত কিংবা মোস্তাহাব। এক আয়াত পরিমাণ দাঁড়ান ফরজ, ছুরা ফাতেহা ও অন্য একটি ছুরা পরিমাণ দাঁড়ান ওয়াজেব। তেওয়ালে-মোফাছ্ছাল, আওছাতে মোফাছ্ছাল ও কেছারে মোফাছ্ছাল, যে যে নামাজে ছুন্নত, সেই সেই নামাজে সেই পরিমাণ দাঁড়ান ছুন্নত। তাহাজ্জদ নামাজে তদপেক্ষা অধিক কোরআন পড়া মোস্তাহাব, কাজেই সেই পরিমাণ দাঁড়ান মোস্তাহাব।

(৩) কোরআন পড়া ফরজ। কোরআনের প্রত্যেক অক্ষরকে মাখ্রেজ হইতে এমন ভাবে বাহির করিবে যে, অন্য অক্ষর হইতে পৃথক ভাবে শুনা যায়। চুপে চুপে পড়িলে, এরূপ ভাবে পড়িতে হইবে, যেন নিজে শুনিতে পায়। যদি অক্ষরগুলি শুদ্ধ উচ্চারণ করে, কিন্তু এত আস্তে পড়ে যে, নিজে শুনিতে না পায়, তবে নামাজ জায়েজ হইবে না। অবশ্য যদি কোন প্রকার আওয়াজ হওয়ার কিংবা বধিরতার জন্য উহা শুনিতে না পায়, তবে নামাজ জায়েজ হইবে। ফরজ নামাজের দুই রাকয়াতে, বেতের ও নফল নামাজের প্রত্যেক রাকয়াতে বড় এক আয়াত পড়া, এমাম ও একা নামাজীর জন্য ফরজ। মোক্তাদীর পক্ষে কোন নামাজে ছুরা ফাতেহা বা অন্য কোন আয়াত পড়া জায়েজ নহে।

(৪) রুকু করা ফরজ, ইহার নিম্ন দরজা এই যে, মস্তক এইরূপ ঝুকাইবে যে, হাত লম্বা করিলে, যেন হাঁটু ধরিতে পারে। উহার পূর্ণ

অবস্থা এই যে, পিঠ সোজা বিছাইবে। যেন উহার উপর একটি পানির পেয়ালা রাখিলে, পড়িয়া না যায়। বারজান্দি বলেন, যদি বসিয়া নামাজ পড়ে, তবে রুকুতে যেন ললাট দুই হাঁটুর অগ্রভাগের বরাবর হয়। আল্লামা শামী বলেন, ইহা রুকুর কামেল অবস্থা। নচেৎ মস্তক ও পিঠ ঝুকাইলে, রুকু আদায় হইয়া যাইবে।

(৫) ছেজদা করা ফরজ, ছেজদার অর্থ, ললাট জমির উপর রাখা এবং পায়ের এক অঙ্গুলির পেট জমিনের সহিত সংলগ্ন থাকা। যদি এক অঙ্গুলির নখ জমিতে সংলগ্ন থাকে, তবে ছেজদা বাতীল হইয়া যাইবে। যদি দুই পা সম্পূর্ণরূপে জমি হইতে উপরে উঠিয়া যায়, তবে ছেজদা আদায় হইবে না। যদি কোন ওজরে লালট জমিতে রাখিতে না পারে, তবে নাকের হাড় জমিতে রাখা জরুরি হইবে। কেবল নাকের অগ্রভাগ, জমিতে রাখিলে যথেষ্ট হইবে না। ওজর হইলে, ইশারাতে ছেজদা করিবে। প্রত্যেক রাকয়াতে দুই ছেজদা করা ফরজ। গদি ইত্যাদি কোন নরম বস্তুর উপর ছেজদা করিলে, যদি উক্ত বস্তু শক্ত বোধ হয়, তবে সেজদা আদায় হইবে, নচেৎ হইবে না।

(৬) শেষ বৈঠক ফরজ। নামাজ শেষ করার পূর্বে এই পরিমাণ বসা ফরজ যে, "আত্তাহিয়াতো লিল্লাহে অছ-ছালাওয়াতো হইতে মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু" পড়িতে পারে।

(৭) শেষ বৈঠকের পরে ছালাম বা কোন কার্য্য করিয়া নামাজ হইতে বাহিরে আসা ফরজ।

(৮) রুকুর পূর্ব্বে কেয়াম, ছেজদার পূর্ব্বে রুকু ও শেষ বৈঠকের পূর্ব্বে ছেজদা করা ফরজ।

(৯) ফরজগুলিতে মোক্তাদীর পক্ষে এমামের পরে বা সঙ্গে কার্য্য করা। যদি এমাম রুকু করিয়া মাথা উঠাইয়া থাকে, তৎপরে

মোক্তাদী রুকু করে, তবে জায়েজ হইবে। আর যদি এমামের রুকুর পূর্বে মোক্তাদী রুকু করিয়া মস্তক উঠাইয়া ফেলে, তৎপরে এমাম রুকু করে, কিন্তু মোক্তাদী দ্বিতীয়বার এমামের সঙ্গে বা পরে রুকু না করে, তবে মোক্তাদীর নামাজ বাতিল হইবে।

(১০) মোক্তাদীর মজহাব অনুযায়ী এমামের নামাজ ছহিহ্ হওয়া ফরজ, যদি শাফেয়ী এমাম নিজের লিঙ্গ কিম্বা স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিয়া বিনা ওজুতে নামাজ পড়ে, তবে হানাফী মোক্তাদীর নামাজ তাহার পশ্চাতে জায়েজ হইবে। আর যদি উক্ত এমাম রক্ত বাহির হওয়ার পরে বিনা ওজুতে নামাজ পড়ে, তবে হানাফী মোক্তাদীর পক্ষে তাহার পশ্চাতে নামাজ জায়েজ হইবে না।

(১১) মোক্তাদীর পা এমামের পায়ের অগ্রে না যাওয়া ফরজ।

(১২) নিয়তের পরে কোন আজনবি কার্য না করা, যদি নিয়তের পরে পানাহার ও কথোপকথন করিয়া নামাজ শুরু করে, তবে নামাজ জায়েজ হইবে না। নিয়তের পরে ওজু করিলে কিংবা নামাজ পড়ার জন্য কিছু পথ গমন করিলে, সেই নিয়তে নামাজ জায়েজ হইবে।

(১৩) তকবিরের পূর্বে নিয়ত করা ফরয, যদি 'আল্লাহো শব্দ ও 'আকবর' শব্দ পড়ার পরে নিয়ত করে, তবে নামাজ জায়েজ হইবে না।

(১৪) এমামের নিয়তের পূর্বে মোক্তাদী নিয়ত করিলে, এক্তেদা ছহিহ্ হইবে না।

(১৫) নামাজের ফরজগুলি চৈতন্যভাবে করা। এমনকি যদি কেহ নিদ্রিত অবস্থায় কেয়াম, কেরাত, রুকু, সেজদা ও শেষ বৈঠক করে, তৎপরে উহা দোহ্রাইয়া আদায় না করে, তবে নামাজ ফাছেদ হইবে (নষ্ট হইবে)।

নামাজের ওয়াজেব সমূহ

(১) ছুরা ফাতেহা সম্পূর্ণ পড়া, যদি কেহ উহার এক অক্ষর ত্যাগ করে, তবে ওয়াজেব তরক হইবে।

(২) একটি ছোট ছুরা পড়া, যেরূপ ছুরা 'কওছার' কিংবা ছোট তিনটি আয়াত পড়া, অথবা একটি বা দুইটি আয়াত পড়া, যাহা ছোট তিন আয়াতের তুল্য হয়।

(৩) ফরজের প্রথম দুই রাকয়াতে ও নফল এবং বেতেরের প্রত্যেক রাকয়াতে ছুরা ফাতেহা ও অন্য একটি ছুরা পড়া ওয়াজেব।

(৪) অন্য ছুরা বা আয়াতগুলির পূর্বে ছুরা ফাতেহা পড়া ওয়াজেব। যদি কেহ ফরজের প্রথম দুই রাকয়াতে ছুরা ফাতেহা না পড়িয়া, শেষ দুই রাকয়াতে পড়ে, তবে ছোহ ছেজদা ওয়াজেব হইবে। এইরূপ প্রথমে অন্য ছুরা পড়িয়া পরে ছুরা ফাতেহা পড়িলে, ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে।

(৫) ছুরা ফাতেহা পরপর দুইবার না পড়া, পড়িলে, ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে।

(৬) তিন বা চারি রাকয়াত ফরজে ছুরা ফাতেহা পড়িয়া রুকু করা ওয়াজেব।

(৭) এক ছেজদার পরে দ্বিতীয় ছেজদা আদায় করা। এমন কি যদি প্রথম রাকয়াতে এক ছেজদা ভুলিয়া যায়, তবে ছালামের পরে হইলেও কথা বলার পূর্বে উক্ত ছেজদা করিয়া লইবে, তৎপরে 'আত্তাহিয়াতো' 'অরাছুলুহু' পর্য্যন্ত, পড়িয়া ছোহ-ছেজদা করিয়া পুনরায় 'আত্তাহিয়াতো' দরুদসহ পড়িয়া ছালাম ফিরাইবে।

(৮) তা'দিলে আরকান অর্থাৎ রুকুকে, ছেজদাতে, রুকু হইতে সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ছেজদা হইতে সোজা উঠিয়া বসিয়া অন্ততঃ এক এক তছ্‌বিহ্‌ পরিমাণ সময় দেরী করা ওয়াজেব।

(৯) রুকু হইতে মস্তক উঠাইয়া সম্পূর্ণ সোজা দাঁড়ান ওয়াজেব।

(১০) এক ছেজদা হইতে মস্তক উঠাইয়া সোজা বসা ওয়াজেব।

(১১) প্রথম বৈঠক নফল নামাজ হইলেও ওয়াজেব।

(১২) ফরজ, বেতের ও সুন্নতে মোয়াক্কাদাতে প্রথম বৈঠকে 'আত্তাহিয়াতো' অপেক্ষা বেশী কিছু না পড়া।

(১৩) দুই বৈঠকে দুইবার 'আত্তাহিয়াতো' পড়া ওয়াজেব।

(১৪) এইরূপ যতবার বৈঠক করে, প্রত্যেক বৈঠকে আত্তাহিয়াতো' পড়া। যদি উহার একটি শব্দ ছাড়িয়া দেয়, তবে ছোহছেজদা করিবে।

(১৫) দুইবার 'আছ্ছালামো' শব্দ বলা ওয়াজেব, 'আলায়কুম' শব্দ বলা ওয়াজেব নহে।

(১৬) বেতরে কোন একটি দোওয়া পড়া ওয়াজেব, সাধারণতঃ যে দোওয়া পড়া হয়, খাছ করিয়া উহা পড়া ছুন্নত, যদি উহা ব্যতীত অন্য দোওয়া পড়ে, তবে সকলের মতে ওয়াজেব আদায় হইয়া যাইবে।

(১৭) দোওয়া কুনুতের তকবির দেওয়া (আল্লাহো আকবর বলা) ওয়াজেব।

(১৮) ঈদের ছয় তকবির পড়া ওয়াজেব।

(১৯) ঈদের দ্বিতীয় রাকয়াতে রুকুর তকবির পড়া ওয়াজেব।

(২০) প্রত্যেক নামাজের প্রথমে 'আল্লাহো আকবর' শব্দ বলা ওয়াজেব, উহা ব্যতীত অন্য শব্দে তকবির বলিলে, মকরূহ তাহরিমি হইবে।

(২১) প্রত্যেক জাহেরিয়া (প্রকাশ্য) নামাজে এমামের পক্ষে কেরাত উচ্চ আওয়াজে পড়া ওয়াজেব।

(২২) ছিররিয়া (অ-প্রকাশ্য) নামাজে এমাম ও একা নামাজির পক্ষে চুপে চুপে কেরাত পড়া ওয়াজেব।

[বিঃ দ্রঃ] ফজর, মগরেব ও এশার প্রথম দুই রাকয়াত ফরজ, দুই ঈদ, জুময়া, তারাবিহ ও রমজানের সময়ের বেতের জাহেরিয়া নামাজ। তদ্ব্যতীত সমস্ত নামাজ ছির্রিয়া নামাজ।

(২৩) প্রত্যেক ওয়াজেব ও ফরজকে নিজ নিজ স্থানে আদায় করা ওয়াজেব। যদি কেরাত শেষ করিয়া ভ্রমবশতঃ কিছুক্ষণ দেরী

করিয়া রুকু করে, তবে ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে। এইরূপ যদি রুকুতে গিয়া ছুরা তরক (পরিত্যক্ত) হওয়ার কথা মনে করিয়া দাঁড়াইয়া ছুরা পড়িয়া লয়, তবে পুনরায় রুকু করিয়া ছোহ-ছেজদা আদায় করিবে।

(২৪) রুকু দুইবার না করা ওয়াজেব।

(২৫) ছেজদা তিনবার না করা ওয়াজেব।

(২৬) দ্বিতীয় রাকয়াতের পূর্বে প্রথম রাকয়াতে না বসা।

(২৭) চারি রাকয়াতের নামাজে তৃতীয় রাকয়াতে না বসা।

(২৮) দুই ফরজের কিংবা ওয়াজেব ও ফরজের মধ্যে দুই তছবিহ পরিমাণ বিলম্ব না করা।

(২৯) এমামের কেরাত পড়া কালে, মোক্তাদিদের কিছু না পড়িয়া চুপ করিয়া থাকা ওয়াজেব।

(৩০) অন্যান্য রোকনে মোক্তাদিদের পক্ষে তাঁহার তাঁবেদারী করা ওয়াজেব।

নামাজের ছুন্নতগুলি

(১) তাহ্‌রিমার জন্য দুই হাত দুই কান পর্যন্ত উঠান।

(২) হস্তের অঙ্গুলিগুলি আপন আপন অবস্থায় ত্যাগ করা।

(৩) হাতের তালু ও অঙ্গুলিগুলির পেট কেবলার দিকে করা।

(৪) তকবিরের প্রথম ও শেষ অবস্থাতে মাথা না ঝুকাইয়া সোজা করিয়া রাখা।

(৫) তকবিরের প্রথমে হাত উঠান।

(৬) তকবিরে-কুনুত ও তকবিরে ঈদাএনে দুই কান পর্যন্ত হাত উঠানোর পরে তকবির বলা।

(৭/৮) স্ত্রীলোকের পক্ষে দুই কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠান।

(৯/১০/১১) এমামের পক্ষে 'আল্লাহো আকবার,' 'ছামেয়া'ল্লাহো—লেমান হামেদাহ' ও ছালাম পড়িতে আবশ্যক মত আওয়াজ উচ্চ করা। বিনা আবশ্যকে বেশী আওয়াজ করা মকরূহ।

(১২) তকবিরের পরে ডাহিন হাতের তালুকে বাম হাতের কব্জার জোড়ের উপর রাখা। পুরুষেরা নাভীর নীচে এবং স্ত্রীলোকেরা ও নপুংসকেরা বাম হাতের তালু বুকের নীচে রাখিয়া উহার পৃষ্ঠের উপর ডাহিন হাতের তালুকে রাখিবে।

(১৩) ছানা পড়া। (১৪) আউজোবিল্লাহ পড়া। (১৫) বিছমিল্লাহ পড়া। (১৬) আমিন বলা। (১৭) এই সমস্ত চুপে চুপে পড়া। (১৮) রুকুর তকবির পড়া। (১৯) রুকু হইতে মস্তক উঠান। কামাল প্রভৃতির মনোনীত মতে ইহা ওয়াজেব। (২০) 'ছামেয়া'ল্লাহো-লেমান হামেদাহ' বলা। (২১) রুকুতে তিনবার তছবিহ পড়া। (২২) রুকু অবস্থায় দুই পায়ের এড়িকে মিলাইয়া রাখা। (২৩) রুকু অবস্থায় দুই হাঁটুকে দুই হাতের তালু দ্বারা ধরিয়া রাখা। (২৪) পুরুষের পক্ষে রুকুতে অঙ্গুলীগুলি ফাঁক ফাঁক রাখা। স্ত্রীলোক অঙ্গুলিগুলি ফাঁক ফাঁক রাখিবেনা।

(২৫) পুরুষের পক্ষে দুই পায়ের নলা সোজা করিয়া রাখা।

(২৬) পিঠকে এরূপ সোজাভাবে স্থাপন করা যে, যদি উহার উপর একটি পানির পেয়ালা রাখা হয়, তবে যেন গড়াইয়া না পড়ে।

(২৭) মস্তককে নিতম্বের সমান করা।

(২৮) ছেজদাতে প্রথমে দুই হাঁটু, তৎপরে দুই হাত, তৎপরে চেহারা রাখা।

(২৯) ছেজদা হইতে উঠাকালে প্রথমে চেহারা, তৎপরে দুই হাত, তৎপরে হাঁটু উঠান।

(৩০) দুই হাতে ফাঁক জায়গায় ছেজদা করা।

(৩১) ছেজদাতে পুরুষের পেটকে দুই উরু হইতে, দুই কনুইকে দুই পার্শ্বদেশ হইতে এবং দুই হাতকে জমি হইতে ফাঁক করিয়া রাখা। স্ত্রীলোকের পেটকে দুই উরুর সহিত মিশাইয়া রাখা।

(৩২) ছেজদার তকবির বলা। (৩৩) ছেজদা হইতে মস্তক উঠান, ছহিহ্ মতে ইহা ওয়াজেব। (৩৪) মাথা উঠাইবার সময় তকবির বলা।

(৩৫) ছেজদাতে তিনবার তছবিহ পড়া।

(৩৬) ছেজদাতে দুই হাত ও দুই হাঁটু জমিতে রাখা। অধিকাংশ ফকিহ ইহা ছুন্নত বলিয়াছেন, কেহ কেহ ওয়াজেব বলিয়াছেন।

(৩৭) পুরুষের পক্ষে 'আত্তাহিয়াতো' পড়াকালে বাম পা বিছাইয়া দেওয়া ও ডাহিন পা খাঁড়া করা। (৩৮) স্ত্রীলোকের পক্ষে দুই চুতড়ের উপর বসিয়া পা ডাহিন চুতড়ের নীচে দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া। (৩৯) দুই ছেজদার মধ্যে বসা। (৪০) দুই ছেজদা হইতে উঠিয়া বসা। কেহ কেহ উক্ত কার্যদ্বয়কে ওয়াজেব বলিয়াছেন। (৪১) ছেজদা হইতে উঠিয়া বসিয়া এক তছবিহ্ পরিমাণ দেরী করা। (৪২) বসিয়া দুই হাত দুই উরুর উপর রাখা।

(৪৩) শেষ বৈঠকে নবী (ছা:)-এর উপর দরূদ পড়া। (৪৪) মনুষ্যের নিকট ছওয়াল করা, যাহা অসম্ভব, এইরূপ দোওয়া না করা। (৪৫) মোক্তাদী ও একা নামাজীর 'আল্লাহোম্মা রাব্বানা লাকাল হামদো' বলা। (৪৬) ছালাম কালে ডাহিন ও বামদিকে মুখ ফিরান। (৪৭) প্রথম ডাহিনদিকে মুখ ফিরান। (৪৮) এমাম নামাজীদিগকে, রক্ষক ফেরেশতাগণ ও নেক্কার জ্বেনদিগকে ছালাম করার নিয়ত করা। (৪৯) দ্বিতীয় ছালামকে প্রথম ছালাম অপেক্ষা কম আওয়াজে বলা। (৫০) এমামের ছালামের সঙ্গে মোক্তাদীর ছালাম করা। (৫১) মছবুককে এমামের ছালামের অপেক্ষা করা। (৫২) মোক্তাদির পক্ষে এমামের তকবির পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তকবির

বলা। ইহা এমাম আ'জমের মতে, তাঁহার দুই শিষ্যের মতে এমামের তকবিরের পরে তকবির পড়া। (৫৩) কেয়াম অবস্থাতে দুই পা চারি অঙ্গুলি পরিমাণ ফাঁক করিয়া রাখা। (৫৪) ফজর ও জোহরে তেওয়ালে মোফাছ্ছালের ছুরা পড়া। (৫৫) আছর ও এশার নামাজে আওছাতে মোফাছ্ছালের ছুরা পড়া। (৫৬) মগরেবে কেছারে মোফাছ্ছালের ছুরা পড়া। ছুরা হোজোরাত কিংবা ছুরা মোহাম্মদ, অথবা ছুরা ফাৎহ বা ছুরা কাফ হইতে ছুরা বোরুজ পর্যন্ত তেওয়ালে মোফাছ্ছাল। তথা হইতে লাম ইয়াকোন পর্যন্ত আওছাতে মোফাছ্ছাল তথা হইতে ছুরা নাছ পর্যন্ত কেছারে মোফাছ্ছাল।

(৫৭) জরুরতের সময় যাহা ইচ্ছা হয় পড়া। এইরূপ মোছাফেরের জন্য ব্যবস্থা হইবে।

(৫৮) ফজরে প্রথম রাকয়াত লম্বা করা।

(৫৯) আত্তাহিয়াতো পড়াকালে 'আশহাদো আল্‌লা এলাহা' বলিয়া শাহাদত অঙ্গুলী উঠাইয়া ইশারা করা এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলাকালে উহা নামানো।

(৬০) ফরজের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকয়াতে ছুরা ফাতেহা পড়া।

নামাজের মোস্তাহাবগুলি

(১) দাঁড়ান অবস্থাতে ছেজদার স্থলে, রুকু কালে দুই পায়ের পিঠের দিকে, ছেজদা কালে নাকের অগ্রভাগের দিকে, বসিবার সময় কোলের দিকে ও ছালাম ফিরান কালে কাঁধের দিকে নজর করা।

(২) তকবিরের সময় দুই কব্জাকে আস্তিন হইতে বাহির করা।

(৩) যথাসম্ভব কাশির প্রতিরোধ করা।

(৪) হাই উঠার সময় দাঁতের দ্বারা দুই ঠোঁটকে ধরিয়া হইলেও মুখকে বন্ধ করা। যদি ইহা করিতে না পারে, তবে হাতের কিংবা আস্তিনের দ্বারা মুখকে ঢাকা।

(৫) যদি এমাম মেহরাবের নিকট থাকেন, তবে এমাম ও মোক্তাদীগণের 'হাইয়া আলাছ-ছালাহ' কিংবা 'হাইয়া আলাল-ফালাহ' পড়া কালে দাঁড়ান। যদি এমাম মেহরাবের নিকট না থাকিয়া মছজেদের অন্যস্থলে কিংবা বাহিরে থাকেন এবং পশ্চাতের দিক হইতে আসেন, তবে এমাম যখন যে সারির নিকট উপস্থিত হন, তখন সেই সারির লোক দাঁড়াইবে। আর যদি তিনি সম্মুখের দিক হইতে আসেন, তবে মোক্তাদিদের নজর যখন তাঁহার উপর পড়িবে, তখনই তাহারা দাঁড়াইবে, কিন্তু যদি এমাম নিজেই মছজেদে একামত পড়েন, তবে একামত শেষ করিলে তাহারা দাঁড়াইবে।

(৬) 'ক্বাদ্‌কামাতেছ্‌ ছালাহ' পড়া হইলে, এমামের নামাজ শুরু করা। আর যদি একামত শেষ করা কালে এমাম নামাজ শুরু করেন, ইহাতেও দোষ নেই।

নামাজ নষ্টকারী বিষয়গুলি

(১) স্বেচ্ছায় কিংবা ভ্রমবশতঃ কথা বলিলে, নামাজ বাতীল হয়। এইরূপ সে নামাজে ছিল, ইহা ভুলিয়া গিয়া কথা বলিয়া ফেলিল কিংবা নিদ্রাবস্থায় কথা বলিয়া ফেলিল অথবা সে জানিত না যে, কথা বলিলে, নামাজ ফাছেদ হয়, এইহেতু সে কথা বলিয়া ফেলিল কিংবা কোরআন পড়ার বা জেকের করার ইচ্ছা করিয়াছিল কিংবা কেহ তাহাকে কথা বলিতে বল প্রয়োগ করিল, এজন্য কথা বলিয়া ফেলিল, এই সমস্ত অবস্থাতে নামাজ বাতীল হইবে। দুই অক্ষরের কথা হইলে, যেরূপ নামাজ নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ যদি এক অক্ষরের অর্থ বুঝা যায়, তাহাতেও নামাজ নষ্ট হইবে, যেরূপ আরবি ع ও قِ।

(২) কোন মানুষকে ছালাম করিলে, নামাজ ফাছেদ হইবে।

(৩) ভ্রমবশতঃ কাহারও ছালামের মৌখিক জওয়াব দিলে, নামাজ বাতীল হইবে। যদি ছালামের নিয়তে মোছাফাহা করে, তাহাতেও নামাজ ফাছেদ হইবে।

(৪) বিনা ওজর ও বিনা সঙ্গত কারণে গলা খাঁক্‌রাইলে, যদি দুইটি অক্ষর সৃষ্টি হইয়া যায়, তবে উহাতে নামাজ ফাছেদ হইবে।

আর কাশির জন্য বাধ্য হইয়া গলা খাঁক্‌রাইলে কিংবা আওয়াজকে পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে অথবা এমামের ভ্রম সংশোধন উদ্দেশ্যে বা সে নিজে নামাজে আছে, ইহা অবগত করান উদ্দেশ্যে, গলা খাঁক্‌রাইলে, নামাজ নষ্ট হইবে না।

(৫) মানুষের কথার তুল্য কোন দোয়া করিলে, নামাজ ফাছেদ হয়, যে দোওয়া কোরআন ও হাদিসে নাই এবং উহা বান্দাগণের নিকট তলব করা হয়, উহাকে মানুষের কথার তুল্য বলা হইয়াছে, যথা—খোদা তুমি আমাকে লবণ দাও, তৈল দাও এইরূপ দোওয়াতে নামাজ বাতীল হইয়া যায়।

(৬) কোন বেদনা কিম্বা বিপদের জন্য আহ, ওহ, ওফ, তোফ করিলে, নামাজ বাতীল হইয়া যায়, কিন্তু কোন পীড়িত ব্যক্তি সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া যদি উহা বলিয়া ফেলে তবে নামাজ নষ্ট হইবে না। এইরূপ বেহেশ্‌ত দোজখের ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলে নামাজ নষ্ট হইবে না। হাঁচির জওয়াবে 'ইয়ারহামোকাল্লাহ' বলিলে নামাজ নষ্ট হইবে।

(৭) মন্দ সংবাদ শুনিয়া 'ইন্না লিল্লাহে অইন্না ইলাইহে রাজেউন' বলিলে নামাজ ফাছেদ হয়।

(৮) সুসংবাদ শুনিয়া 'আল্‌হামদো লিল্লাহ্‌' বলিলে ও আশ্চর্য-জনক বিষয় শুনিয়া "ছোব্‌হানাল্লাহ্‌" কিম্বা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌" অথবা 'আল্লাহো আকবর' বলিলে, নামাজ বাতিল হইবে।

(৯) যদি নিজের এমাম ব্যতীত অন্যের কেরাতে লোক্‌মা দেয়, তবে লোক্‌মা দাতার এবং লোক্‌মা গ্রহীতার নামাজ ফাছেদ হইবে। নিজের এমামের নামাজে লোক্‌মা দিলে, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের নামাজ নষ্ট হইবে না।

(১০) পানাহার করিলে নামাজ ফাছেদ হয়; ভ্রমবশতঃ একটি তিল খাইলে; কিম্বা এক বিন্দু পানি পান করিলে; নামাজ বাতীল হইয়া যায়, কিন্তু যদি নামাজীর দাঁতের মধ্যে ছোলা অপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বস্তু লাগিয়া থাকে; তবে উহা গিলিয়া ফেলিলে নামাজ নষ্ট হইবে না।

(১১) কোরআন শরীফ দেখিয়া নামাজ পড়িলে; নামাজ নষ্ট হইয়া যায়: কিন্তু কোন হাফেজ উহা দেখিয়া পড়িলে; তাহার নামাজ নষ্ট হইবে না।

(১২) বেশী আমল করিলে, নামাজ নষ্ট হইয়া যায়; যে কার্য্য করিলে কোন দর্শক দূর হইতে ধারণা করে যে; সে ব্যক্তি নামাজ পড়িতেছে না; এইরূপ কার্য্যকে বেশী আমল বলা হইয়া থাকে।

ইহাই সমধিক ছহিহ্ মত। নামাজের মধ্যে দুই হাত দ্বারা কোন কার্য্য করিলে ; উহা বেশী আমলের মধ্যে গণ্য হইবে। ইহাতে নামাজ নষ্ট হইয়া যাইবে।

(১৩) কোন নামাক বস্তুর উপর ছেজদা করিলে, কিংবা উহার উপর দুই হাত ও হাঁটু রাখিলে, নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে।

(১৪) তিন তছবিহ্ পরিমাণ কোন গুপ্তাঙ্গের এক চতুর্থাংশ নামাজের মধ্যে খোলা থাকিলে কিংবা নামাজ নষ্টকারী পরিমাণ নাপাকি শরীরে লাগিয়া গেলে অথবা নাপাক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলে ; কিংবা স্ত্রীলোকদের সারিতে গিয়া দাঁড়াইলে ; অথবা এমামের অগ্রে দাঁড়াইয়া থাকিলে ; নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে।

(১৫) বিনা ওজরে স্বেচ্ছায় বক্ষকে কেবলার দিক হইতে অন্য দিকে ফিরাইলে ; নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে। আর অন্য কেহ ধাক্কা দিয়া তাহার বক্ষকে কেবলার দিক হইতে অন্য দিকে ফিরাইয়া দিলে এবং তিন তছবিহ্ পরিমাণ অন্যদিকে বুক থাকিলে, নামাজ ফাছেদ হইবে।

(১৬) যদি পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া এক সারি পরিমাণ গমন করে ; তৎপরে এক রোকন পরিমাণ দেরী করে ; তৎপরে একসারি পরিমাণ চলে, তৎপরে এক রোকন পরিমাণ দাঁড়াইয়া থাকে ; এরূপ যতবার করুক ; মছজেদ হইতে বাহির না হওয়া পর্যন্ত নামাজ ফাছেদ হইবে না। আর ময়দানে দুই সারি পর্য্যন্ত চলিলে, নামাজ ফাছেদ হইবে না ; আর তিন সারি পর্যন্ত চলিলে, নামাজ ফাছেদ হইবে। আর যদি একই বারে দুই সারি পর্যন্ত চলে, তবে নামাজ ফাছেদ হইবে।

(১৭) যদি কেহ নামাজীকে ধাক্কা দেয় কিংবা কোন চতুষ্পদ জন্তু তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়, ইহাতে সে কয়েক কদম সরিয়া যাইতে বাধ্য হয় ; কিংবা তাহাকে উঠাইয়া চতুষ্পদের উপর বসাইয়া দেয় ; অথবা নামাজের স্থান হইতে বাহির করিয়া দেয়, তবে নামাজ ফাছেদ হইবে।

(১৮) মনে মনে কোযরের নিয়ত করিলে কিংবা মরিয়া গেলে নামাজ ফাছেদ হইবে। (১৯/২০) উন্মাদ ও অচৈতন্য হইয়া গেলে ; নামাজ নষ্ট হইবে। (২১) কোন একটি রোকন তরক করিয়া উহার কাজা না করিলে ; কিংবা বিনা ওজরে কোন শর্ত্ত তরক করিলে ; নামাজ নষ্ট হইবে। (২২) কোন একটি রোকন এমামের পূর্বে আদায় করিয়া এমামের সহিত শরিক না হইলে ; যথা—কেহ এমামের পূর্বে রুকু করিয়া মস্তক উঠাইল ; কিন্তু তৎপরে এমামের সঙ্গে কিংবা পরে রুকু করিল না এবং এমামের সঙ্গে ছালাম ফিরাইল ; তবে নামাজ ফাছেদ হইবে।

(২৩) ওজু ও গোছলের কোন কারণ উপস্থিত হইলে ; নামাজ ফাছেদ হয়।

(২৪) শেষ বৈঠকের পরে নামাজের মধ্যের ছেজদা ও তেলাওয়াতের ছেজদা মনে পড়িলে, উহা আদায় করিয়া পুনরায় শেষ বৈঠক না করিলে ; নামাজ ফাছেদ হইয়া যাইবে।

(২৫) কোন একটি রোকন নিদ্রিত অবস্থায় আদায় করিয়া উহা না দোহরাইলে নামাজ ফাছেদ হইয়া যায়।

(২৬) মছবুকের এমাম, শেষ বৈঠকের পরে ছালামের পুর্বে উচ্চ শব্দে হাসিলে, মছবুকের নামাজ ফাছেদ হইবে।

(২৭) 'আল্লাহো আকবর' শব্দের প্রথম 'আ'কে বেশী টানিয়া পড়িলে, কিংবা 'আকবর শব্দের 'বার' কে বেশী টানিয়া পড়িলে, নামাজ ফাছেদ হইবে।

(২৮) ছেজদার সময় দুই পা মাটি হইতে উঁচু করিয়া তুলিলে, নামাজ ফাছেদ হয়।

নামাজের মকরূহগুলির বিবরণ

(১) কাপড় কিংবা দাড়ীর সহিত ক্রীড়া করা মক্‌রূহ তাহ্‌রিমি।

(২) ছেজদা যাওয়া কালে সম্মুখের কিংবা পশ্চাতের দিক হইতে কাপড় গোটাইয়া লওয়া মক্‌রূহ তাহ্‌রিমি।

(৩) এরূপভাবে মস্তক কিংবা স্কন্ধদেশে কাপড় লটকান যে, উহার দুই পার্শে ঝুলিতে থাকে, ইহা মক্‌রূহ তাহ্‌রিমি।

(৪) যদি পিরহানের আস্তিনে হাত প্রবেশ না করাইয়া দিয়া উক্ত আস্তিনকে পিঠের উপর স্থাপন করা হয়; তবে উহা মকরূহ তাহ্‌রিমি হইবে। যদি চাদরের কিংবা শালের একদিক স্কন্ধের উপর স্থাপন করে, এবং দ্বিতীয় দিক সম্মুখের কিংবা পশ্চাতের দিকে ছাড়িয়া দেয়, তবে মকরূহ হইবে না।

(৫) আস্তিন কনুই এর উপরে উঠাইয়া নামাজ পড়া মকরূহ তাহ্‌রিমি।

(৬) মলমূত্র ও বায়ুর বেগ থাকা সত্বেও নামাজ পড়া মকরূহ তাহ্‌রিমি হইবে।

(৭) পুরুষের পক্ষে চুলের বেণী বাঁধিয়া নামাজ পড়া মকরূহ, কাহারও মতে তাহ্‌রিমি; কাহারও মতে তাঞ্জিহি।

(৮) কঙ্কর সরাইয়া দেওয়া মকরূহ তাহ্‌রিমি, কিন্তু ছুন্নত অনুসারে ছেজদা আদায় না হইলে; একবার উহা সরান জায়েজ হইবে। আর যদি না সরাইলে ললাটের যে পরিমাণ জমিতে রাখা ওয়াজেব, সেই পরিমাণ রাখা সম্ভব না হয়, তবে উহা সরান ওয়াজেব হইবে।

(৯) অঙ্গুলীগুলি মটকান মকরূহ তাহ্‌রিমি।

(১০) দুই হস্তের অঙ্গুলীগুলি পাঞ্জা করা মকরূহ তাহ্‌রিমি।

(১১) পার্শ্বদেশে হাত রাখা মকরূহ তাহ্‌রিমি।

(১২) সম্পূর্ণ চেহারা কিংবা কতক চেহারা ফিরাইয়া এদিকে ওদিকে দেখা কিংবা আছমানের দিকে দেখা মকরূহ তাহ্‌রিমি। যদি

চেহারা না ফিরাইয়া চক্ষের কোণ দিয়া ইতস্তত: দেখে, তবে মকরূহ তান্‌জিহি হইবে।

(১৩) আত্তাহিয়াতো পড়ার সময় কিম্বা সেজদার মধ্যে কুকুরের তুল্য বসা মকরূহ তাহ্‌রিমি। কুকুরের তুল্য বসার অর্থ—দুই নিতম্বের উপর বসিয়া দুইটি জানু খাড়া করিয়া দুই হাঁটুকে বুকের সহিত মিলাইয়া দুই হাতকে জমিতে রাখা।

(১৪) পুরুষলোকের দুই হাতকে জমির উপর বিছান মকরূহ তাহ্‌রিমি।

(১৫) কোন মানুষের চেহারার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়া মকরূহ তাহ্‌রিমি।

(১৬) এরূপভাবে একখানা কাপড় জড়াইয়া নামাজ পড়া যে, দুই হাত ভিতরে থাকে, উহা মকরূহ তাহ্‌রিমি।

(১৭) এরূপভাবে পাগড়ি বাঁধা যে, উহা মস্তকের মধ্যস্থলে না থাকে, উহা মকরূহ তাহ্‌রিমি।

(১৮) নাক ও মুখ ঢাকিয়া নামাজ পড়া মকরূহ তাহ্‌রিমি।

(১৯) বিনা ওজরে সজোরে শ্লেষ্মা বাহির করা মকরূহ তাহ্‌রিমি।

(২০) স্বেচ্ছায় ঢেকুর তোলা মকরূহ তাহ্‌রিমি।

(২১) জীবন্ত জন্তুর মূর্তি বিশিষ্ট কাপড়ে নামাজ পড়া মকরূহ তাহ্‌রিমি।

(২২) নামাজীর মস্তকের উপর, সেজদার স্থানে, তাহার সম্মুখে, ডাহিন ও বামদিকে জীবন্ত জন্তুর ছবি থাকিলে, নামাজ মকরূহ তাহ্‌রিমি হইবে। পশ্চাতের দিকে উক্ত ছবি থাকিলেও সমধিক প্রকাশ্য মতে মকরূহ হইবে; কিন্তু প্রথম অপেক্ষা কম মকরূহ হইবে।

কাপড়ের মধ্যে ছবি ঢাকা থাকিলে; কিংবা উহার মস্তক কাটা থাকিলে ও মিটাইয়া দেওয়া হইলে বা উহা থলি কিংবা জেবের মধ্যে হইলে; মকরূহ হইবে না।

(২৩) কোরআনের যে তরতিব আছে, উহার বিপরীত পড়া মকরূহ তাহ্রিমি।

(২৪) কোন ওয়াজেব তরক করা, মকরূহ তাহ্রিমি।

(২৫) কেয়াম ব্যতীত অন্যস্থানে কোরান পড়া মকরূহ তাহ্রিমি।

(২৬) রুকুর মধ্যে গিয়া কোরান খতম করা মকরূহ তাহ্রিমি।

(২৭) এমামের পূর্বে রুকু ও সেজদাতে যাওয়া এবং তাহার পূর্বে মস্তক উঠান মকরূহ তাহ্রিমি।

(২৮ পিরহান কিংবা চাদর থাকা সত্বেও কেবল পায়জামা কিংবা তহবন্দ পরিধান করিয়া খালি গায়ে নামাজ পড়া মকরূহ তাহ্রিমি, কিন্তু না থাকিলে মাফ হইবে।

(২৯) কোন মুছল্লি আসিতেছে জানিয়া তাহার খাতিরে এমামের রুকুতে বিলম্ব করা—যদি সে ব্যক্তি পরিচিত হয় এবং তাহার সম্মান করা উদ্দেশ্য হয়, তবে মকরূহ তাহ্রিমি হইবে। আর যদি তাহার সহায়তা কল্পে এক দুই তছবিহ্ পরিমাণ দেরী করে, তবে মকরূহ হইবে না।

(৩০) তাড়াতাড়ি সারির পশ্চাতে 'আল্লাহো আকবার' পড়িয়া শামিল হওয়া; পরে সারিতে দাখিল হইলে, মকরূহ তাহ্রিমি হইবে।

(৩১) জবরদস্তিভাবে কাড়িয়া লওয়া জমিতে, কিংবা অন্যের শস্যপূর্ণক্ষেত্রে অথবা কর্ষণ করা ক্ষেত্রে নামাজ পড়া মকরূহ তাহ্রিমি।

(৩২) কবর সম্মুখে থাকিলে, যদি মধ্যে কোন অন্তরাল না থাকে, তবে নামাজ পড়া মকরূহ তাহ্রিমি হইবে।

(৩৩) কাফেরদের মন্দির কিম্বা গীর্জা ঘরে নামাজ পড়া মকরূহ তাহ্রিমি।

এক্ষণে কতকগুলি মকরূহ তাঞ্জিহির কথা উল্লেখ করা হইতেছে. কোন কোনটিতে মতভেদ থাকিলেও মকরূহ তাঞ্জিহি হওয়ার মত প্রবল।

(১) ছেজদাহ কিম্বা রুকুতে তিন তছবিহ্ অপেক্ষা কম পড়া মকরূহ তাঞ্জিহি, কিন্তু ওয়াক্তের সংকীর্ণতা হেতু কিম্বা রেলগাড়ী চলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইলে মকরূহ হইবে না।

(২) কাজকর্মের কাপড়ে নামাজ পড়া মকরূহ তাঞ্জিহি, যদি তাহার নিকট অন্য কাপড় না থাকে, তবে মকরূহ হইবে না।

(৩) মুখের মধ্যে কোন বস্তু লইয়া নামাজ পড়া বা পড়ান ঐরূপ হইবে, যদি কোরান পড়ার কোন বাধা না হয়।

(৪) শিথিলতা বশতঃ বিনা টুপি নামাজ পড়া মকরূহ তাঞ্জিহি, কিন্তু তাচ্ছিল্য (ঘৃণা) ভাবে ত্যাগ করিলে, কোফর হইবে।

নামাজের মধ্যে টুপি পড়িয়া গেলে, উঠাইয়া লওয়া একহাতে হইলে আফজল হইবে। বারবার পড়িয়া গেলে না উঠান ভাল।

(৫) মস্তকের মাটি কিম্বা ঘাস দূর করা মকরূহ তাঞ্জিহি। যদি তদ্বারা নামাজের মধ্যে চাঞ্চল্য না আসে। আর অহংকার উদ্দেশ্য হইলে মকরূহ তাহ্রিমি হইবে। উহা কষ্টকর ও চিত্ত চাঞ্চল্যকর হইলে, দুরকরাতে দোষ হইবে না।

(৬) ফরজ কিম্বা নফল নামাজের মধ্যে আয়াত, ছুরা কিম্বা তছবিহগুলি অঙ্গুলি সমূহের দ্বারা গণনা করা মকরূহ তাঞ্জিহি, কিন্তু যদি মনে মনে হিসাব রাখে, অথবা অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ দাবাইয়া রাখে, তবে কোন দোষ হইবে না।

(৭) হাত কিম্বা মস্তকের ইশারা করিয়া ছালামের জওয়াব দেওয়া মকরূহ তাঞ্জিহি।

(৮) নামাজের মধ্যে বিনা ওজরে চারি জানু হইয়া বসা মকরূহ তাঞ্জিহি।

(৯) এক দুইবার আঁচল কিম্বা আস্তিন দ্বারা হাওয়া করা মকরূহ তাঞ্জিহি। তিনবার করিলে বেশী আমল বলিয়া গণ্য হইবে এবং নামাজ নষ্ট হইবে। পাখা দ্বারা হাওয়া করিলে নামাজ ফাছেদ হইবে।

(১০) নিয়মিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ কাপড় লম্বা করিয়া নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। হজরত (ছঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমরা নামাজ পড়, তখন যে কাপড় ঝুলিতেছে, উহা উঠাইয়া লও কেননা যে কাপড় জমিতে পড়িবে, উহা দোজখে পুড়িবে।

(১১) হাই তোলা মকরূহ তাঞ্জিহি।

(১২) স্বেচ্ছায় কাশিয়া ফেলা ঐরূপ।

(১৩) গলা খাঁকরান ঐরূপ (যদি দুইটি অক্ষর উচ্চারিত না হয়)।

(১৪) থুথু ফেলাও মকরূহ তাঞ্জিহি।

(১৫) জামায়াতের সারিতে একা নামাজী দাঁড়াইয়া জামাতের বিপরীত কেয়াম ও কউদ করা মকরূহ তাঞ্জিহি।

(১৬) সারিতে স্থান থাকিতেও মোক্তাদীর একা একা সারিতে দাঁড়ান মকরূহ, যদি সম্মুখের সারিতে স্থান না থাকে তবে একা এক সারিতে দাঁড়াইলে, কোন দোষ হইবে না। সম্মুখের সারি হইতে একজনকে টানিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে দাঁড়ান ভাল, কিন্তু জানিত লোককে টানিবে, নচেৎ সে নিজের নামাজ নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

(১৭) ফরজের এক রাকয়াতে কোন একটি আয়াত বারংবার পড়া মকরূহ, ওজর হইলে কোন দোষ হইবে না।

(১৮) এরূপ ফরজের এক রাকয়াতে একই ছুরা বারংবার পড়া মকরূহ, নফলে উহা মকরূহ হইবে না।

(১৯) ছেজদায় যাওয়া কালে হাঁটুর পুর্বে হাত্‌কে জমিতে রাখা মকরূহ।

(২০) ছেজদাহ হইতে উঠিবার সময় বিনা ওজরে হাতের পূর্বে হাঁটু উঠান মকরূহ হইবে।

(২১) রুকুতে মস্তককে পিঠ হইতে উচ্চ কিম্বা নীচু করা মকরূহ।

(২২) বিছ্‌মিল্লাহ, তায়াওয়োজ, ছানা ও আমিন আওয়াজ করিয়া পড়া মকরূহ।

(২৩) তক্‌বীর, তছমিয়াহ ইত্যাদি পড়িতে নিয়মিত স্থান অতিক্রম করা মকরূহ।

(২৪) বিনা ওজরে লাঠি কিম্বা প্রাচীরের উপর ঠেস লাগান মকরূহ।

(২৫) রুকুতে হাঁটুর উপর এবং ছেজদাতে জমির উপর হাত না রাখা মকরূহ।

(২৬) পাগড়ীকে মস্তক হইতে খুলিয়া জমির উপর কিম্বা জমি হইতে উঠাইয়া মস্তকের উপর রাখা মকরূহ।

(২৭) চেহারাতে মাটি না লাগে, এই উদ্দেশ্যে আস্তিন বিছাইয়া উহার উপর ছেজদা করা মকরূহ। অহঙ্কার উদ্দেশ্যে হইলে মকরূহ তাহরিমী হইবে; গরম হইতে বাঁচা উদ্দেশ্যে হইলে দোষ হইবে না।

(২৮) রহমতের আয়াত-স্থলে ছাওয়াল করা ও আজাবের আয়াতে আশ্রয় প্রার্থনা করা এমাম ও মোক্তাদীর পক্ষে ফরজ কিংবা নফল নামাজে মকরূহ।

(২৯) একবার ডাহিন দিকে ও দ্বিতীয়বার বামদিকে ঝুকিয়া পড়া মকরূহ।

(৩০) উঠিবার সময় অগ্রপশ্চাতে দুই পা উঠান মকরূহ।

(৩১) নামাজে চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখা মকরূহ, কিন্তু মন স্থির করার উদ্দেশ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলে দোষ হইবে না।

(৩২) ছেজদাহ ইত্যাদিতে কেবলার দিক হইতে অঙ্গুলীগুলিকে অন্যদিকে ফিরাইয়া রাখা মকরূহ।

(৩৩) এমামকে একা মেহরাবের মধ্যে দাঁড়ান মকরূহ, যদিও তাহার পা মেহরাবের বাহিরে থাকে, কিন্তু যদি স্থান সঙ্কুলান না হওয়ার জন্য মেহরাবের মধ্যে দাঁড়াইতে বাধ্য হয়, তবে কোন দোষ হইবে না।

(৩৪) এমামকে দুই স্তম্ভের মধ্যস্থলে দাঁড়ান মকরূহ।

(৩৫) প্রথম জামাআতের এমামকে মাছজেদের এক কোণে কিম্বা একদিকে দাঁড়ান মকরূহ, ঠিক মাছজেদের মধ্যস্থলে দাঁড়ান ছুন্নত, যদি মধ্যস্থল ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে দাঁড়ায়, তবে দুই দিকের সারি তুল্য হইলেও মকরূহ হইবে।

(৩৬) একা এমামের উচ্চস্থানে দাঁড়ান মকরূহ। উচ্চতার পরিমাণ এই যে, দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টভাবে উচ্চতা পরিলক্ষিত হয়।

(৩৭) এমাম নীচে ও মোক্তাদীগণ উচ্চস্থানে দাঁড়াইলে মকরূহ হইবে। এমামের সঙ্গে কতক মোক্তাদী থাকিলে মকরূহ হইবে না।

(৩৮) কা'বা শরীফ ও মাছজেদের ছাদের উপর নামাজ পড়া মকরূহ।

(৩৯) মাছজেদের কোন স্থানকে নিজের জন্য খাস (নির্দিষ্ট) করিয়া লওয়া মকরূহ।

(৪০) যদি তরবারি ও ধনুক গলায় বন্ধন করিয়া নামাজ পড়ে এবং উহার আন্দোলনে চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তবে নামাজ মকরূহ হইবে।

(৪১) জ্বলন্ত অগ্নির দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িলে মকরূহ হইবে। প্রজ্জ্বলিত ফানুষ ও চেরাগের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িলে মকরূহ হইবে না।

(৪২) যাহা ধরিয়া রাখার আবশ্যক হয়, এমন কোন বস্তু হাতে রাখিয়া নামাজ পড়া মকরূহ।

(৪৩) বিষ্ঠা প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া নামাজ পড়া মকরূহ।

(৪৪) ছেজদাতে দুই উরুকে পেটের সহিত মিলাইয়া দেওয়া মকরূহ।

(৪৫) হাতের দ্বারা মশা মাছি উড়াইয়া দেওয়া মকরূহ, কিন্তু আবশ্যক হইলে, অল্প কার্যের দ্বারা উড়াইতে পারে।

(৪৬) ক্রীড়া কৌতুক ইত্যাদি চিত্ত-চাঞ্চল্যকর বিষয়ের সম্মুখে নামাজ পড়া মকরূহ।

(৪৭) নামাজের জন্য দৌড়ান মকরূহ।

(৪৮) সাধারণ পথে নামাজ পড়া মকরূহ।

(৪৯) আবর্জনা নিক্ষেপ স্থলে নামাজ পড়া মকরূহ।

(৫০) জবাহ করা স্থলে নামাজ পড়া ঐরূপ।

(৫১) গোরস্থানে নামাজ পড়া ঐরূপ।

(৫২) নর্দমাতে নামাজ পড়া ঐরূপ।

(৫৩) গোছলখানাতে নামাজ পড়া ঐরূপ।

(৫৪) আস্তাবলে নামাজ পড়া ঐরূপ।

(৫৫) চতুষ্পদ জন্তু থাকার স্থানে, বিশেষতঃ উট বাঁধার স্থানে নামাজ পড়া মকরূহ।

(৫৬) পায়খানার ছাদের উপর ইত্যাদি স্থানে নামাজ পড়া মকরূহ।

(৫৭) নামাজীর সম্মুখ দিয়া লোক যাওয়ার আশঙ্কা হইলে, ময়দানে বিনা ছোতরা নামাজ পড়া মকরূহ।

নামাজ পড়ার ধারা

নামাজ পড়ার ইচ্ছা করিলে, নামাজের নিয়ত করিয়া দুই হাত উঠাইয়া দুইটি বৃদ্ধা অঙ্গুলী দ্বারা দুই কানের নতি স্পর্শ করিবে, স্ত্রীলোক হইলে তাহার অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগকে দুই কাঁধের বরাবর উঠাইবে। দুই হাত উঠাইবার সময় অঙ্গুলিগুলিকে মিলাইয়া কিম্বা ফাঁক ফাঁক করিয়া রাখিবে না, বরং স্ব স্ব অবস্থায় রাখিবে এবং দুই হাতের তালুকে ও অঙ্গুলিগুলির পেট কেবলামুখী করিয়া রাখিবে। তৎপরে দণ্ডায়মান অবস্থায় 'আল্লাহো আকবর' বলিবে। 'আল্লাহো' শব্দের আলেফকে ও 'আকবর' শব্দের আলেফকে কিম্বা 'আকবর' শব্দের 'বা' অক্ষরকে টানিয়া পড়িবে না, নচেৎ নামাজ নষ্ট হইবে। তকবির শেষ করিয়া পুরুষ লোক নাভীর নীচে ডাহিন হাতের তালুকে বাম হাতের পিঠের উপর রাখিবে এবং ডাহিন হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের কব্জাকে ধরিবে এবং অবশিষ্ট তিন অঙ্গুলিকে বাম হাতের উপর বিছাইয়া রাখিবে। স্ত্রীলোক বুকের উপর ডাহিন হাতের তালুকে বাম হাতের উপর রাখিবে। পা দুইটিকে চারি অঙ্গুলি ফাঁক করিয়া রাখিবে। তৎপরে মনে মনে ছানা পড়িবে, পরে চুপে চুপে 'আউজোবিল্লাহ' পড়িয়া 'বিছমিল্লাহ' বলিয়া ছুরা 'ফাতেহা' পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে ছুরা 'ফাতেহার পূর্বে 'বিছমিল্লাহ' পড়িবে, কিন্তু 'আউজো বিল্লাহ' কেবল প্রথম রাকয়াতে ছুরা 'ফাতেহার পূর্বে পড়িতে হয়। মোক্তাদী হইলে ছানার সঙ্গে আউজোবিল্লাহ ও বিছমিল্লাহ' পড়িতে হইবে না। ছুরা 'ফাতেহা' শেষ হইলে, এমাম ও একা নামাজী ও মোক্তাদী কেরাত শুনিতে পাইলে এবং জেহরী (প্রকাশ্য) নামাজে মোক্তাদীও চুপে চুপে 'আমিন' পড়িবে। তৎপরে অন্য একটি ছুরা কিম্বা তিন আয়াত পড়িবে। তৎপরে রুকুতে যাইবে, রুকুতে ঝুকিবার সঙ্গে সঙ্গে তকবির বলিবে এবং দুই হাতের তালু দ্বারা হাঁটু ধরিয়া ভর দিয়া থাকিবে,

উভয় হাতের অঙ্গুলীগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া কেবলামুখী রাখিবে, দুই পায়ের এড়িকে মিলাইয়া রাখিবে, দুই পায়ের নলাকে সোজাভাবে রাখিবে পৃষ্ঠকে এরূপ সমানভাবে বিছাইবে যে, যদি পিঠের উপর কোন পানির পেয়ালা রাখা হয়, তবে যেন উহা ঠিক থাকে, মস্তক নীচু কিংবা উঁচু করিবে না বরং নিতম্বের বরাবর রাখিবে। দুই বাজুকে ফাঁক করিয়া রাখিবে। দুই হাঁটুকে ধনুকের ন্যায় বাঁকা করিবে না। স্ত্রীলোক রুকুতে অল্প ঝুকিবে, হাঁটুর উপর ভর দিবে না, অঙ্গুলীগুলি খুলিয়া রাখিবে না, বরং দুই হাত মিলাইয়া দুই হাঁটুর উপর ভর না দিয়া রাখিবে, দুই হাঁটুকে বাঁকাইবে এবং দুই বাজুকে ফাঁক করিবে না। হিজড়াগণ স্ত্রীলোকের ন্যায় করিবে। রুকুতে মনে মনে অতি কম তিন তছবিহ পড়িবে, ৫/৭/৯ বার পড়িতে পারে, কিন্তু এমাম হইলে, বেশী লম্বা করিবে না। রুকুতে "ছোব্‌হানা রাব্বিয়াল আজিম" পড়া ছুন্নত। কিন্তু যদি "জোয়" অক্ষর স্থলে "যে" পড়ে, তবে তাহার নামাজ বাতিল হইয়া যাইবে। কাজেই যে ব্যক্তি 'জোয়' পড়িতে না পারে, "ছোব্‌হানা রাব্বিয়াল কারিম" পড়িবে। নূতন ছাপা 'শামী' কেতাব, ১/৪৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রুকুতে পায়ের পৃষ্ঠের দিকে নজর রাখিবে। তৎপরে "ছামেয়াল্লাহো লেমান হামেদাহ" বলিতে বলিতে দুই হাত ঝুলাইয়া দিয়া সম্পূর্ণ সোজাভাবে দাঁড়াইয়া "রাব্বানা-লাকাল্‌-হাম্‌দ্‌" বলিবে। ইহা একা নামাজীর মছলা। এমাম "রাব্বানা লাকাল্‌-হাম্‌দ্‌" বলিবে না শান্তির সঙ্গে দাঁড়াইয়া ছেজদাতে যাইবে, ঝুকিবার সঙ্গে সঙ্গে 'আল্লাহো আকবার' বলিতে বলিতে ছেজদাতে যাইবে, ছেজদাতে প্রথমে দুই হাঁটু, তৎপরে দুই হাত, তৎপরে কপাল, তৎপরে নাক, দুই হাতের মধ্যস্থলে মাটিতে রাখিবে, যেন হাতের বৃদ্ধা অঙ্গুলী তাহার কানের বরাবর থাকে। ছেজদাতে দুই হাতের অঙ্গুলীগুলিকে মিলাইয়া রাখিবে এবং হাত ও পায়ের অঙ্গুলীগুলি কেবলার দিকে করিবে। দুই হাতের তালুর উপর ভর দিবে, দুই বাজুকে দুই পার্শ্বদেশ

হইতে ফাঁক করিবে এবং দুই হাতকে বিছাইবে না, পেটকে দুই উরু হইতে পৃথক রাখিবে। স্ত্রীলোক ছেজদাতে দুই হাতকে ফাঁক করিবে না, দুই হাত বিছাইয়া দিবে এবং পেটকে দুই উরুর উপর বিছাইবে। ছেজদাতে অতিকম তিনবার "ছোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" পড়িবে, ছেজদার সময় নাকের অগ্রভাগের দিকে নজর করিবে। তৎপরে তকবির পড়িতে পড়িতে মস্তক উঠাইবে, এই উঠান কালে প্রথমে কপাল, তৎপরে দুই হাত, তৎপরে দুই হাঁটু উঠাইবে।

তৎপরে এক তছবিহ পরিমাণ বসিয়া তকবির পড়িতে পড়িতে দ্বিতীয় ছেজদাতে যাইবে, উহাতে অতিকম উল্লিখিত প্রকার তিন তছবিহ পড়িয়া তকবির পড়িতে পড়িতে সোজা দাঁড়াইয়া যাইবে, দাঁড়ান কালে বসিবেনা, দুই হাতকে জমির উপর ভর দিবে না। বরং হাঁটুর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবে। এই এক রাকয়াত শেষ হইল।

তারপর দ্বিতীয় রাকয়াতের জন্য দাঁড়াইয়া 'আউজো ও ছোবহানাকা পড়িবে না বরং 'বিছমিল্লাহ', ছুরা 'ফাতেহা' ও অন্য একটি ছুরা বা তিন আয়াত পড়িয়া প্রথম রাকয়াতে যেরূপ রুকু ও ছেজদাহ করা হইয়াছে এবং যাহা যাহা পড়া হইয়াছে, দ্বিতীয় রাকয়াতে সেইরূপ রুকু ছেজদাহ করিবে ও তাহা তাহা পড়িবে। দ্বিতীয় রাকয়াতের দ্বিতীয় ছেজদাহ হইতে তকবির পড়িতে পড়িতে উঠিয়া নিজের বাম পা বিছাইয়া উহার উপর বসিবে এবং ডাহিন পা খাড়া করিয়া রাখিবে, এবং উহার অঙ্গুলীগুলি কেবলার দিকে করিবে, ডাহিন হাতকে ডাহিন উরুর উপর এবং বাম হাতকে বাম উরুর উপর রাখিবে, হাতের অঙ্গুলীগুলি সামান্য ফাঁক করিয়া বিছাইয়া রাখিবে, অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগ দুই হাঁটুর নিকট রাখিবে কিন্তু হাঁটু ধরিবে না। স্ত্রীলোক হইলে নিতম্বের (চুতড়ের) উপর বসিয়া পদদ্বয়কে ডাহিন দিক হইতে বাহির করিয়া দিবে। তৎপরে 'তাশাহোদ' (আত্তাহিয়াতো) পড়িবে, ছহিহ্ মতে 'আশ্‌হাদো আল্‌-লা-এলাহা' বলিয়া শাহাদৎ অঙ্গুলী উঠাইয়া ইশারা করিবে, ইল্লাল্লাহ্ বলিয়া

অঙ্গুলীগুলি উরুর উপর বিছাইবে। দুই রাকয়াতের নামাজ হইলে—আশাহোদ, দরূদ ও দোওয়া মাছুরা পড়িয়া ডাহিন দিকে মুখ ফিরাইয়া "আছ্ছালামো আলায়কুম অরাহমাতুল্লাহ" বলিবে। তৎপর বাম দিকে মুখ ফিরাইয়া উক্ত রূপে ছালাম বলিবে, কিন্তু প্রথমবার অপেক্ষা অল্প আওয়াজে বলিবে। তিন বা চারি রাকয়াতের নামাজ হইলে,—দ্বিতীয় রাকাতে দুই ছেজদা করার পর বসিয়া 'আত্তাহিয়াতো' পড়িয়া তকবির বলিতে বলিতে দাঁড়াইবে। ফরজ নামাজ হইলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকয়াতে 'বিছমিল্লাহ' সহ কেবল ছুরা 'ফাতেহা' পড়িবে, তদ্ব্যতীত বেতের, ছুন্নত, নফল হইলে, ছুরা ফাতেহার পরে অন্য একটি ছুরা পড়িবে। তিন বা চারি রাকয়াত নামাজ শেষ হইলে, বসিয়া 'আত্তাহিয়াতো' দরূদ ও দোওয়া 'মাছুরা' পড়িয়া দুই দিকে ছালাম ফিরাইবে। পরে দুই হাত উঠাইয়া মোনাজাত করিবে; মোনাজাত শেষ হইলে দুই হাতের তালু দ্বারা চেহারা মছহ্ করিবে।

মছবুকের মছলা

যে ব্যক্তি এমামের সঙ্গে প্রথম রাকয়াত না পায়, তাহাকে 'মছবুক' বলা হয়। মছবুক যদি দ্বিতীয় রাকয়াতে এমামের উচ্চ আওয়াজে কোরআন পড়া অবস্থায় তাহার সহিত নামাজে শরিক হয়, তবে ছানা পড়িবে না, বরং এমামের ছালাম ফিরাইবার পরে পরিত্যক্ত রাকয়াতগুলি পড়িবে, সেই সময় 'ছানা' আউজো ও 'বিছমিল্লাহ' পড়িবে। আর এমাম চুপে চুপে কেরাত করিতেছে, এই অবস্থায় মছবুক নামাজে শরিক হইলে 'ছানা পড়িয়া লইবে। যদি এমামকে রুকু কিম্বা ছেজদা অবস্থায় প্রাপ্ত হয়, এক্ষেত্রে যদি তাহার প্রবল ধারণা হয় যে, রুকু কিংবা ছেজদার কোন অংশে শরিক হইতে পারিবে, তবে দাঁড়াইয়া ছানা পড়িয়া লইবে, নচেৎ উহা না পড়িয়া এমামের তাবেদারি করিবে। আর যদি এমামকে বৈঠক অবস্থায় পায়, তবে 'ছানা' পড়িবে না, বরং প্রথম তকবির পড়িয়া নামাজ শুরু করিবে, তৎপরে দ্বিতীয় তকবির পড়িয়া বসিয়া যাইবে। এমামের সঙ্গে যাহা কিছু পায়, তাহাই প্রথমে আদায় করিবে; পরে এমাম ছালাম ফিরাইলে, একটু দেরী করিয়া দাঁড়াইয়া যে কয়েক রাকায়াত পায় নাই, তাহাই পড়িয়া লইবে। মছবুক নামাজী এমামের শেষ বৈঠকে বসিয়া 'আত্তাহিয়াতো' পড়িবে কিন্তু এরূপ ধীরে ধীরে পড়িবে যে, যেন এমামের ছালামের সময় উপস্থিত হয়। দরূদ ও দোওয়া মাছুরা পড়িবে না। যদি ভ্রমবশত: এমামের পূর্বে কিম্বা সঙ্গে ছালাম ফিরাইয়া ফেলে, তবে তাহার পক্ষে ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে না। এমামের পরে ছালাম ফিরাইয়া ফেলিলে, ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে।

মছবুকের কেরাতের হিসাবে প্রথম নামাজ ও 'আত্তাহিয়াতোর' হিসাবে শেষ নামাজ আদায় করিবে। মনে ভাবুন, যদি কেহ মগরেবের এক রাকয়াত পাইয়া থাকে, তবে বাকী যে দুই রাকয়াত আদায় করিবে, দ্বিতীয় রাকয়াত পড়িয়া বসিয়া 'আত্তাহিয়াতো'

পড়িবে, তৃতীয় রাকয়াতে শেষ বৈঠক করিয়া 'আত্তাহিয়াতো' দরূদ ও 'দোওয়া মাছুরা' পড়িবে। এই শেষ দুই রাকয়াতের প্রত্যেক রাকয়াতে ছুরা ফাতেহা ও অন্য একটি ছুরা পড়িবে। এই ব্যক্তির এমামের সঙ্গে একবার ও নিজের দুইবার এই তিনবার বৈঠক করিতে হইবে। যদি সে চারি রাকয়াতের এক রাকয়াত পায়, তবে পরিত্যক্ত তিন রাকয়াতের প্রথম রাকয়াতে ছুরা ফাতেহা ও অন্য একটি ছুরা পড়িয়া বসিয়া 'আত্তাহিয়াতো' পড়িবে। দ্বিতীয় রাকয়াতে ছুরা ফাতেহা ও অন্য একটি ছুরা পড়িবে, কিন্তু বসিবেনা ও আত্তাহিয়াতো পড়িবেনা। তৃতীয় রাকয়াতে কেবল ছুরা ফাতেহা পড়িয়া যথানিয়মে রুকু ছেজদা করিয়া শেষ বৈঠক করিবে ও ছালাম ফিরাইবে। আর যদি চারি রাকয়াতের দুই রাকয়াত পায়, তবে শেষ দুই রাকয়াতে ছুরা ফাতেহা ও অন্য একটি ছুরা পড়িবে। যদি এমামের ছোহ-ছেজদা করার পূর্বেই মছবুক দাঁড়াইয়া পড়ে, তবে যতক্ষণ সে সেই রাকয়াতের ছেজদা না করে, ততক্ষণ বসিয়া পড়িয়া এমামের ছোহ-ছেজদায় শরিক হইবে। আর ছেজদা করিয়া ফেলিলে, উহাতে শরিক হইবে না; নামাজের শেষে ছোহ-ছেজদা করিয়া লইবে।

লাহেকের মছলা

যে ব্যক্তি এমামের সঙ্গে প্রথম রাকয়াতের শরিক হওয়ার পর কোন ওজোরে কিম্বা বিনা ওজোরে সম্পূর্ণ কিম্বা অধিকাংশ নামাজ ফওত করিয়া ফেলে, তাহাকে 'লাহেক' বলা হয়। ওজোর কয়েক প্রকার হইতে পারে, যথা—নামাজের মধ্যে নিদ্রিত হওয়ার জন্য, কিংবা ওজু নষ্ট হওয়ার জন্য, কিংবা লোকের (জনতার) ভিড়ের জন্য, কিংবা খওফের নামাজের জন্য, অথবা মোছাফেরের সহিত এক্তেদা করায়,

তাহার কতক নামাজ ছুটিয়া গিয়াছে। কখনও বিনা ওজোরে নামাজ ছুট হইয়া থাকে যথা—এমামের পূর্বে রুকু ও ছেজদা করিয়া ফেলিলে, ইহাতে উহা বাতিল হইয়া যায়। এইরূপ ব্যক্তির হুকুম, মোক্তাদীর তুল্য হইবে, সে ব্যক্তি কেরাত পড়িবে না ও ছোহ-ছেজদা করিবে না। যাহার ওজু গিয়াছে, সে কাহারও সহিত কথা বলিবে না, ওজু দোহ্‌রাইয়া আসিয়া এমাম যে নামাজ পড়িয়া ফেলিয়াছে, এমাম যে পরিমাণ কেয়াম ও রুকু এবং ছেজদা করিয়াছে, সেই পরিমাণ বিনা কেরাতে আদায় করিয়া, পরে এমামের সহিত শরিক হইবে, এইরূপ যদি এমামের সহিত তকবির পড়িয়া, নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং এমাম এক রাকয়াত পড়িয়া ফেলে, তবে সে জাগরিত হওয়ার পরে, প্রথমে প্রথম রাকয়াত পড়িবে, তৎপরে এমামের সঙ্গে নামাজে শরীক হইতে পারিলে, শরিক হইবে। নচেৎ ঐ ভাবে সমস্ত নামাজ পড়িয়া লইবে। লাহেক ব্যক্তি মছবুক হইলে, এমামের সঙ্গে নামাজ আদায় করিয়া, পরে প্রথম পরিত্যক্ত নামাজ পড়িবে।

ছোহ-ছেজদার বিবরণ

কোন ওয়াজেব তরক করিলে কিংবা পরিবর্ত্তন করিলে, দেরী করিয়া আদায় করিলে, কোন রোকন দেরী করিয়া আদায় করিলে, নিয়মিত স্থলের পূর্বে আদায় করিলে, কিংবা বারংবার করিলে, ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে। ভ্রমবশতঃ এইরূপ তরক করিলে, ছোহ-ছেজদা করিতে হইবে। অধিকাংশ আলেমের মতে স্বেচ্ছায় ওয়াজেব তরক করিলে, ছোহ-ছেজদা করা ওয়াজেব হইবে না। ফরজ ও নফল উভয় নামাজে ছোহ-ছেজদা করা ওয়াজেব হইবে। ছোহ-ছেজদার নিয়ম, কেবল 'আত্তাহিয়াতো' অ-রাছুলুহু পর্যন্ত পড়িয়া

কেবল ডান দিকে ছালাম ফিরাইয়া দুই ছেজদা করিবে। তৎপরে বসিয়া, আত্তাহিয়াতো, দরূদ ও দোয়া মা'ছুরা পড়িয়া' দুই দিকে ছালাম ফিরাইবে।

(১) যদি ফরজের প্রথম দুই রাকয়াতে কিম্বা এক রাকয়াতে ছুরা ফাতেহা পড়া তরক করে, তবে ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে। যদি অন্য একটি ছুরা না পড়ে, তাহা হইলেও ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে।

(২) যদি কেরাতের পূর্বেই রুকু করে, কিম্বা ছেজদার পূর্বে রুকু করে, তবে ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে।

(৩) যদি তা'দিলে আরকান না করে, তবে ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে। যদি তিন-চারি রাকয়াতের নামাজে দুই রাকয়াতে না বসে এবং কোন বৈঠকে-'আত্তাহিয়াতো' না পড়ে, তবে ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে।

(৪) যদি কোন রাকয়াতে দুইবার ছুরা ফাতেহা পড়ে, কিম্বা প্রথম বৈঠকে দুইবার 'আত্তাহিয়াতো' পড়ে, তবে ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে।

যদি প্রথম বৈঠকে 'আত্তাহিয়াতো' অ-রাছুলুহু পর্য্যন্ত পড়িয়া 'আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদিন' পর্যন্ত কিংবা আরো বেশী পড়িয়া ফেলে, তবে ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে।

(৫) যদি দাঁড়াইবার স্থলে বসিয়া যায় কিম্বা বসিবার স্থলে দাঁড়াইয়া যায়, তবে ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে। বসিবার স্থলে যদি একেবারে দাঁড়াইয়া যায়, কিম্বা দাঁড়াইবার নিকট নিকট পৌছিয়া যায়, তবে বসিবে না, শেষে ছোহ-ছেজদা করিয়া লইবে। যদি উক্ত অবস্থায় বসিয়া যায়, তবে এক রেওয়াএতে আছে, নামাজ ফাছেদ (বাতিল) হইয়া যাইবে। 'জয়লয়ি' ইহা ছহিহ বলিয়াছেন। 'কামাল' ও 'বাহরোররায়েক' প্রণেতা বলিয়াছেন, নামাজ ফাছেদ না হওয়া সমধিক যুক্তিযুক্ত মত। ইহা এমাম কিংবা একা নামাজীর বব্যস্থা।

কোন মোক্তাদি দাঁড়াইয়া গেলে, তাহার পক্ষে এমামের তাবেদারি করার জন্য বসিয়া পড়া ওয়াজেব।

আর যদি কেয়ামের নিকট না পৌঁছাইয়া থাকে, তবে বসিয়া যাইবে, ইহাতে ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে না। যদি তাহার শরীরের নিম্ন অর্দ্ধেকাংশ সোজা হইয়া থাকে, তবে কেয়ামের নিকট হওয়া বুঝিতে হইবে। অন্য রেওয়াএতে আছে, যদি দাঁড়াইবার জন্য দুই হাঁটুর উপর উঠিয়া থাকে, তবে বসিয়া যাইবে এবং ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে। আর যদি দুই চুতড় উঠাইয়া থাকে, কিন্তু দুই হাঁটু জমির উপর থাকে এবং এখনও উভয়কে উঠায় নাই, তবে ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে না।

(৬) যদি কেহ 'আত্তাহিয়াতো' পড়িয়া তিন রাকয়াত পড়িয়াছে, কিম্বা চারি রাকয়াত পড়িয়াছে, এই চিন্তা করিতে থাকে, ইহাতে ছালাম ফিরাইতে দেরী হইয়া যায়, তৎপরে চারি রাকয়াত হওয়ার বিশ্বাস জন্মিয়া যায়, তবে তাহার উপর ছোহ-ছেজদা ওয়াজেব হইবে।

(৭) যদি শেষ বৈঠকে না বসিয়া দাঁড়াইয়া যায়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ছেজদাতে না যায়, বসিয়া যাইবে এবং ছোহ-ছেজদা করিবে। আর ছেজদা করিয়া ফেলিলে, তাহার নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে, ইচ্ছা করিলে উহার সহিত আর এক রাকয়াত যোগ করিয়া লইতে পারে, উহা নফল হইয়া যাইবে। এবং নামাজ পুনরায় পড়িতে হইবে।

মোসাফেরের নামাজ

বৎসরের খুব ছোট দিবসে মধ্যম চলনে প্রভাত হইতে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়া পর্যন্ত পথ চলিলে, যে পরিমাণ পথ অতিক্রম করা যায়, এইরূপ তিন দিবসের পথ যাওয়ার ইচ্ছা করিয়া বাড়ী হইতে রওয়ানা হইয়া, পল্লী কিংবা শহর ও তৎসংলগ্ন শহরতলী অতিক্রম করিয়া গেলে, 'মোসাফের', হইবে। সমুদ্রে নৌকাযোগে তিন দিবসের পথ এইভাবে অতিক্রম করিলে, মোসাফের হইবে যে, যদি বায়ু প্রবল না হয় এবং একেবারে বন্ধ না থাকে, বরং মধ্যম ধরণে চলিতে থাকে। মধ্যম চলনের অর্থ, উটের কিংবা মানুষের চলন বুঝিতে হইবে। ইহাই মধ্যম চলন। পাহাড়ের তিন দিবসের চলন, ইহা অপেক্ষা কম পথ হইবে, কেননা পাহাড়ে একবার উপরের দিকে উঠিতে হয়, একবার নীচে নামিতে হয়, একবার সংকীর্ণ পথে চলিতে হয় এবং একবার শক্ত জমিতে চলিতে হয়, ইহা সমতল জমিতে চলা অপেক্ষা অল্প পথ হইবে। গো-গাড়ীতে চলার পথ ধরিলে হইবে না, কেননা ইহা অতি দেরীতে চলে।

ঘোড়ার চলন দ্রুতগামী পিয়নের চলন ধরিলে হইবে না, কেননা ইহা অতি দ্রুতগমনশীল হইয়া থাকে। সমুদ্রে নৌকার চলন ধরিতে হইবে, ষ্টীমার ও জাহাজ যাহা ষ্টীমযোগে অতি দ্রুতভাবে চলে, উহার চলন ধরিলে হইবে না। ট্রেনের চলন ধরিলে হইবে না, ইহা ইঞ্জিনযোগে অতি দ্রুত চলিয়া থাকে। নৌকাযোগে চলিতে গেলে, সমস্ত রাত্র দিবা চলা জরুরী নহে। বরং মাল্লাহ মাঝিরা যে সময় বিশ্রামের জন্য নৌকা বাঁধিয়া থাকে, উহা বাদ দিয়া তিন দিবসের চলন ধরিতে হইবে।

যদি উট কিংবা মানুষের মধ্যম চলনে তিন দিবসের পথ হয়, কিন্তু দ্রুতগামী ঘোড়া দ্বারা দুই দিবসে বা এক দিবসে, তথায়

উপস্থিত হইতে পারে, তবে 'কছর' করিতে হইবে। এই হিসাবে ট্রেন ও ষ্টীমারের মছলা হইবে। 'জাহেরে—রেওয়াএতে' মাইলের হিসাব ধরিতে হইবে না। অধিকাংশ 'মাশায়েখ' মাইলের হিসাব ধরিয়াছেন, ইহাতে মতভেদ হইলেও ফতওয়া গ্রাহ্য মতে ৫৪ মাইল তিন দিনের ছফরের পথ হইবে। ট্রেন ও ষ্টীমারের যাত্রীরা জরুরতের জন্য এই ৫৪ মাইলকে ছফরের পথ ধরিয়া লইবে। মোছাফের ব্যক্তি চারি রাকায়াত ফরজ নামাজকে দুই রাকয়াত পড়িবে, এই 'কছর' পড়া ওয়াজেব।

এই কছর ত্যাগ করিলে, গোনাহগার হইবে। ভয়ের স্থান হইলে, ছুন্নত ত্যাগ করিবে, শান্তি ও নিরাপদ স্থানে ছুন্নত পড়িয়া লইবে। যদি কোন মোছাফের এক শহর বা পল্লীতে ১৫ দিবস থাকার নিয়ত করে, তবে চারি রাকয়াত ফরজ পড়িতে হইবে। যদি সমুদ্রে কিংবা জনশূন্য দ্বীপে কিংবা দুই স্থানে ১৫ দিবস থাকার নিয়ত করে, তবে একামতের নিয়ত ছহিহ হইবে না, চারি রাকয়াত ফরজ স্থলে তাহাকে দুই রাকয়াত ফরজ পড়িতে হইবে। 'বাহরোর রায়েকে' মোজতাবা হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, নৌকার মাঝি ও মাল্লাহ্‌গণ মোছাফের হইবে, তাহাদের নৌকা স্বদেশ হইবে না। যদি কেহ কোন শহরে বহু বৎসর থাকে, কিন্তু ১৫ দিবস থাকার নিয়ত না করে, তবে 'কছর' পড়িতে হইবে। মোকিম ব্যক্তি মোছাফের এমামের পশ্চাতে এক্তেদা করিতে পারে। এমাম দুই রাকয়াতে ছালাম ফিরাইয়া বলিবে, তোমরা নিজেদের নামাজ পূর্ণ কর, কেননা আমি 'মোছাফের'। মোক্তাদীগণ বাকী দুই রাকয়াত পড়িয়া লইবে, কিন্তু ছুরা ফাতেহা পড়িবে না ও ছোহছেজদা আদায় করিবে না।

মোছাফের মোক্তাদী, মোকিম এমামের পশ্চাতে নামাজ পড়িলে, পূর্ণ চারি রাকয়াত পড়িবে।

পীড়িতের নামাজ

যদি পীড়িত ব্যক্তি দাঁড়াইতে অক্ষম হয়, কিংবা দাঁড়াইতে গেলে, পীড়া বেশী হয়, অথবা উহা দেরীতে সুস্থ হয়, বা মস্তক ঘুরিয়া পড়ে, অথবা বেদনা অনুভূত হয়, তবে বসিয়া রুকু ও সেজদা করিয়া নামাজ পড়িবে। সামান্য একটু কষ্ট হইলে, কেয়াম ত্যাগ করা জায়েজ হইবে না। যদি কিছু সময় কেয়াম করিতে পারে, কিংবা কেবল তক্‌বির পড়া পরিমাণ, কেয়াম করিতে পারে, অথবা কেরাতের কতকাংশ পর্যন্ত কেয়াম করিতে পারে, তবে তাহাই করিবে, নচেৎ নামাজ ফাছেদ (নষ্ট) হওয়ার আশংকা আছে।

যদি দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে গেলে, প্রস্রাব জারি হয়, কিংবা জখমের রক্ত বাহির হয়, অথবা কেরাত করিতে পারেনা, তবে বসিয়া নামাজ পড়িবে।

কোন বস্তুর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিলে, তাহাই করিবে। দাঁড়াইতে না পারিলে, যে ভাবে বসা সম্ভব হয়, সেই ভাবে বসিয়া পড়িবে। সোজা হইয়া বসিতে না পারিলে, যে কোন বস্তুর উপর ঠেস লাগাইয়া বসিবে, এক্ষেত্রে শায়িত অবস্থায় পড়িলে, জায়েজ হইবে না। যদি কেয়াম, রুকু ও ছেজদা করিতে অক্ষম হয়, তবে বসিয়া ইশারা করিয়া রুকু ও ছেজদা করিবে। ছেজদার ইশারা রুকুর ইশারা অপেক্ষা একটু নীচু করিবে, উভয় ইশারা সমান করিলে, জায়েজ হইবে না। যদি রুকু ও ছেজদা করিতে অক্ষম হয়, কিন্তু কেয়াম করিতে পারে, তবে বসিয়া ইশারা করিয়া রুকু ও ছেজদা করা মোস্তাহাব হইবে। আর যদি দাঁড়াইয়া ইশারাতে রুকু ও ছেজদা করে, তবে তাহাও জায়েজ হইবে।

ইশারাকারীর জন্য কাষ্ঠ কিংবা বালিশ সম্মুখে রাখা ; যেন উহার উপর ছেজদা করিতে পারে ; তবে মকরূহ হইবে। কিন্তু যদি ছেজদার ইশারা রুকুর ইশারা অপেক্ষা নত হয়, তবে জায়েজ হইবে, কিন্তু গোনাহগার হইবে। যদি মস্তক ঝুকান না হয়, বরং একখানি কাষ্ঠ তাহার চেহারার উপর সংলগ্ন করা হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে না। যদি জমির উপর বালিশ রাখা হয় এবং উহার উপর ছেজদা করে তবে জায়েজ হইবে। যদি চেহারাতে (কপালে) জখম থাকে ; তবে ইশারাতে ছেজদা করিলে, জায়েজ হইবে না, বরং নাকের উপর ছেজদা করিবে।

যদি বসিয়া নামাজ পড়িতে অক্ষম হয়, তবে চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া দুই পা কেবলার দিকে করিয়া ইশারাতে রুকু ও ছেজদা করিবে। তাহার মস্তকের নীচে একটি বালিশ রাখিবে, যেন উপবেশনকারীর ভাবাপন্ন হয় এবং ইশারাতে রুকু ছেজদা করার বেশী সুযোগ হয়। বদি ডাহিন কাৎ হইয়া শয়ন করিয়া চেহারাকে কেবলার দিকে করিয়া ইশারা করিয়া রুকু ও ছেজদা করে, তবে উহা জায়েজ হইবে, কিন্তু প্রথম নিয়মটি উত্তম। আর ষদি ডাহিন দিকে কাৎ হইতে না পারে, তবে বাম কাৎ হইয়া ইশারা করিয়া রুকু ও ছেজদা করিবে, কিন্তু চেহারা যেন কেবলার দিকে থাকে। আর ষদি মস্তক দ্বারা ইশারা করিতে না পারে, তবে 'জাহেরে রেওয়াএত' অনুসারে ফরজ রহিত হইয়া যাইবে, দুই চক্ষু ও ভ্রূ দ্বারা ইশারা করা অগ্রাহ্য। পীড়া কম হইলে, উহা কাজা করিতে হইবে কি না ? যদি এক দিবস ও রাত্রির অধিক সময় পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকে ; তবে কাজা করিতে হইবে না। ইহার কম হইলে, কাজা করা ওয়াজেব হইবে, ইহা অবিকল অচৈতন্য থাকার মছলা।

যদি পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত বেহুশ হইয়া থাকে, তবে উহার কাজা করিতে হইবে। আর ইহা অপেক্ষা অধিক সময় পর্যন্ত বেহুশ থাকিলে, কাজা করিতে হইবে না। উন্মাদের এইরূপ অবস্থা।

যদি কোন হিংস্র জন্তু কিংবা মানুষ দেখিয়া ভয় পাইয়া, এক দিবারাত্রির অধিক বেহুশ অবস্থায় থাকে, তবে সকলের মতে কাজা করিতে হইবে। যদি মদ, ভাং ও কোন ঔষধ খাইয়া এক দিবস ও রাত্রির অধিক বেহুশ থাকে, তবে কাজা করিতে হইবে। যদি এক দিবস ও রাত্রির অধিক নিদ্রিত থাকে, তবে কাজা করিবে।

কাজা নামাজের বিবরণ

ইচ্ছা করিয়া কিংবা ভ্রম বশতঃ অথবা নিদ্রিত থাকার জন্য নামাজ ফওত হইয়া গেলে, উহার কাজা করিতে হইবে। মোছাফের তাহার দেশে যে চারি রাকয়াত ফরজ নামাজ ফওত হইয়াছিল, বিদেশে উহার কাজা পড়িতে ইচ্ছা করিলে, চারি রাকয়াত কাজা আদায় করিবে। বিদেশে যে দুই রাকয়াত ‘কছর’ ফরজ নামাজ ফওত হইয়াছিল, বাটীতে উহার কাজা পড়িতে ইচ্ছা করিলে, দুই রাকয়াত কাজা আদায় করিবে। ফরজের কাজা ফরজ, ওয়াজেবের কাজা ওয়াজেব। কাজার কোন নির্দিষ্ট সময় নাই, তাহার সমস্ত বয়স উহার সময় হইবে। কেবল সূর্য্য উদয় হওয়ার, সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার ও সূর্য্য দ্বিপ্রহরের সময় কাজা নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না।

জামায়াতের সঙ্গে কাজা আদায় করিতে হইলে, জাহ্‌রিয়া নামাজে এমাম উচ্চ আওয়াজে কেরাত পড়িবে। আর যদি একা পড়ে, তবে উচ্চ আওয়াজে পড়িতে পারে, চুপে চুপেও পড়িতে পারে, উচ্চ আওয়াজে পড়া আফজল। আর জোহর ও আছরের কাজা পড়িতে হইলে, একা কিম্বা এমামের চুপে চুপে কেরাত পড়া ওয়াজেব।

যদি একা নামাজি কোন জাহ্‌রিয়া নামাজকে দিবসে কাজা করিতে চাহে, তবে কি করিবে? ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, "হেদায়া" কেতাবে আছে, তাহাকে চুপে চুপে পড়িতেই হইবে। অন্যান্য বহু

কেতাবে আছে, জাহরিয়া ভাবে পড়িতে পারে এবং আস্তে আস্তে পড়িতেও পারে। ইহাই ছহিহ মত।

কাজা নামাজ ও ওয়াক্তিয়া নামাজের মধ্যে তরতিব লক্ষ্য রাখা ফরজ। এমন কি যদি কেহ কাজা নামাজ আদায় না করিয়া ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করে, তবে ওয়াক্তিয়া নামাজ বাতিল হইবে। এইরূপ ফরজ ও বেতেরের মধ্যে তরতিব লক্ষ্য রাখা ফরজ। যেমন :

যদি কেহ ফজরের নামাজ পড়িতে গিয়া মনে পড়ে যে, বেতের পড়ে নাই।

তখনই বেতের নামাজ কাজা পড়িয়া লইয়া তারপর ফজরের নামাজ পড়িবে।

নচেৎ ফজরের নামাজ বাতিল হইবে।

কয়েকটি কারণে তরতিব রহিত হইয়া যায় :—

(১) কাজার কথা ভুলিয়া গিয়া ওয়াক্তিয়া পড়িয়া ফেলিলে, ওয়াক্তিয়া জায়েজ হইবে।

(২) ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় যদি কাজা পড়িতে যায়, তবে ওয়াক্তিয়া কাজা হইয়া যাইবে, এক্ষেত্রে প্রথমে ওয়াক্তিয়া পড়িবে, পরে সুযোগ মত কাজা পড়িয়া লইবে।

(৩) ছয় ওয়াক্ত কিংবা তারও বেশী ওয়াক্ত নামাজ কাজা থাকিলে, প্রথমে ওয়াক্তিয়া পড়া জায়েজ হইবে। পরে কাজা নামাজ পড়িয়া লইবে।

জুময়ার বিবরণ

নিম্নোক্ত লোকদের পক্ষে জুময়া ফরজ নহে। (১) মোছাফের, (২) পীড়িত, (৩) গোলাম, (৪) স্ত্রীলোক, (৫) বালক, (৬) উন্মাদ, (৭) অন্ধ, (৮) খঞ্জ, ইহাদের ব্যতীত সকলের উপর জুময়া ফরজ।

(বিঃ দ্রঃ—জুময়ার নামাজের নিয়ত ২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

জুময়ার প্রসিদ্ধ শর্ত্ত ৬টি

(১) বাদশাহ বা তাঁহার নায়েবের উপস্থিতি, ইহা জরুরি শর্ত্ত নহে। মুছলমান বাদশাহ থাকিলে, তাঁহার বা তাঁহার নায়েবের উপস্থিতি ওয়াজেব। না থাকিলে, মুছলমানগণ কোন লোককে কাজী স্থির করিয়া লইয়া জুময়া ও ঈদ কায়েম করিবেন।

(২) শহর বা শহরতলী হওয়া। যে স্থানে এত অধিক সংখ্যক জুময়া নামাজের যোগ্য মুছলমানগণের বাস হয় যে, যদি তাহারা তথাকার বড় মাছজেদে সমবেত হয়, তবে তাহাদের উহাতে স্থান সঙ্কুলান না হয়, এক্ষেত্রে উক্ত স্থানটি শহর বলিয়া গণ্য হইবে। শহরের লোকেরা দফন ও ঘোড়দৌড় ইত্যাদি কার্য্যের জন্য যে স্থানে যাতায়াত করে, উহাকে শহরতলী বলা হয়। ইহা এমাম আজম ও আবু ইউছুফ ছাহেবদ্বয়ের রেওয়াএত, এই রেওয়াএতের উপর অধিক সংখ্যক ফকিহ্ ফৎওয়া দিয়াছেন।

(৩) জোহরের সময়, (৪) খোৎবা, (৫) জামায়াত, এমাম ব্যতীত তিনজন হওয়া, (৬) সর্বসাধারণের তথায় উপস্থিতির বাধা না থাকা।

এক তছবিহ্ পরিমাণ খোৎবা ফরজ, দুইটি খোৎবার মধ্যে একটি ছুন্নত। জুময়ার দিবস শহরে জামায়াত করিয়া জোহর পড়া মকরূহ। আত্তাহিয়াতো বা ছোহ-ছেজদার মধ্যে এমামের সহিত জামায়াতে শরীক হইলেও জুময়ার ফরজ আদায় হইবে। কিন্তু পরিত্যক্ত দুই রাকয়াত ঐ অবস্থায় উঠিয়া পড়িয়া লইবে।

এমাম মিম্বরে বসিলে, ছুন্নত নামাজ পড়া মকরূহ্ তাহ্রিমি। আজানের জওয়াব দেওয়া ও অছিলার দোওয়া পড়া সমধিক ছহিহ মতে বিনা কারাহাত জায়েজ হইবে।

ছুন্নত পড়িতে শুরু করার পরে এমাম মিম্বরের উপর বসিলে, কি করিবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, সমধিক ছহিহ্ ও ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে উহা শেষ করিবে। ইহা দুই রাকায়াতের ব্যবস্থা। চারি

রাকায়াতের মধ্যে তৃতীয় রাকায়াতের ছেজদা করিয়া থাকিলে, চারি রাকয়াত পড়িয়া শেষ করিবে। নচেৎ বাসয়া সালাম ফিরাইবে, কিম্বা শেষ করিবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। খোতবা পড়ার সময় পানাহার, তছবিহ্ পাঠ করা বা কোন প্রকার কথা বলা হারাম, বরং নিস্তব্ধ ভাবে গোতবাহ্ শ্রবণ করা ওয়াজেব। ঐ সময়ে পয়সার বাক্স চালানোও নিষিদ্ধ।

জামায়াত

উহা পুরুষের পক্ষে ছুন্নতে মোয়াক্কাদাহ, অতি কম দুইজন হইলে, জামায়াত হইবে। কেহ কেহ উহা ওয়াজেব বলিয়াছেন, ইহা অধিকাংশ আলেমের মত। পীড়িত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, এক হাত-পা কাটা অবশ রোগী, অতি বৃদ্ধ, অক্ষম ও অন্ধের উপর উহা ওয়াজেব নহে। বৃষ্টি, কর্দম, অতিরিক্ত শীত, ঝটিকা ও বেশী অন্ধকারের জন্য উহার ওয়াজেব হওয়া রহিত হইয়া যায়। এমামতের যোগ্য ব্যক্তি, যে ব্যক্তি নামাজের আহ্কাম বেশী জানে, ফাহেশা কার্যকলাপ হইতে পরহেজ করে এবং ছুন্নত কেরাত পরিমাণ কোরআন স্মরণ রাখে, সেই ব্যক্তি সমধিক এমামতের যোগ্য। তৎপরে সমধিক কেরাত তত্ত্ববিদ্, তৎপরে সমধিক বয়োবৃদ্ধ, তৎপরে সমধিক চরিত্রবান, এমামতের সমধিক যোগ্যপাত্র। দাস, জঙ্গলী, ফাছেক ও হারামজাদার এমামত মকরুহ, অন্ধ ব্যক্তির এমামত মকরূহ, কিন্তু দাস ও অন্ধ ব্যক্তি বড় আলেম হইলে, মকরূহ হইবে না। যে বেদয়াতী ব্যক্তি কোফরের দরজায় না পৌঁছিয়াছে, তাহার এমামত মকরূহ।

যে বেদ্য়াতী ব্যক্তি কোফরের দরজায় না পৌঁছিয়াছে, তাহার এমামত জায়েজ নহে। স্ত্রীলোকদের জামায়াত মকরূহ তাহ্রিমী। স্ত্রীলোক ও নাবালেগের এমামত জায়েজ হইবে না। কারীর এক্তেদা উম্মির পশ্চাতে বা যে ব্যক্তি একটি অক্ষর শুদ্ধ করিয়া পড়িতে পারে

না, তাহার পশ্চাতে কারীর এক্তেদা জায়েজ হইবে না। মছবুক ও লাহেকের পশ্চাতে এক্তেদা ছহিহ্ হইবে না। উলঙ্গের পশ্চাতে ও যে ব্যক্তি রুকু ও সেজদা করিতে পারেনা, তাহার পশ্চাতে এক্তেদা জায়েজ নহে। নফল পাঠকারীর পশ্চাতে অর্থাৎ ফরজ পাঠকারী ব্যক্তির এক্তেদা করা জায়েজ নহে। তায়াম্মম সহ নামাজ পাঠকারীর পশ্চাতে অজুকারীর, মছহ্ কারীর পশ্চাতে, শরীর ধৌতকারীর ও বসিয়া নামাজ পাঠকারীর পশ্চাতে, দাঁড়াইয়া নামাজ পাঠকারীর, এক্তেদা ছহিহ্ হইবে। যে পথে গাড়ী যাতায়াত করে, এইরূপ পথ অন্তরাল থাকিলে, যেখানে নৌকা চলিতে পারে, উহা অন্তরাল থাকিলে কিম্বা ময়দানে দুই সারি বা ততোধিক ফাঁক থাকিলে, এক্তেদা সহিহ্ হইবেনা।

তারাবিহ্ নামাজ

এশার নামাজের পরে ও বেতেরের পূর্বে রমজানের প্রতি রাত্রে বিশ রাকয়াত তারাবিহ্ নামাজ পড়িতে হয়, দুই দুই রাকয়াত পড়িয়া ছালাম ফিরাইবে, চারি রাকয়াত অন্তর দোওয়া পড়িয়া মোনাজাত করিবে। বিশ রাকয়াত তারাবিহ্ শেষ করিয়া তিন রাকয়াত বেতর ও দুই রাকয়াত নফল পড়িবে। রমজানে তারাবিহ্ নামাজে এক খতম কোরআন পড়া সুন্নত, ইহার সুযোগ না হইলে প্রত্যেক রাকয়াতে ছুরা ফাতেহার পরে একটি একটি ছুরা পড়িবে। অথবা প্রত্যেক রাকয়াতে ছুরা এখলাছ পড়িবে। এই নামাজ ছুন্নতে মোয়াক্কাদা।

তারাবিহ্ নামাজের নিয়ত :—

رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى o

(বিঃ দ্রঃ—রোজা ১৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উচ্চারণ :—রাকয়া'তায় ছালাতিত্তারাবিহে ছুন্নাতে-রাছুলিল্লাহে তায়া'লা। মোক্তাদী হইলে, এক্তেদার নিয়ত করিবে।

চারি রাকয়াতের পরের দোওয়া :—

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ
وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ ۔
سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا
سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ o

উচ্চারণ :—"ছোব্হানা জিল্ মুল্কে অল্ মালাকুৎ, ছোব্হানা জিল্ ইজ্জাতে অল্ আজ্মাতে অল্ হায়বাতে অল্ কোদ্রাতে অল্ কিবরিয়ায়ে অল্ জাবারুত। ছোব্হানাল মালেকেল হাইয়েল লাজি লা-ইয়ানামো অলা-ইয়ামুতো আবাদান আবাদা। ছুব্বুহুন কুদ্দুছোন রাব্বোনা অরাব্বোল মালায়েকাতে অর্রুহ্।"

অনুবাদ :—আমি বাহ্য ও আত্মিক জগতের অধিপতির পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। আমি সম্ভ্রমের অধিপতি, গৌরবান্বিত, ত্রাস উৎপাদনকারী, শক্তিশালী, মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালীর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। আমি চির জীবন্ত, অনাদিকাল পর্যন্ত নিদ্রাবিহীন ও অমর সম্রাটের পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। তিনি পূর্ণ নির্দোষও নিষ্কলঙ্ক (পাক), আমাদের প্রতিপালক এবং ফেরেশ্তাগণের ও আত্মার পালনকর্ত্তা।"

ইহার পরে নিম্নলিখিত মোনাজাত করিবে :—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ

يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ

يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ

الرَّاحِمِيْنَ ٥

উচ্চারণ :—"আল্লাহুম্মা ইন্না নাছ্-আলোকাল জান্নাতা, অ-নাউজোবেকা মিনান্নার, ইয়া খালেকাল জান্নাতে অন্নার, বেরাহ্মাতেকা ইয়া আজিজো, ইয়া গাফ্ফারো, ইয়া কারিমো, ইয়া ছাত্তারো, ইয়া রাহিমো, ইয়া খালেকো, ইয়া বারেঁা। আল্লাহুম্মা আজেরনা মিনান্নারে, ইয়া মুজিরো, ইয়া মুজিরো, ইয়া মুজিরো, বেরাহ্মাতেকা ইয়া আর্হামার রাহেমিন।"

অনুবাদ :—"হে আল্লাহ নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট বেহেশত প্রার্থনা করিতেছি ও তোমার নিকট দোজখ হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছি, হে বেহেশত ও দোজখের স্বৃষ্টিকর্ত্তা। হে পরাক্রমশালী, হে মহা ক্ষমাকারী, হে সর্ব্বপ্রদাতা, হে দোষ গোপনকারী, হে মহা দয়াশীল, হে স্বৃষ্টিকর্ত্তা, হে মহোপকারী। হে আল্লাহ, তুমি নিজ দয়াগুণে আমাদিগকে দোজখ হইতে মুক্তি প্রদান কর, হে উদ্ধার কর্ত্তা, হে উদ্ধার কর্ত্তা. হে উদ্ধার কর্ত্তা। নিজ দয়া পরবশে, হে দয়াশীলদিগের শ্রেষ্ঠতম দয়াশীল।"

তাহাজ্জোদ নামাজের বিবরণ

শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব লিখিয়াছেন, এই নামাজ চারি রাকয়াত হইতে বার রাকয়াত, কিন্তু শামী প্রণেতা বলেন, উহার উপরি সংখ্যা ৮ রাকয়াত। বার রাকয়াত পড়িতে ইচ্ছা করিলে, প্রথম রাকয়াতে ছুরা ফাতেহার পরে ১২ বার ছুরা এখলাছ, দ্বিতীয় রাকয়াতে ১১ বার ছুরা এখলাছ, এইরূপ প্রত্যেক রাকয়াতে এক এক'ার কম করিতে করিতে শেষ রাকয়াতে একবার মাত্র ছুরা এখলাছ পড়িবে। আর প্রত্যেক রাকয়াতে ছুরা এখলাছ তিন তিনবার পড়িলেও যথেষ্ট হইবে।

তাহাজ্জোদ প'ড়িতে উঠিয়া নামাজের পাটিতে দাঁড়াইয়া ১০ বার 'আল্লাহো আকবর', ১০ বার 'আলহামদো লিল্লাহ', ১০ বার 'ছোবহানাল্লাহ', ১০ বার আছতাগফেরুল্লাহ', ১০ বার 'আল্লাহুম্মাগ্‌ফেরলী', অহ্‌দেনী, অর্‌জোক্‌নী, অ-আ'ফেনী'।

ض

১০ বার 'আউজো বিল্লাহে মিন দিকেল মাকামে ইয়াওমাল্‌ কেয়ামাহ' পড়িবে। তারপর দুই রাক্‌য়াত তাহাজ্জোদ নামাজ ছুন্নতে মোয়াক্কাদা বলিয়া নিয়ত করিতে হইবে। প্রত্যেক চারি রাকয়াত পড়িয়া মোনাজাত করিবে।

তাহাজ্জোদ নামাজ ছুন্নত কিংবা মোস্তাহাব, ইহাতে মতভেদ হইলেও সমধিক ছহিহ্‌ মতে ছুন্নতে মোয়াক্কাদা।

এশ্‌রাকের নামাজ

দুই কিম্বা চারি রাকয়াত নামাজ সূর্য্য দুই নেজা পরিমাণ উঠিলে, 'রাকয়াতায়-ছালাতেল এশ্‌রাক' নিয়তে পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে তিন তিনবার ছুরা এখলাছ পড়িবে।

চাশ্‌ত নামাজ

সূর্য্য গরম হওয়ার পরে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চার, কিম্বা আট

ض

অথবা ১২ রাকয়াত নামাজ 'আরবায়া রাকয়াতে ছালাতেদ্দোহা' নিয়তে পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে তিন তিনবার ছুরা এখ্লাছ পড়িবে।

আওয়াবিন নামাজ

মগরেবের নামাজের পর ছয় কিম্বা ২০ রাকয়াত নামাজ, প্রত্যেক রাকয়াতে তিন তিনবার ছুরা এখলাছ সহ 'ছালাতোল-আওয়াবিন' নিয়তে পড়িবে।

ছালাতোত্তছবিহ্

চারি রাকয়াত নামাজ 'ছালাতোত্তছবিহ্' নিয়তে প্রত্যেক রাকয়াতে ৭৫ বার "ছোবহানাল্লাহ, অলহাম্‌দো লিল্লাহ, অলা-এলাহা ইল্লাল্লাহ, অল্লাহো আকবর" সহ পড়িবে। ছানা পড়ার পরে ১৫ বার, ছুরা পড়িয়া ১০ বার, রুকুতে ১০ বার, রুকু হইতে মস্তক উঠাইয়া ১০ বার, প্রথম ছেজদাতে ১০ বার, প্রথম ছেজদা হইতে মস্তক উঠাইয়া ১০ বার এবং দ্বিতীয় সেজদাতে ১০ বার, এইরূপে ৭৫ বার উক্ত দোওয়া প্রত্যেক রাকয়াতে পড়িবে।

কছুফ নামাজ

সূর্য্য গ্রহণ হইলে, জুময়ার এমাম জামায়াত সহ দুই কিম্বা চারি রাকয়াত নামাজ 'ছালাতোল-কছুফ' নিয়তে চুপে চুপে খুব লম্বা কেরাত সহ পড়িবে। জামায়াত না হইলে, একা একা এই নামাজ পড়িবে। নামাজ অন্তে সূর্য্য গ্রহণ দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত জেকর, তছবিহ, তহ্‌লিল্ ও এস্তেগফার পড়িতে থাকিবে। ইহা ছুন্নত।

খছুফ নামাজ

চন্দ্র গ্রহণ হইলে, একা একা নিজ গৃহে দুই রাকয়াত নামাজ 'ছালাতোল খছুফ' নিয়তে পড়িবে।

ছালাতোত্তওবা

গোনাহ্ করিয়া ফেলিলে, মা'ফি পাওয়ার জন্য প্রথমে গোছল করিয়া দুই রাকয়াত নামাজ পড়িয়া বহুবার তওবা-এস্তেগ্‌ফার করিয়া

অনুতাপ করিবে ও ভবিষ্যতে এইরূপ কার্য না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবে এবং মোনাজাত করিয়া ক্ষমা চাহিবে।

এস্তেছকার নিয়ম

যদি অনাবৃষ্টিতে ফসলের ব্যাঘাত জন্মে, তবে বহু মুছলমান কোন ময়দানে সমবেত হইয়া, বহুবার তওবা-এস্তেগ্‌ফার, রোদন-ক্রন্দন করিবে এবং দুই জানু পাতিয়া নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে :—

يَا رَبِّ يَا رَبِّ اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا

اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ○

উচ্চারণ :—"ইয়ারাব্বে, ইয়ারাব্বে, আল্লাহুম্মা আগেছনা, আল্লাহুম্মা আগেছনা, আল্লাহুম্মা আগেছনা, আল্লাহুম্মা আগেছনা, আল্লাহুম্মা ছাইয়েবান নাফেয়ান।"

অনুবাদ :—"হে আমার প্রতিপালক, হে আমার প্রতিপালক, হে খোদা তুমি আমাদিগকে পানি দ্বারা শান্তি দাও, হে আল্লাহ, তুমি আমাদিগকে পানি দ্বারা তৃপ্তি প্রদান কর। হে আল্লাহ, তুমি আমাদের করুণ কামনা পূর্ণ কর, হে আল্লাহ, তুমি আমাদের সকাতর প্রার্থনা মঞ্জুর কর। হে খোদা, তুমি আমাদের সবিনয় আরজ পূর্ণ কর। হে খোদা, ফলদায়ক মুষলধারে বারিপাত কর।"

নামাজ পড়িতে ইচ্ছা করিলে, একা একা পড়িবে।

ঈদোল ফেৎরের নামাজ

নিয়ত :—

رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبِ

اللهِ تَعَالٰى ○

উচ্চারণ :—"রাক্য়া'তায় ছালাতে ঈদেল-ফেত্‌রে মায়া' ছেত্তাতে তাক্‌বিরাতেন ওয়াজেবিল্লাহে তা'য়ালা।"

ঈদোল আজহার নামাজ

নিয়ত :—

رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْاَضْحٰى مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى ٥

ض

উচ্চারণ :—"রাক্য়া'তায় ছালাতে ঈ'দেল-আদ্‌হা মায়া' ছেত্তাতে তাক্‌বিরাতেন ওয়াজেবিল্লাহে তায়া'লা।"

দুই ঈদের নামাজ বিনা আজান ও একামতে পড়িবে। নিয়ত করিয়া তকবির পড়িয়া তাহ্‌রিমা বাঁধিবে, তৎপরে ছানা পড়িয়া তিনবার 'আল্লাহো আকবর' বলিবে, প্রত্যেকবারে তকবির পড়াকালে কান পর্যন্ত হাত উঠাইবে এবং হাত নাভীর নীচে না বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে। তৃতীয় তকবীরের পর হাত ছাড়িয়া দিবেনা, অমনি হাত বাঁধিয়া "আউজো-বিল্লাহ্‌ ও বিছমিল্লাহ্‌" পড়ার পর ছুরা ফাতেহা ও অন্য একটি ছুরা পড়িয়া রুকু ও সেজদা করিবে। দ্বিতীয় রাকয়াতে ছুরা ফাতেহা ও অন্য ছুরা পড়ার পর উল্লিখিত প্রকারে তিন তকবির বলিবে এবং রুকুর তকবির বলিয়া রুকুতে যাইবে। দুই রাকয়াত নামাজ শেষ করিলে, এমাম দুই খোৎবা পড়িবেন।

শওয়াল চাঁদের প্রথম দিবস সূর্যোদয় হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এমামের সঙ্গে দুই রাকয়াত নামাজ পড়া ওয়াজেব, ইহাই ঈদোল-ফেতরের নামাজ। জেলহাজ্জ চাঁদের দশম দিবসে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যে নামাজ পড়া হয়, উহাকে ض ঈদোল-আদ্‌হা নামাজ বলা হয়। ঈদোল-ফেতরের নামাজ কোন ওজরে প্রথম দিবসে পড়িতে না পারিলে, দ্বিতীয় দিবস পড়িবে। বিনা ওজরে ফওত হইয়া গেলে

দ্বিতীয় দিবস উহা পড়িবে না। দ্বিতীয় দিবস ওজরে কিম্বা বিনা ওজরে উহা ফওত হইয়া গেলে, তৃতীয় দিবস উহা পড়িবে না।

বকরাঈদের নামাজ ওজরে কিম্বা বিনা ওজরে ফওত হইয়া গেলে, দ্বিতীয় দিবস পড়িবে। দ্বিতীয় দিবস ওজরে, কিম্বা বিনা ওজরে ফওত হইয়া গেলে, তৃতীয় দিবস পড়িবে। ঈদের দিবস প্রাতে মেছওয়াক করা, গোছল করা, সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা ও উৎকৃষ্ট কাপড় পরিধান করা মোস্তাহাব। ঈদোল-ফেতরে ছদ্‌কায়ে ফেতর দেওয়া ছাহেবে-নেছাবের পক্ষে ওয়াজেব হইলেও বাটী হইতে বাহির হওয়ার পূর্বে উহা আদায় করা মোস্তাহাব। উক্ত ঈদোল-ফেতরের প্রাতে কিছু মিষ্টান্ন খাওয়া মোস্তাগাব। বকরাঈদের দিবসে ঈদের নামাজের পরে খাওয়া মোস্তাহাব, যদি কেহ ঈদের পূর্বে খাইয়া ফেলে, তবে কোন দোষ হইবে না। ঈদোল-ফেতরের দিবস পথিমধ্যে চুপে চুপে 'তক্‌বিরে-তাশ্‌রিক' পড়িতে পড়িতে যাইবে, পক্ষান্তরে বকরা-ঈদের দিবস উচ্চ আওয়াজে উহা পড়িতে পড়িতে যাইবে। ঈদের দিবস ঈদের নামাজের পূর্বে গৃহে বা ঈদগাহে কোন নফল নামাজ পড়িবে না, এমনকি স্ত্রীলোকেরা বাটিতে চাশ্‌তের নামাজ পড়িতে ইচ্ছা করিলে, ঈদগাহে এমামের নামাজ শেষ হইলে পড়িবে। ঈদের নামাজের পরে ঈদগাহে কোন নফল নামাজ পড়িবে না, কিন্তু গৃহে গিয়া পড়িতে পারে, বরং চারি রাকয়াত নফল পড়া মোস্তাহাব।

ময়দানে ঈদের নামাজ পড়িতে যাওয়া ছুন্নতে মোয়াক্কাদা। ঈদের ছয় তকবির ওয়াজেব যদি কোন মোক্তাদী প্রথম তিন তকবির পড়িতে না পারে, এমনকি এমাম উক্ত মোক্তাদীর তিন তকবির পড়ার পূর্বেই রুকু করিয়া থাকে, তবে মোক্তাদী দাঁড়াইয়া ঐ তিন তকবির পড়িবে

না, বরং রুকুতে গিয়া তিন তকবির পড়িয়া লইবে। এইরূপ যদি এমাম তিন তকবির পড়ার পূর্বে রুকু করিয়া থাকে, তবে এমাম দাঁড়াইবে না, বরং রুকুতে তিন তকবির পড়িয়া লইবে। ইহা 'মতনে' আছে শরহাতে আছে যে, পরিত্যক্ত তকবির পড়িতে হইবে না; উভয় মতকে ছহিহ্‌ ও জাহেরে রেওয়াএত বলা হইয়াছে।

জামায়াতের নামাজের পরে ৯ই জেলহাজ্জ ফজর হইতে ১৩ই জেলহাজ্জের আছর পর্যন্ত এক একবার 'তকবিরে-তাশরিক' পড়া ওয়াজেব, একাধিকবার পড়া আফজল। ঈদের নামাজের পরেও উহা পড়িবে। তকবিরে-তাশরিক এই :—"আল্লাহো আকবার, আল্লাহো আকবার, লা-এলাহা ইল্লাল্লাহো আল্লাহো আকবার, আল্লাহো আকবার অলিল্লাহেল-হাম্‌দ্‌।"

যে ব্যক্তি কোরবাণী করিতে চাহে, তাহার পক্ষে কোরবাণীর পূর্বে চুল মুণ্ডন বা কর্ত্তন বা নখ কর্ত্তন না করা মোস্তাহাব।

জুময়ার নামাজের যেরূপ ছয়টি শর্ত্ত আছে, ঈদের নামাজেও সেইরূপ খোৎবা ব্যতীত পাঁচটি শর্ত্ত আছে। ঈদের খোৎবা ছুন্নত। জুময়ার খোৎবা নামাজের পূর্বে পড়িতে হয়, কিন্তু ঈদের খোৎবা নামাজের পরে পড়িতে হইবে।

জানাজা নামাজ

নিয়ত :—

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ
فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ
وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

উচ্চারণ :—"নাওয়ায়তো আন ওয়াদ্দিয়া আরবায়া' তকবীরাতে

ض

ছালাতেল জানাজাতে ফারদেল কেফায়াতে, আছ্ছানায়ো লিল্লাহে তায়া'লা অছ্ছালাতো আলান নাবিয়ে অদ্দোয়া'য়ো লেহাজাল মাইয়েতে মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কা'বাতেশ শারিফাতে আল্লাহো আকবার।"

স্ত্রীলোকের লাশ হইলে লেহাজাল মাইয়েতের স্থলে লেহাজিহিল মাইয়েতে বলিবে।

মোক্তাদিগণ উক্ত শব্দের পর অর্থাৎ লেহাজাল বা লেহাজিহিল মাইয়েতে শব্দের পর "এক্তেদায়তো বেহাজাল ইমামে মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কা'বাতেশ শারিফাতে আল্লাহো আকবর" **১ম তকবির** বলিয়া দুই হাত উঠাইয়া দুই কানের নতি স্পর্শ করিয়া তাহ্রীমা বাঁধিবে।

তারপর 'ছানা' পড়িবে, কেবল অ-তায়া'লা জাদ্দোকার' পর 'অজাল্লা ছানায়োকা' যোগ করিবে।

তারপর **২য় তকবির** 'আল্লাহো আকবর' বলিয়া আত্তাহিয়াতোর পরের দরূদ পড়িয়া **৩য় তকবির** 'আল্লাহো আকবর' বলিয়া নিম্নলিখিত দোওয়া পড়িবে :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا
وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ
مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ
عَلَى الْاِيْمَانِ ٥

উচ্চারণ :—"আল্লাহুম্মাগ ফের লেহাইয়েনা অ-মাইয়েতেনা অ-শাহেদেনা অ-গায়েবেনা অ-ছগিরেনা অ-কাবিরেনা অ-জাকারেনা

অ-ওনছানা। আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়ায়তাহু মিন্না ফা আহ্য়েহি আলাল ইছলাম। অমান তাওয়াফ্ফায়তাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান।"

এই দোওয়া পড়িয়া চতুর্থ তকবির 'আল্লাহো আকবর' বলিয়া দুই হাত ঝুলাইয়া দিয়া ছালাম ফিরাইবে।

অর্থ—"হে খোদা, তুমি আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, বালক ও বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোককে মা'ফ কর। হে আল্লাহ্, আর আমাদের মধ্যে যাহাকে জীবিত রাখিয়াছ, তাহাকে ইছলামের উপর জীবিত রাখ। আর আমাদের মধ্যে যাহাকে মারিয়া ফেল, তাহাকে ঈমানের সহিত মারিয়া ফেল।"

যদি কেহ উক্ত দোওয়া পড়িতে না পারে, তবে বলিবে :—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلَهٗ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ○

উচ্চারণ :—আল্লাহুম্মাগফির লানা অ-লেওয়ালেদিনা অ-লাহু, ওয়ালিল মো'মেনিনা অল মো'মেনাত।"

অর্থ :—"হে আল্লাহ, তুমি আমাদিগকে, আমাদের পিতা মাতাকে, উক্ত মৃতকে এবং ইমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে মা'ফ কর।"

মৃত ব্যক্তি শিশু হইলে তৃতীয় তকবির উচ্চারণ করার পরে এই দোওয়া পড়িবে :—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا
وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ○

উচ্চারণ :—আল্লাহুম্মাজ্য়া'লহো লানা ফারাতাঁও অজয়া'লহো লানা আজরাঁও অ-জোখরাঁও অজয়া'লহো লানা শাফেয়াঁও অ-মোশাফ্ফায়া'। এই দোওয়া পড়িয়া চতুর্থ তকবির পড়িয়া দুই হাত ঝুলাইয়া দিয়া ছালাম ফিরাইবে।

অর্থ:—“হে আল্লাহ, উহাকে আমাদের অগ্রগামী কর এবং উহাকে আমাদের পুরস্কার ও সম্বলের উপলক্ষ কর এবং আমাদের জন্ম উহাকে সুপারিশ কারী ও শাফায়াত গ্রাহ্য কর।

মৃত নাবালেগা কন্যা হইলে ‘আল্লাহুম্মাজ্‌য়ালহো লানা’ এবং ‘অজ্‌য়ালহোলানা’ স্থলে ‘আল্লাহুম্মাজ য়ালহা’ এবং অ্‌জয়াল্‌হা’ বলিবে এবং “শাফেয়াঁও” স্থলে “শাফেয়াতাঁও” আর “মোশাফ্‌ফায়া” স্থলে “মোশাফ্‌ফায়াত” বলিবে।

মৃতের শেষ কার্য ও গোছল

মৃত্যুকালে তাহাকে তওবা করাইবে, কলেমা তালকিন করাইবে। উত্তর শিয়রে ডান কাৎ অবস্থায় কেবলামুখী করিয়া শোওয়াইবে। চিৎ করিয়া শোওয়াইলে দুই পা কেবলার দিকে করিয়া দিবে ও মস্তকটি একটু উচ্চ করিয়া দিবে। কলেমা তালকিনের অর্থ, তাহার সম্মুখে কলেমা তৈয়েবা পড়িবে, কিন্তু উহাকে পড়িতে হুকুম করিবে না। মৃত্যু হইলে, তাহার চক্ষুদয় বন্ধ করিয়া দিবে, হাত পা টানিয়া সোজা করিয়া দিবে, চোয়াল এরূপ ভাবে বাঁধিয়া দিবে, যেন মুখ খোলা না থাকে, নচেৎ উহার মধ্যে কোন কীট ও পানি প্রবেশ করিতে পারে। পেটের উপর কোন লৌহের বস্তু রাখিবে, যদি লাশ ফুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয়। তাহার নিকট সুগন্ধি দ্রব্য আনিবে, হায়েজ ও নেফাছ ওয়ালী স্ত্রীলোকেরা ও নাপাক ব্যক্তিরা তথা হইতে চলিয়া যাইবে। একখানা তক্তাতে বেজোড় ৩/৫/৭ বার লোবানের ধোঁয়া দিয়া উহার উপর শোওয়াইবে। তাহার গলিজা ও খফিফা আওরত ঢাকিয়া মরনের পরেই পরিধেয় কাপড় খুলিয়া লইবে। প্রথমে তাহাকে ওজু করাইয়া দিবে, কিন্তু কুলি করাইবে না ও নাকের মধ্যে পানি দিবে না।

গোছল দেওয়ার নিয়ম:—কেহ কেহ বলিয়াছেন, অঙ্গুলীতে ন্যাকড়া জড়াইয়া তাহার দাঁতগুলি, উহার উপরিস্থ মাংসগুলি ও দুই ঠোঁটের নিম্নস্থ মাংসগুলি মুছিয়া দিবে ও উহা নাকের মধ্যে প্রবেশ

করাইয়া মুছিয়া দিবে। ওজুতে প্রথমে দুই হাতের কব্জা ধোওয়াইবেনা, বরং প্রথমে চেহারা ধৌত করাইবে, পরে দুই হাত ধৌত করাইবে, পরে মস্তক মছ্হ করাইবে, পরে দুই পা ধোওয়াইবে। কুলের পাতা দ্বারা, অভাবে বিশুদ্ধ পানি দ্বারা লাশকে গোছল দিবে, প্রথমে মস্তক ও দাড়ীকে খৎমি কিম্বা সাবান দ্বারা ধৌত করাইবে, পরে খাটের বা তক্তার উপর বাম কাৎ করিয়া শোওয়াইয়া ডাহিন দিকে তিনবার ধুইয়া ফেলিবে। তৎপরে তাহাকে কিছু ঠেস দিয়া আস্তে আস্তে তাহার পেট মালিশ করিবে, যাহা কিছু বাহির হয়, তাহা ধুইয়া ফেলিবে। তারপর তাহাকে ডাহিন কাৎ করাইয়া শোওয়াইয়া বামদিকে তিনবার ধুইয়া ফেলিবে। তৎপরে একখানা কাপড় দ্বারা সমস্ত অঙ্গ মুছিয়া ফেলিবে। তৎপরে তাহার মস্তক ও দাড়ীতে আতর লাগাইবে, কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পায়ে কর্পূর লাগাইয়া দিবে। তাহার চুলে চিরুণী করিবে না, তাহার চুল ও নখ কাটিয়া দিবে না। গোছলের সময় তাহার কানে ও মুখে তুলা দিয়া রাখিলে, দোষ হইবে না। তাহার দুই হাত বুকের উপর রাখিবে না, বরং দুই পার্শ্বে রাখিয়া দিবে। স্বামী স্ত্রীকে গোছল দিবে না ও স্পর্শ করিবে না, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পারিবে। স্ত্রী স্বামীকে গোছল দিতে পারে। স্ত্রীলোকের অভাবে এগানা পুরুষ লোকও কোন স্ত্রীলোককে গোছল দিতে পারিবে না, বরং হাতে কাপড় জড়াইয়া তায়াম্মুম করাইয়া দিবে। এগানা না থাকিলে, বেগানা পুরুষলোক হাতে কাপড় জড়াইয়া তায়াম্মুম করাইয়া দিবে। এইরূপ স্বামী হাতে কাপড় জড়াইয়া স্ত্রীকে তায়াম্মুম করাইয়া দিবে।

কাফনের বিবরণ

পুরুষের ছুন্নত কাফন তিন কাপড় ; ইজার, লেফাফা ও পিরহান। ইজার মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা হইবে। লেফাফা ঐ পরিমাণ লম্বা হইবে। পিরহান গলা হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা হইবে। লেফাফা এইরূপ লম্বা হইবে যেন মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত আবৃত করিতে পারে।

স্ত্রীলোকের ছুন্নত কাফন পাঁচ কাপড়. উপরোক্ত ইজার, লেফাফা ও পিরহান, চতুর্থ, মস্তক আবরণ (খেমার বা মুইবন্দ), ইহা তিন হাত লম্বা হইবে। পঞ্চম, খেরকা (ছিনাবন্দ), ইহা অতি কম বক্ষঃদেশ হইতে নাভি পর্য্যন্ত প্রস্থ হইবে। বক্ষ হইতে উরু পর্য্যন্ত প্রস্থ হইলে, অতি উত্তম। আঃ শাঃ।

কাফনের নিয়ম :—পুরুষের কাফনের ইজার ও লেফাফা (দুইটি) চাদর প্রথমে বিছাইবে, তদুপরি পিরহান্ বিছাইবে। লাশকে প্রথমে পিরহানে আবৃত করিয়া প্রথম চাদরটি বাম দিক হইতে অগ্রে মুড়িবে। তৎপরে ডাহিন দিক হইতে মুড়িবে, অবশেষে শেষ চাদরটি উপরোক্ত প্রকারে মুড়িবে।

স্ত্রীলোকদের ছিনাবন্দটি সমস্ত কাপড়ের নীচে বিছাইবে, তদুপরি দুইটি চাদর (ইজার ও লেফাফা) বিছাইবে, তদুপরি পিরহান রাখিবে, প্রথমে লাশকে পিরহানে আবৃত করিবে, পরে মস্তকের কেশগুলি দুই অংশ করতঃ বুকের উপর রাখিয়া মুইবন্দ দ্বারা আবৃত করিবে, তৎপরে উক্ত নিয়মে দুইটি চাদর মুড়িয়া ছিনাবন্দটি সর্বোপরি মুড়িবে।

বালেগ প্রায় বালক-বালিকার কাফন, বালেগ-বালেগার তুল্য তিন অথবা পাঁচ কাপড় দিতে হইবে। শিশু বালকের কাফন তিন কাপড় হইলে ভাল, দুই বা এক বস্ত্রেও হইতে পারে। শিশু বালিকার কাফন দুই বা তিন কাপড়েও হইতে পারে। গর্ভস্রাব হইলে, উহাকে একখানা বস্ত্রে আবৃত করিবে। মৃতের শরীরের একাংশ অথবা বিনা মস্তকে শরীরের অর্দ্ধেকাংশ পাওয়া গেলে, উহাকে এক কাপড়ে আবৃত করিবে।

[illegible] জানাজাহ্ ও দফন

জানাজাহ্ [illegible]াজের কয়েকটি শর্ত্ত, রোকন ও ছুন্নত আছে। উহার নয়টি শর্ত্ত আছে—(১) মৃত ব্যক্তির মুছলমান হওয়া। (২) জানাজার এমামের শরীর ও মৃতের শরীর পাক হওয়া। (৩) উভয়ের কাপড় পাক হওয়া। (৪) মৃতকে যে বস্তুর উপর রাখা হয়, উহার এবং এমামের দাঁড়াইবার স্থান বা বিছানা পাক হওয়া। (৫) উভয়ের ছতর আবৃত হওয়া। (৬) জানাজা পাঠকারীর কেবলাহ্‌র দিকে মুখ করা। (৭) উক্ত ব্যক্তির জানাজার নিয়ত করা। (৮) লাশটি এমামের সম্মুখে কেবলাহ্‌র দিকে থাকা। (৯) এমামের বালেগ হওয়া।

জানাজা নামাজের দুইটি রোকন আছে—

(১) চারি তকবির পাঠ করা। (২) দাঁড়াইয়া নামাজ পাঠ করা। উহার তিনটি ছুন্নত আছে :—(১) ছানা পড়া, (২) কোন একটি দরূদ পড়া, (৩) কোন একটি দোওয়া পড়া।

জানাজা নামাজের প্রথম তকবিরে কর্ণমূল পর্যন্ত দুই হাত উঠাইতে হইবে, বাকী তিন তকবিরে হাত উঠাইতে হইবে না।

অলীর বিনা হুকুমে জানাজা অসিদ্ধ।

যে সন্তানটি জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, উহার নিয়মিত গোছল, জানাজা ও দফন করিতে হইবে। মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, উহাকে গোছল দিয়া একখানা কাপড়ে আবৃত করিয়া বিনা জানাজায় দফন করিবে। গর্ভস্রাব হইলে যদি সন্তানের কোন অঙ্গ পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে উপরোক্ত নিয়ম পালন করিবে। যদি উহার কোন অঙ্গ পূর্ণ না হইয়া থাকে, তবে উক্ত মাংসপিণ্ডকে গোছল দিবে না। কোন রেওয়াএতে গোছল দিবার কথা আছে। নিয়মিত ভাবে উহার দফন, কাফন ও জানাজা পাঠ করিবে না, বরং একখানি কাপড়ে আবৃত করিয়া একটি গর্ত্তে প্রোথিত করিবে। এমাম মৃতের বুকের সমান স্থানে দাঁড়াইবে। লাশকে গোরের পশ্চিমাংশ হইতে

গোরে নামাইবে। লাশকে গোরে নামাইবার সম
পড়িবে :—

بِسْمِ اللهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

উচ্চারণ :—"বিছ্‌ মিল্লাহে অ-আলা মিল্লাতে রাছুলিল্লাহ।"

অর্থ—"আল্লাহ্‌র নামে এবং রাছুলে খোদার দ্বীনের উপর (লাশকে দফন করিলাম।")

মৃতের মুখ কেবলাহ্‌র দিকে ফিরাইয়া রাখিবে। স্ত্রীলোককে গোরে নামান পর্যন্ত একখণ্ড চাদর দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে।

স্ত্রীলোকের লাশকে তাহার অতি ঘনিষ্ট আত্মীয়গণ কবরে নামাইবে, তাহাদের অভাবে বৃদ্ধ বা পরহেজগার লোকেরা নামাইবে। গোরকে কটিদেশ পরিমাণ গভীর করিয়া খনন করিবে। বক্ষঃ ও মস্তক পরিমাণ গভীর হইলে, আরও উত্তম। বোগলী কবর খনন করা ছুন্নত, কবরে নিম্নদেশে পশ্চিম দিকে লাশ থাকার পরিমাণ গর্ত্ত খনন করা, যেন উহার মধ্যে লাশ থাকিতে পারে, ইহাকে বোগলী কবর বলে। মাটি নরম হইলে সিন্দুক কবর করিলে, দোষ হইবে না। কবরের উপরিস্থ মাটি এক বিঘতের অধিক উচ্চ করা নিষিদ্ধ।

দাফনের পূর্বে জানাজা পড়িতে না পারিলে, তিন দিবসের মধ্যে গোরের নিকট কোন ব্যক্তি জানাজা পড়িবে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ "দফন কাফন" নামক কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

রোজা

রোজা কয়েক প্রকার :—(১) ফরজ, রমজানের রোজা বা উহার কাজা। (২) কাফ্‌ফারার রোজা। (৩) মানসার রোজা, শেষোক্ত দুইটি ওয়াজেব রোজা। (৪) ১০ই মোহার্রামের (আশুরার) রোজা, ইহা ছুন্নত। (৫) প্রত্যেক মাসের ১৩/১৪/১৫ই তারিখের রোজা, (বিঃ দ্রঃ—তারাবিহ্‌ নামাজ ১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

[illegible] সোমবারের রোজা। (৭) ৯ই জেলহজ্জ (আরফার) [illegible] প্রথম ৯ দিবসের রোজা। (৮) শওয়ালের ৬টি রোজা। এই রোজাগুলি মোস্তাগব। সোমবার, শুক্রবার বা আশুরার একটি রোজা রাখিবে না, উহার সহিত অন্য একটি রোজা যোগ করিবে।

রমজান, নির্দ্দিষ্ট তারিখের মানসা ও নফল রোজাতে সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করিলে, ছহিহ্ হইবে, কিন্তু রমজানের কাজা, অনির্দ্দিষ্ট তারিখের মানসা ও কাফ্ফারার রোজাগুলিতে ফজরের পূর্বে নিয়ত করিতে হইবে।

রমজানের রোজা ফরজ, ইহার প্রত্যেক দিবস অন্তরে (মনে মনে) নিয়ত করা ফরজ, মৌখিক নিয়ত করা মোস্তাহাব।

রোজার নিয়ত :—

نَوَيْتُ اَصُوْمَ غَدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى عَزَّوَجَلَّ مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ ○

উচ্চারণ:—"নাওয়ায়তো আছুমো গাদান লিল্লাহে তায়া'লা আজ্জা
ض ض
ওয়াজাল্লা মিন ফরদে রামাদান।"

অর্থ:—আমি আগামীকল্য মহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালার জন্য রমজানের ফরজ রোজা করিব।"

যদি দিবসে রোজার নিয়ত করে, তবে 'আছুমো গাদান' স্থলে اَصُوْمُ اَلْيَوْمَ 'আছুমুল-ইয়াওমা' অর্থাৎ 'অদ্য রোজা করিব, বলিবে।

এফ্তারের নিয়ত :—(রোজা খুলিবার সময় বলিবে)।

اَللّٰهُمَّ صُمْتُ لَكَ وَتَوَكَّلْتُ عَلٰى رِزْقِكَ وَاَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ○

উচ্চারণ :—আল্লাহুম্মা ছোমতো লাকা, [illegible] আ'লা রেজকেকা, অ-আফতারতো বে রাহ্[illegible]ফা ও পিরহান। রাহেমিন।"

অর্থ :—"হে আল্লাহ, আমি তোমার জন্য রোজা রাখিয়াছিলাম, তোমার রুজির উপর নির্ভর করিয়াছিলাম। হে দয়াবানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দয়াবান, তোমার দয়াতে এফতার করিলাম।"

রোজা ভঙ্গের বিষয়গুলি

(১) স্বেচ্ছায় পানাহার করা। (২) স্বেচ্ছায় ঔষধ ও তামাকাদি পান করা। (৩) স্বেচ্ছায় স্ত্রীসঙ্গম, এই কার্য্যগুলিতে কাজা ও কাফ্ফারা ওয়াজেব হইবে।

(৪) নাক ও কানের মধ্যে ঔষধ প্রদান করা, যাহাতে মস্তিষ্ক বা পেটে উহা পৌঁছিয়া যায়।

(৫) আহত পেটের ও মস্তকের জখমে এরূপ ঔষধ লাগান যাহা মস্তিষ্ক ও পেটের ভিতরে প্রবেশ করে।

(৬) কুল্লি করার সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানি গিলিয়া ফেলা।

(৭) স্বেচ্ছায় মুখ পূর্ণ বমি করা।

(৮) কঙ্কর অথবা এইরূপ কোন অখাদ্য বা ঘৃণিত বস্তু গিলিয়া ফেলা। (৯) রাত্রিভ্রমে প্রভাতে ছেহ্রি খাওয়া।

(১০) সন্ধ্যাভ্রমে সূর্য্যাস্তের পূর্বে এফতার করা।

(১১) ভ্রমবশতঃ আহার করিয়া বা কিছু খাইয়া উহাতে রোজা ভঙ্গ হওয়ার ধারণায় পুনরায় আহার করা।

(১২) জবরদস্তিতে পানাহার করা।

(১৩) সমস্ত রমজানে রোজা কিম্বা এফতারের নিয়ত না করা।

(১৪) ফজরে রোজার নিয়ত না করার জন্য আহার করা।

(১৫) গলদেশে বৃষ্টির পানি বা বরফ প্রবেশ করা।

(১৬) মৃত স্ত্রী বা নাবালেগা সঙ্গম করায় কিম্বা চুম্বন ও স্পর্শ করায় এনযাল্ (বীর্য্য) বাহির হওয়া।

[illegible]াগের পর যাহাদের নাড়ী আপনা আপনি পেট [illegible] শৌচ করার পর উক্ত ভিজা নাড়ী অবশ্যই মুছিয়া লইয়া উঠিবে। নচেৎ উক্ত ভিজা নাড়ী পেটের ভিতর গেলে, রোজা নষ্ট হইয়া যাইবে। শামী—২।১৫৫

রোজা মকরূহ হওয়ার বিবরণ

(১) বিনা কারণে কোন বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করা বা চর্বণ করা।

(২) স্ত্রীলোককে চুম্বন, স্পর্শ, আলিঙ্গন ও মোবাশারাতে-ফাহেশা করা।

(৩) বিনা কারণে শীতলতা লাভের জন্য কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া মকরূহ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

যে যে কারণে রোজা নষ্ট হয় না

(১) ভ্রমে পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম করা। (২) তৈল মর্দন। (৩) ছোর্মা ব্যবহার। (৪) ধুলি, মক্ষিকা বা ধুম গলার মধ্যে দাখিল হওয়া। (৫) মেছওয়াক করা। (৬) পরনিন্দা করা ও মিথ্যা কথা বলা। (৭) হঠাৎ কানে পানি যাওয়া। (৮) বমি উঠিয়া গলার নীচে নামিয়া যাওয়া। (৯) অনিচ্ছায় পীড়া বশতঃ বীর্য্যপাত হওয়া। (১০) মূত্র নালীতে ঔষধ প্রবেশ করান। (১১) স্বপ্নদোষ হওয়া।

রোজার কাফ্‌ফারা

(১) একজন ক্রীতদাসকে আজাদ করিয়া দেওয়া।

(২) অভাব পক্ষে ধারাবাহিক দুই মাস রোজা রাখা।

(৩) তদাভাবে ৬০ জন মিছকিনকে ফেৎরা পরিমাণ দান করা।

রোজা এফতার করার অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ

(১) রোজা রাখিলে, পীড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা হয়, এইরূপ পীড়িত ব্যক্তি। (২) মোছাফের। (৩) পাগল। (৪) অতি বৃদ্ধ। (৫) গর্ভবতী

ও স্তন্যপায়ী সন্তানের জননী কিম্বা ধাত্রী যদি তাহা[illegible] যে, রোজা রাখিলে নিজের কিম্বা স্তন্যপায়ী সন্তা[illegible]ফা ও পিরহান।

অতি বৃদ্ধ রোজা রাখিতে অক্ষম হইলে, প্রত্যেক রোজার পরিব ফেৎরা পরিমাণ ফেদইয়া দিবে। মোছাফেরের পক্ষে রোজা রাখা মোস্তাহাব। যদি কেহ ক্ষুধা পিপাসায় মরণাপন্ন হয়, তবে এফতার করিতে পারে।

সর্পাঘাতের ঔষধ পান উদ্দেশ্যে এফতার করিতে পারে।

হারাম রোজা

দুই ঈদ ও বকরা ঈদের পরে তিন দিবস রোজা রাখা নাজায়েজ (হারাম)।

এ'তেকাফ

পুরুষের জামাআতের মছজেদে এবাদতের নিয়তের সহিত থাকাকে "এতেকাফ" বলে।

উহা তিন প্রকার—প্রথম উহা মানসা করিলে, ওয়াজেব হইয়া যায়। দ্বিতীয় রমজানের শেষ দশ দিবসে উহা ছুন্নতে মোয়াক্কাদা, কিন্তু উহা ছুন্নতে কেফায়া—একজন উহা আদায় করিলে, সকলে এই ছুন্নতের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। তৃতীয় উপরোক্ত দুই প্রকার ব্যতীত অন্য সময়ে উহা মোস্তাহাব হইবে। ওয়াজেব ও ছুন্নত এ'তেকাফের রোজা রাখা জরুরি, বিনা রোজা উহা ছহিহ্ হইবে না। নফল এ'তেকাফে রোজা রাখা জরুরি কিনা, ইহাতে যেন মতভেদ দেখা যায়। যে মাছজিদে এমাম ও মোয়াজ্জেন নির্দিষ্ট আছে, এইরূপ মাছজিদে উহা আদায় করা শর্ত্ত; স্ত্রীলোক নিজের গৃহে এ'তেকাফ করিবে। অতি কম এক দিবারাত্রি করিতে হইবে। যদি উহার কমে উহা শেষ করিয়া ফেলে, তবে উহা কাজা করিতে হইবে। এমাম আজম ও এমাম আবু ইউছুফের ইহাই মত, কিন্তু এমাম মোহাম্মদ বলেন,

[illegible] হইলেও এতে'কাফ করা ছহিহ্ হইবে, ইহার উপর [illegible] ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে।

মনুষ্যের জরুরী কার্য্যের জন্য মাছজিদ হইতে বাহির হইতে পারে, যথা মলমূত্র ত্যাগ, স্বপ্নদোষের গোছলের জন্য যদি তথায় গোছলের কোন উপায় না থাকে। যদি উক্ত মাছজিদে জুমআর নামাজ না হয়, তবে সূর্য্য পড়িয়া গেলে, জুময়ার জন্য জা'মে মাছজিদে যাইতে পারে, উহার পূর্বে নহে। যদি জামে' মাছজিদ হইতে এ'তেকাফের স্থান দূরে হয়, তবে এইরূপ সময় বাহির হইতে পারে যে, জুময়ার ফরজ এবং উহার পূর্ব ও পরবর্তী ছুন্নতগুলি পড়িতে পারে। ঈদের জন্য ঈদগাহে উপস্থিত হইতে পারে। স্বাভাবিক ও শরিয়ত সঙ্গত ওজোর ব্যতীত এক নিমিষ মাছজিদের বাহিরে গেলে, এ'তেকাফ বাতীল হইয়া যায়। উক্ত সময় মাছজিদে পানাহার, শয়ন ও ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু বিক্রীত বস্তু মাছজিদে লইবে না, ইহা মকরূহ্ তাহ্রিমী। তথায় সৎকথার (কোরআন, হাদিছ, দ্বীনি এলম, নবীগণের জীবনীর) আলোচনা করিতে পারিবে, আবশ্যক হইলে মোবাহ কথা বলিতে পারিবে, জরুরত না হইলে, উহা করিতে পারিবে না। যদি ভ্রমবশতঃ বিনা ওজোরে মাছজিদ হইতে বাহির হইয়া পড়ে, তবে এ'তেকাফ বাতীল হইবে। মাছজিদ ভাঙ্গিয়া পড়ার জন্য কিম্বা নিমজ্জিত প্রায় ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য বাহির হইলে, গোনাহ হইবে না, কিন্তু এ'তেকাফ বাতীল হইবে। রাত্রি বা দিবাভাগে ভ্রমবশতঃ হইলেও স্ত্রী সঙ্গম করিলে, এ'তেকাফ বাতীল হইবে। স্ত্রীলোককে চুম্বন ও স্পর্শ করিলে, যদি বীর্য্যপাত হইয়া যায়, তবে উহা বাতীল হইবে, নচেৎ বাতীল হইবে না, কিন্তু ঐ কার্য্য হারাম হইবে। কয়েক দিবসের এ'তেকাফের মানসা করিলে, তৎসমুদয় দিবসের রাত্রিসহ ধারাবাহিক ভাবে এ'তেকাফ করিতে হইবে।

শবে কদর

ইহার এক রাত্রির এবাদত সহস্র মাস এবাদ[illegible] ফলপ্রদ। উহা পাইবার জন্য হজরত (ছাঃ) রমজা[illegible] ও পিরতান। এ'তেকাফ করিয়া এবাদত করিতেন। ২১।২৩।২৫।২৭।২৯ এই কয়েকটি বোজোড় রাত্রের মধ্যে উহা হইয়া থাকে, অধিকাংশ সময় ২৬ দিবাগত ২৭ রাত্রে হইয়া থাকে; এই রাত্রিগুলিতে কোরআন তেলাওয়াত, নফল নামাজ, জেকের-আশ্‌গাল, তছবিহ, কলেমা, এস্তেগফার পাঠ করিতে থাকিবে, নফল নামাজ পড়িতে চাহিলে, ছুরা ফাতেহার পরে তিন তিনবার ছুরা এখলাছ পড়িবে।

ফেৎরা

যে আজাদ মুসলমান প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ও দেনা বাদ দিয়া নেছাব পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য, বাণিজ্য সামগ্রী, জমি, গৃহ, পশু ও অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর বস্তুর মালিক হয়, তাহার উপর ফেৎরা ও কোরবাণী ওয়াজেব হইবে। ৪৮ টাকা নয় আনা সওয়া এক পয়সা রৌপ্য, সাত তোলার প্রায় পাঁচ পয়সা কম, স্বর্ণকে 'নেছাব' বলা হয়। নিজের পক্ষ হইতে ও নিজের শিশু সন্তানদের পক্ষ হইতে ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব। স্ত্রীর ফেৎরা দেওয়া স্বামীর প্রতি এবং বালেগ বুদ্ধিমান সন্তানের ফেৎরা পিতার প্রতি ওয়াজেব নহে, যদি কেহ স্ত্রী কিম্বা বুদ্ধিমান পুত্রের পক্ষ হইতে আদায় করিয়া দেয়, তবে উহা জায়েজ হইবে।

ঈদের দিবস ছোবহে-ছাদেকের চিহ্ন প্রকাশিত হইলে, ফেৎরা ওয়াজেব হইবে। ইহার পূর্বে কেহ মরিয়া গেলে, তাহার উপর উহা ওয়াজেব হইবে না। ইহার পূর্বে কেহ পয়দা বা মুছলমান হইলে, উহা ওয়াজেব হইবে। ইহার পরে কেহ পয়দা বা মুছলমান হইলে, উহা ওয়াজেব হইবে না।

ান শুরু হইলে, ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব হইবে। কয়েকজন মিছকিনকে দেওয়া, ছহিহ্ মতে জায়েজ হইবে।

অর্দ্ধছা' গম এক রেওয়াএতে উহার আটা কিম্বা ছাতু অর্দ্ধছা' দিলে, জায়েজ হইবে। খোর্মা, যব ও ছহিহ্ মতে কিশমিশ এক ছা' দিতে হইবে। এক ছা' ৮০ তোলা সেরের প্রায় তিন সের আড়াই ছটাক হয় এবং অর্দ্ধছা' প্রায় এক সের সওয়া নয় ছটাক হয়। ঈদের দিবস গত হইয়া গেলে, ফেৎরা দেওয়া জায়েজ হইবে, কিন্তু মকরূহ তাঞ্জিহি হইবে।

ধান্য, চাউল ইত্যাদি দিতে হইলে, এক সের সওয়া নয় ছটাক গমের মূল্য পরিমাণ ধান্য, চাউল দিতে হইবে।

কোরবাণী

যে ব্যক্তির উপর ফেৎরা ওয়াজেব, তাহার উপর কোরবাণী ওয়াজেব হইবে। মুছলমান, আজাদ ও মোকিমের উপর কোরবাণী ওয়াজেব, খরিদা গোলাম ও মোছাফেরের উপর ওয়াজেব হইবে না।

জোলহাজ্জ চাঁদের ১০ই তারিখের ছোবহে-ছাদেক (ফজর) হইতে ১২ই তারিখের সূর্য্য অস্তমিত হওয়া পর্য্যন্ত কোরবাণীর ওয়াক্ত। ইহা যাহাদের উপর ঈদের নামাজ ওয়াজেব নহে, তাহাদের ব্যবস্থা, কিন্তু যাহাদের উপর ঈদের নামাজ ওয়াজেব, তথায় ঈদের নামাজের পরে কোরবাণী করিতে হইবে, নচেৎ উহা জায়েজ হইবে না।

ছাগল, মেষ, গরু, মহিষ, উট ও দুম্বা দ্বারা কোরবাণী করা জায়েজ হইবে।

ছাগল ও মেষ এক বৎসরের হইবে। গরু ও মহিষ দুই বৎসরের হইবে ও উট পাঁচ বৎসরের হইবে।

যদি ছয় মাসের দুম্বা এরূপ দেহধারী হয় যে, এক বৎসরের ছাগল কিম্বা মেষের সহিত মিলিত হইলে, দূর হইতে প্রভেদ করা না যায়,

তবে উহা কোরবাণী করা জায়েজ হইবে, ক্ষুদ্রাকা[illegible] বৎসরের না হইলে, কোরবাণী জায়েজ হইবে না। [illegible]ফাফা ও পিরহান।

যে পশু অন্ধ, কালা কিম্বা এরূপ দুর্বল হয় যে, উহার হাড়ের'ণ মধ্যে মগজ নাই, কিম্বা কোরবাণীর স্থল পর্যান্ত যাইতে পারে না, এইরূপ খোঁড়া পশু, বা যে পশুর অধিকাংশ দাঁত নাই, এমনকি তদ্দারা ঘাস খাইতে পারে না, যে পশুর আদৌ কাণ নাই, বা একটি মাত্র কাণ আছে, বা একটি কাণ সম্পূর্ণরূপে কাটা গিয়াছে, যে পশুর নাক কাটা গিয়াছে, যে পশুর স্তনগুলির বোঁটা কাটা গিয়াছে, কিম্বা দুধ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, যে মেষ ও ছাগলের স্তনের একটি বোঁটা হয় নাই কিম্বা কোন পীড়ার জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে উট কিম্বা গাভীর দুইটি স্তনের বোঁটা নষ্ট হইয়া গিরাছে, যে বকরীর একটি স্তনের দুধ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিম্বা যে উষ্ট্রীকা বা গাভীর দুইটি স্তনের দুধ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিম্বা যে পশুর একখানা পা কাটা গিয়াছে, যে গরুর জিহ্বা নাই, যে ছাগলের জিহ্বা ঐ পরিমাণ কাটা গিয়াছে যে, ঘাস খাওয়ার বাধা প্রদান করে অর্থাৎ উহার এক তৃতীয়াংশের অধিক কাটা গিয়াছে, যে দুম্বার চর্বি না থাকে, যে পশুর কাণ কিম্বা লেজের অথবা দুম্বার দোমের অধিকাংশ কাটা গিয়াছে, বা যাহার চক্ষের অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে, হিজড়া পশুর ও যে পীড়িত পশুর পীড়ার চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে, যে পশু কেবল বিষ্ঠা খাইয়া থাকে ও যে পশুর শৃঙ্গ এরূপ ভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যে, উহার মগজ পর্য্যান্ত পৌছিয়াছে, তৎসমস্তের কোরবাণী জায়েজ হইবে না।

কোরবাণীর গোশ্‌তের এক তৃতীয়াংশ ছদ্‌কা করিয়া দেওয়া, এক তৃতীয়াংশ নিজের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের জেয়াফতের জন্য ব্যয় করা এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ নিজের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা আফজল। ইহা ধনী ও দরিদ্র সকলকে খাওয়াইতে পারে।

কোরবাণী দাতাগণের সকলের খোদার নৈকট্যলাভ ও ছওয়াবের

নিয়ত করা জরুরি এবং সকলের মুছলমান হওয়া জরুরি। যদি গরু

নর মধ্যে কেহ ছওয়াবের নিয়ত না করে বরং গোশত ওয়া উদ্দেশ্যে শরিক হইয়া থাকে, তবে কাহারও কোরবাণী জায়েজ হইবে না।

যদি কেহ ওয়াজেব কোরবাণীর ও অন্যে নফল কোরবাণীর নিয়ত করে, কিম্বা কেহ এহ্‌রামের কাফ্‌ফারার, কেহ হজ্জে তামাত্তর ক্ষতি পূরণের কাফ্‌ফারার, কেহ হজ্জে কেরানের ক্ষতি পূরণের, কেহ হাদ্‌য়ি আদায় করার, কেহ কোরবাণীর, কেহ অলিমার এবং কেহ আকিকার নিয়ত করে, তবে এইরূপ কোরবাণী জায়েজ হইবে। মৃতের পক্ষ হইতে কোরবাণী করা জায়েজ, যদি তাহার অছিয়ত অনুসারে কোরবাণী করে, তবে ওয়ারেছ উহার গোশত খাইতে পারিবে না। বিনা অছিয়তে কোরবাণী করিলে, ওয়ারেছ উহার গোশত খাইতে পারে। মানসার কোরবাণী নিজে, তাহার পুত্র, পৌত্র, পিতা, দাদা খাইতে পারিবে না। ধনী ব্যক্তিদিগকে খাওয়াইতে পারিবে না।

নিজের হাতে কোরবাণীর জীব জবহ্‌ করা আফজল, যদি নিজে উত্তমরূপে জবহ্‌ করিতে না জানে, তবে অন্যকে আদেশ করিবে, কিন্তু তাহার জবহ্‌ স্থলে উপস্থিত হওয়া উচিত।

কোরবাণীর চামড়া টাকা পয়সা লইয়া এই উদ্দেশ্যে বিক্রয় করা যে, উহা নিজের পরিজনের কার্য্যে ব্যয় করিবে, মকরূহ তাহ্‌রিমি হইবে। করিয়া থাকিলে, উহা ছদ্‌কা করিয়া দেওয়া ওয়াজেব হইবে।

দরিদ্রগণকে দান করার উদ্দেশ্যে উহা বিক্রয় করা জায়েজ, (আঃ ৫/৩৩৪ পৃঃ ও মাজালেছোল আবরার, ২৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

যদি কেহ একটি নির্দ্দিষ্ট পশু কোরবাণীর মানসা করিয়া থাকে, কিন্তু কোরবাণীর দিবস গত হইয়া যায়, তবে সে উক্ত পশুটি জীবিতাবস্থায় ছদ্‌কা (দান) করিয়া দিবে। উহার মূল্য দান করিলেও জায়েজ হইবে।

কোন দরিদ্র ব্যক্তি কোরবাণী করার উদ্দেশ্যে [illegible] ফাফা ও পিরহান। করিয়াছিল, কিন্তু কোরবাণীর দিবস গত হইয়া গেল, [illegible] জীবিতাবস্থায় ছদ্‌কা করিয়া দিবে। আহলে নেছাব কোন পশু খরিদ করিল, কিন্তু কোরবাণীর দিবস গত হইয়া গেল, এক্ষেত্রে উহা জীবিতাবস্থায় ছদ্‌কা করিয়া দিবে। আর কোন পশু খরিদ করিয়া না থাকিলে, উহার মূল্য ছদ্‌কা করিয়া দিবে।

যদি কেহ মানসা করিতে গিয়া বলে যে, আল্লাহ্ তায়ালার নামে একটি কোরবাণী করিব, তবে কোরবাণীর তিন দিবস ব্যতীত উহা কোরবাণী করা জায়েজ হইবে না, কোরবাণী শব্দ না বলিয়া থাকিলে, অন্য সময়ে জবেহ করিতে পারে।

কোরবাণীর নিয়ত :—

اَللّٰهُمَّ هٰذَا مِنْكَ وَلَكَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ هٰذَا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ

উচ্চারণ :—আল্লাহুম্মা হাজা মিনকা অ-লাকা ইন্না ছালাতি ওয়ানোছোকি ওয়া মাহ্‌ইয়া ইয়া অ-মামাতি লিল্লাহে রাব্বিল-আলামিন, লা শারিকালাহু ওয়া বেজালেকা ওমেরতো অ-আনা মিনাল মোছলেমীন্, আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল হাজা মিন ফোলানেব্‌নে ফোলায়ে, বিছ্‌মিল্লাহে আল্লাহো আকবার।

অর্থ—"হে আল্লাহ, ইহা তোমা হইতে এবং তোমার জন্য, নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার এবাদত, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু-

আল্লাহ্ [illegible] কোনো অংশী নাই, আমি ইহার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি মুছলমানদিগের অন্তর্গত। ইয়া আল্লাহ, তুমি অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষ হইতে ইহা কবুল কর।”

প্রথম ‘ফোলানা, স্থলে কোরবাণী দাতার নাম ও দ্বিতীয় ‘ফোলানা, স্থলে তাহার পিতার নাম উল্লেখ করিবে।

একাধিক লোক কোরবাণী দাতা হইলে, তাহাদের নাম ও তাহাদের পিতার নাম উল্লেখ করিবে।

আকিকা

পুত্র সন্তান জন্মিলে, ৭ম, ২১শে দিবস, অভাবে ৭ এর হিসাব রাখিয়া যে কোন দিবসে দুইটি ছাগল, না হইলে একটি ছাগল এবং কন্যা সন্তান জন্মিলে, একটি ছাগল জবহ করিবে। উহার বয়স কোরবাণীর পশুর বয়সের তুল্য হইবে। সন্তানের চুল ক্ষৌর করিয়া উহার সম ওজন সোনা কিম্বা রৌপ্য দান করিবে।

উহার চামড়া ছদকা করিয়া দিবে। উহার হাড় না ভাঙ্গা ভাল, ভাঙ্গিলে কোন দোষ হইবে না।

উহার গোশ্ত প্রতিবেশী ও দরিদ্রগণকে দান করিবে। পিতা মাতার পক্ষে উহা না খাওয়া ভাল, খাইলে দোষ হইবে না। উহার হাড়গুলি দফন করিয়া রাখিবে। সাতের হিসাব রাখা মোস্তাহাব, ইহার ব্যতিক্রম হইলেও আকিকা করা জায়েজ হইবে। একটি গরু দ্বারা সাতজনের আকিকা করা জায়েজ হইবে।

আকিকার নিয়ত :—

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا

وجلدها ب شعرها بشعره اللهم

اجعلها فداء لفلان بن فلان من النار بسم الله الله اكبر ٥

উচ্চারণ :—"আল্লাহুম্মা হাজেহি আকিকাতো ফোলানেব্‌নে ফোলানেন দামোহা বেদামেহি, অ-লাহ্‌মোহা বেলাহ্‌মিহি, অ-আজমোহা বে-আজমেহি, অ-জেল্‌দোহা বে-জেল্‌দিহি, অ-শা'রোহা বে-শা' রেহি। আল্লাহুম্মাজ আল্‌হা ফেদায়াল্‌ লেফোলানেব্‌নে ফোলানেন মিনান্নার। বিছমিল্লাহে আল্লাহো আকবার।"

অর্থ :—"হে আল্লাহ, এই পশু অমুকের পুত্র অমুকের আকিকা ইহার রক্ত তাহার রক্তের, ইহার মাংস তাহার মাংসের, ইহার হাড় তাহার হাড়ের, ইহার চামড়া তাহার চামড়ার, ইহার পশম তাহার পশমের পরিবর্ত্তে। ইয়া আল্লাহ, ইহাকে ফিদ্‌ইয়া স্বরূপ অমুকের পুত্র অমুকের জন্য, দোজখের আগুন হইতে মুক্তি প্রদান কর। আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিতেছি, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

আরবী 'ফোলান' স্থলে যে শিশু বালকের জন্য আকিকা করা হইতেছে, তাহার নাম ও দ্বিতীয় 'ফোলান' স্থলে তাহার পিতার নাম হইবে। শিশু বালিকা হইলে তাহার পিতার নামের পূর্বে এবনে ফোলান না বলিয়া বেন্তে ফোলান বলিবে। পিতা আকিকা করিলে 'এবনী ফোলান বলিবে, ফোলান স্থলে পুত্রের নাম লইবে।

জবহ, জাকাত ও হজ্জের মছলা জানিবার জন্য 'জবহ কোরবাণী', 'জাকাত ও ফেৎরা' ও 'হজ্জের মাছায়েল' পাঠ করুন।

:*: সমাপ্ত :*:

কারবানী করা [illegible] সফাকা ও পিরহান।

شعرها بد

[illegible]ষণা

এই না[illegible] পিরাইট বশিরহাটের মরহুম পীর কেবলা আল্লামা রুহুল [illegible]আমিন (রহঃ) এর জ্যেষ্ঠা কন্যা [illegible]মোসাম্মাৎ সঈদা খাতুনের নিকট হইতে উচিৎ মূল্যে খরি[illegible] করিয়া প্রকাশ করি[illegible]

মোসাম্মাৎ শাহর বানু
বশিরহাট (পশ্চিম পাড়া)

—: এই নামাজ শিক্ষা পাইবার ঠিকানা :—

১। আমিনিয়া লাইব্রেরী
(আমিনিয়া মাদ্রাসার সম্মুখে)
বশিরহাট পশ্চিম পাড়া,
পো:—বশিরহাট,
উত্তর ২৪ পরগণা।

২। ইসলামিয়া লাইব্রেরী
৩০, মদনমোহন বর্মন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

৩। বশিরহাট মদিনা ক্লথ ষ্টোর্স
পুরাতন বাজার, বশিরহাট,
উত্তর ২৪ পরগণা।

৪। তাজমহল ষ্টোর্স
পুরাতন বাজার, বশিরহাট।

৫। কুতুবখানা, ফুরফুরা শরীফ
হুগলী।

৬। আল-আমিন ষ্টোর্স
বসিরহাট, আর, এন, রোড।
(ইলাহী মসজিদের সম্মুখে)

৭। প্রিয় বই ঘর
বশিরহাট পশ্চিমপাড়া।

৮। আরাফাত লাইব্রেরী
কাটিয়াহাট,
(মসজিদের দক্ষিণ পাশে)
উত্তর ২৪ পরগণা।

৯। হাড়োয়া খারেজী মাদ্রাসা
উত্তর ২৪ পরগণা।